রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি

সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনা-ভূমিকা
আবুল আহসান চৌধুরী

Pathak Samabesh
Since 1987

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bangladesh Taka 995.00
UK. £ 25.00 US. $ 50.00

লোকায়ত বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে লালন একটি অবিস্মরণীয় ধ্রুপদী নাম। 'মানুষ সত্য' – এই মতের প্রতিপোষক লালন তাঁর গানের ভেতর দিয়ে যে মরমি ভুবন নির্মাণ করেছিলেন তা সমকালকে যেমন উত্তরকালকেও তেমনি বিস্মিত-মুগ্ধ-অভিভূত-প্রাণিত করেছিল। গানই ছিল তাঁর আনন্দ-উপলব্ধি – গানই ছিল তাঁর জীবনবেদ। লালনই বাউলগানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা এবং সেইসঙ্গে বাউলসাধনার প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারও।

লালন শতবর্ষেরও বেশি আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি এই দীর্ঘজীবনে কত গান রচনা করেছিলেন, তার হদিশ মেলা ভার। তাঁর প্রামাণ্য গানের সংখ্যা প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। মুখে মুখে রচিত বলে এবং যথাসময়ে লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণে অনেক গানই হারিয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর জীবিতকালেই এইসব গানের সংগ্রহ ও প্রকাশ আরম্ভ হয়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ছিলেন এই কাজের প্রথম উদ্যোগী। পরে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে পালন করেছিলেন প্রেরণাসঞ্চারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হরিনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝের সময়ে আরো অনেকে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। উত্তরকালে লালনের গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বসন্তকুমার পাল, মতিলাল দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এঁরা নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু এর পরে লালনচর্চা ও পদ-সংগ্রহে একধরনের নৈরাজ্য দেখা দেয়। অজ্ঞতা কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের কারণে লালনের খণ্ডিত, বিকৃত, জাল, নকল গান প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে।

লালনের প্রামাণ্য গানের একমাত্র না হলেও প্রধান উৎস তাঁর শিষ্যদের লিপিকৃত পুরনো গানের খাতা। রবীন্দ্রনাথ এমন দু'খানা খাতা সংগ্রহ করেছিলেন লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে – যা এখন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। লালনগবেষক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের সেই গানের খাতার চিত্র-প্রতিলিপি সংগ্রহ করে তা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। মূলত তাঁর প্রয়াসেই লালনের গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশিত হলো, লালন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পাঠক সমাবেশ থেকে। লালন কিংবা কোন বাউল-পদকর্তার গানের এই ধরনের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশ এই প্রথম। নিঃসন্দেহে লালনচর্চার ইতিহাসে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Get closer to Pathak Shamabesh at
www.pathakshamabesh.com

ISBN 984-70212-0011-5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখাচিত্র : কাইয়ুম চৌধুরী

বাংলার লোকসংস্কৃতি-চর্চা ও লোকঐতিহ্য-অন্বেষণের ক্লান্তিহীন এক শিল্প-শ্রমিকের নাম ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী। তাঁর জন্ম 'লালনের দেশ' কুষ্টিয়ার মজমপুরে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। ফজলুল বারি চৌধুরী (১৯০৪-১৯৭৪) ও সালেহা খাতুন (১৯১৩-১৯৮৯) তাঁর জনক-জননী। পিতা ছিলেন সাহিত্যিক-সমাজসেবী-অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রফেসর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি এবং পিএইচডি উপাধি অর্জন করেন। প্রায় তিরিশ বছর অধ্যাপনা-পেশায় যুক্ত। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে ঐ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর।

ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী মূলত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সমাজমনস্ক ও ঐতিহ্যসন্ধানী। তাঁর চর্চা ও গবেষণার বিষয় ফোকলোর, উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, সাময়িকপত্র, আধুনিক সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস। অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্যের নানা দুষ্পাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায় উপকরণ সংগ্রহ-উদ্ধার করে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লালন সাঁই, কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেন-বিষয়ক গবেষণা-কাজ দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। লালনচর্চায় তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ উল্লেখ্য। লালন ও অনুষঙ্গী বিষয়ে এ-পর্যন্ত তাঁর আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০০-এ অর্জন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতির লালন পুরস্কার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৫। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডক্টর চৌধুরীর প্রথম বই *স্বদেশ আমার বাঙলা* (১৯৭১, কলকাতা)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কুষ্টিয়ার বাউলসাধক (১৯৭৪), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৯৮৮), জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৮), লালন শাহ (১৯৯০), মনের মানুষের সন্ধানে (১৯৯৫), পাগলা কানাই (১৯৯৫), মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা (১৯৯৬), লোকসংস্কৃতি-বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯৭), আব্বাসউদ্দিন (২০০২), অন্তরঙ্গ অন্নদাশঙ্কর (২০০৪), আলাপচারী আহমদ শরীফ (২০০৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : লালন স্মারকগ্রন্থ (১৯৭৪), ভাষা-আন্দোলনের দলিল (১৯৮৮), কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী (১৯৯২), মহিন শাহের পদাবলী (১৯৯৩), প্রসঙ্গ হাসন রাজা (১৯৯৮), রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি (২০০০), লালনসমগ্র (২০০৮)।* ডক্টর চৌধুরী *ফোকলোর-বিষয়ক গবেষণা-পত্রিকা লোকসাহিত্য পত্রিকা-রও (১৯৭৫-১৯৮৪) সম্পাদক ছিলেন।*

প্রচ্ছদ : সেলিম আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(সঙ্গীত/বাউল/লালন আর্কাইভ/পাণ্ডুলিপি)

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত
লালনের গানের পাণ্ডুলিপি

Cover Design by Selim Ahmed

A
Pathak Shamabesh Book

Music / Baul / Lalon Archive / Manuscript

B.Tk. 995.00
UK.£ 25.00
US.$ 50.00

ISBN 984-70212-0011-5

Printed & Bound by Culture Press, Bangladesh

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

রবীন্দ্রবাউলের উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রবেশক	৯
লালনের গানের সূচি	১৯
খাতা : এক	৩৩
খাতা : দুই	১০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনের গানের সূচি

খাতা : এক

দেখ রে আমার রছুল জার কাণ্ডারি এই ভবে	৩৫
মদিনায় রছুল নামে কে এলো ভাই	৩৫
নবি না চিনে কি আল্লা পাবে	৩৬
অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার	৩৬
ভবে কে তাহারে চিন্তে পারে	৩৭
মন কি এহাই ভাবো আল্লা পাবো নবি না চিনে	৩৭
ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ নিলেময়	৩৮
নবির অঙ্গে জগত পয়দা হয়	৩৯
নবি না চিনে কি শে খোদার ভেদ পায়	৩৯
আএ গো জাই নবির দিনে	৪০
মনের ভাব বুজে নবি মর্ম খুলেচে	৪০
নবির আএন বোজা সার্দ্দ নাই	৪১
একি আএন নবি কল্ল জারি	৪১
জদি সরায় কার্জ্জ শীদ্দী হয়	৪২
রেকলে সাই কুবজল কোরে	৪২
জে পতে সাই চলে ফেরে	৪৩
কোন রসে কোন রতির খেলা	৪৪
থাকনা মন একান্তো হোএ	৪৫
শুদ্দু প্রেমরশীক বিনে কে তারে পায়	৪৬
ভজোনের নিগুড় কতা জাতে আছে	৪৬
জে সাদন জোরে কেটে জাএ কর্ম্ম ফাশী	৪৭
গোউর প্রেম অথাই আমি ঝাপ দিএচি তায়	৪৭
মানুষ ধরো নিহারে রে	৪৮
না জেনে ঘরের খবর তাকাই আচমানে	৪৮
জানা চায় আমাবস্য থাকে চাঁদ কোথায়	৪৯
কি আজব কলে রশীক বানিএচে কোটা	৪৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদ আছে চান্দে ঘেরা	৫০
অনেক ভাগ্যর ফলে সে চাঁদ কেও দেখিতে পায়	৫০
চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না মন	৫১
সাই দরবেষ জারা আপ্নারে ফানা করে	৫১
ফকিরি করবি খেপা কোন রাগে	৫২
জে জোন পর্দ্দহিন সরবরে জাএ	৫২
নরেকারে দুজন নুরি ভেসচে সদায়	৫৩
চাতোক সভাব না হলে	৫৩
সোনার মানুষ ভেষচে রসে	৫৪
গোসাইর ভাব জেহি ধারা	৫৪
নদির তিরধারা বএরে নদির তিরধারা বয়	৫৫
মন রে আপ্তো তর্ত্তে না জানিলে	৫৬
ও সে কুলের মর্ম জেন্তে হয়	৫৬
পাকি কখন জানি উড়ে জাএ	৫৭
মরশীদ বলো মন রে পাখি	৫৭
সদা এসে নিরাঞ্জন নিরে ভাসে	৫৮
নাম সাদন বিফল বরজোক বিনে	৫৮
ধরো চোর হাওার ঘরে ফান্দ পেতে	৫৯
আজব আএনা মহল মনিগোভিরে	৫৯
রংমহলে সিদ কাটে সদায় জানি কোথা সে চোরের বাড়ি	৬০
মনচোরারে ধোরবি জদি মন ফাঁদ পাতো আজ তিরপিনে	৬০
হাএ কি কলের ঘরখানি বেন্দে সদায়	৬১
জে ভাব গোপির ভাবনা	৬১
সে ভাব সবায় কি জানে	৬২
জদি গোউরচাঁদকে পাই	৬২
ভুলনা মন কারো ভোলে	৬৩
দাড়া কানাই একবার দেখি	৬৩
দেলদরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পাএ	৬৪
আপন ঘরের খবর লে না	৬৪
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দিদলে	৬৫
কে তাহারে চিন্তে পারে	৬৫
এনে মহাজনের ধোন বিনাষ কল্লী খেপা	৬৬
মন আএন মাফিক নিরিক দিতে ভাবো কি	৬৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগবার চাঁদ বদনে বল রে সাই	৬৭
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে	৬৭
কিষ্ট পদের কথা করো রে দিশে	৬৮
জেন গে জা গুরূর দারে জ্ঞান উপাসনা	৬৮
সে করণ সিদ্দী করা সামান্ন্য কি হয়	৬৯
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে	৬৯
তিন দিনের তিন মরম জেনে	৭০
মনের মানুষ খেলচে দিদলে	৭০
জে জোন দেখেচে অটল রূপেরো বিহার	৭১
চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবানে	৭১
দিনের ভাব জেহি ধারা	৭২
দিনের ভাব জেদিন উদায় হবে	৭৩
মেয়ারাজের কথা শুদাবো কারে	৭৪
মরশীদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন	৭৪
বল কারে খুজিষ খেপা দেষবিদেশে	৭৫
একি আজগবি এক ফুল	৭৫
প্রেমের সন্দী আছে তিন	৭৬
আজ আমার অন্তোরে কি হোলো গো সই	৭৬
পাগোল দেয়ানের মন কি ধোন দিএ পাই	৭৭
সাই কে বোজে তোমা অপার নিলে	৭৮
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজির প্রকার	৭৮
মরি রে কি আজব কারখানা	৭৯
অন্তোরে জার সদায় সহজ রূপ জাগে	৭৯
শুদ্দু প্রেমের পিৃমি মানুষ জে জোন হয়	৮০
কিশে আর বোজাই মন তোরে	৮০
পাপধর্ম জদি পূর্ব্বে লেখা জাএ	৮১
ধড়ে কোথায় মাক্কা মদিনে চেএ দেখ নজরে	৮১
আপনারে আপ্নী চিনিনে	৮২
মরশীদ মনিগোভিরে	৮২
মুখের কথা কি শে চাঁদ ধরা জাএ	৮৩
মানুষ অবিস্বাষে পাইনে রে সে মানুসোনিধি	৮৩
আর কি বোষবো এমন সাদবাজারে	৮৪
বিদেশীরো প্রেম কেউ কোরো না	৮৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাএ চিরোদিন পুষলাম এক অচিন পাকি ৮৫
রাত পোয়ালে পাকটে বলে দে রে খাই ৮৫
ভাবের উদায় জেদিন হবে ৮৬
আপনারে আপ্নী চেনা জদি জায় ৮৬
সার্দ্দ কিরে আমার সে রূপ চিনিতে ৮৭
শুর্দ্দু প্রেমরসের রোশীক মেরে সাই ৮৭
কে কথা কএ রে দেখা দেয় না ৮৮
গুরূ বস্তু চিনে লে না ৮৮
না জানি কেমন রূপ সে ৮৯
আমাবস্য দিনে চন্দ্র থাকেন জেয়ে কোন সহরে ৮৯
মলে গুরূ প্রাপ্তো হবে সে তো কথার কথা ৯০
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি ৯০
রূপেরো তুলনা রূপে ৯১
কি হবে আমারো গতি ৯১
অন্তিম কালের কালে ও কি হয় না জানি ৯২
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজির প্রকার ৯২
অসার ভেবে সার দিন গেলো আমার ৯৩
কুলের বোউ ছিলাম বাড়ি হলাম নাড়ি নাড়ার সাতে ৯৪
সামান্ন্য কি সে ধোন পাবে ৯৪
ভক্তের দারে বান্দা আছে সাই ৯৫
বাকির কাগোচ গেলো হুজুরে ৯৫
জে রূপে সাই আছে মানুসে ৯৬
আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময় ৯৬
ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েচে মন ৯৭
মন আমার কেউ না জেনে মজো না পিরিতে ৯৭
কিবা রূপের ঝলক দিচ্চে দিদলে ৯৮
রাছুলকে চিনিলে খোদা চেনা জায় ৯৮
তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাবো না ৯৯
দিবো রেতে থেকো সব রে বাহুসারি ৯৯
দিনে দিন হোলো আমার দিন আখিরি ১০০
চেএ দেখ না রে মন দির্ব্ব নজরে ১০০
চান্দে চান্দে চন্দ্রগ্রহন হয় ১০১
নিচে পর্দ্দ চরক বানে জুগল মিলন চাঁদ চকোরা ১০১
আমারে কি রেকবেন গুরূ চরণদাসি ১০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতা : দুই

এলাহি আলামিন আল্ল্যা বাদসা আলোমপানা তুমি	১০৫
খেম অপরাদ ওহে দিননাথ কেশে ধরে আমাএ লাগাও কেনারে	১০৬
পার করো দয়াল আমায় কেশে ধরে	১০৭
এসো হে অপারের কণ্ডারি	১০৭
খেম খেম অপরাদ দাশের পানে এগবার চাও হে দয়াময়	১০৮
পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে	১০৯
কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ডারি	১০৯
এমন শুভার্গ আমার কবে হবে	১১০
আর কি হবে এমন জনম বোষবো সাদুর মেলে	১১০
জগত মকতিতে ভোলালে সাই	১১১
মনের হোলো মতি মন্দো	১১১
মনের মনে হোলো না একদিনে	১১২
গোসাই আমার দিন কি জাবে এই হালে	১১২
কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ডারি	১১৩
জেনবো হে এই পাপি হইতে	১১৩
এ দেশেতে এই শুক হোলো আবার কোথা জাই না জানি	১১৪
এমন মানব জনম আর কি হবে	১১৪
আমি কি দোশ দিবো কারে রে	১১৫
কারে দিবো দোষ নাহি পরের দোষ	১১৫
তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে	১১৬
দয়াল নিতাই কারো ফেলে জাবে না	১১৬
পারে লোএ জাও আমায়	১১৭
কি করি ভেবে মরি মনমাজি ঠাহোর দেখিনে	১১৭
এমন দিন কি হবে রে আর	১১৮
সকলি কপালে করে	১১৮
আর কি গোউর এসবে ফিরে	১১৯
চিরোদিনে দুখেরো আনলে প্রান জোলচে আমার	১১৯
জে জা ভাবে সেইরূপ সে হয়	১২০
নিলে দেখে লাগে চোমেতকার	১২০
এমন মানব জনোম আর কি হবে	১২১
ভুলবো না ২ বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকে না	১২১
একদিন পারের কতা ভাবলি না রে	১২২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন শুকে সাই করেন খেলা এই ভবে ১২২
মন কি তুই ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞানছাড়া ১২৩
কাজ কি আমার এ ছার কুলে ১২৩
মন আমার কি ছার গৈরব কোরচো ভবে ১২৪
জেতে সার্দ হএরে কাশী কর্ম্মফাশী বাদে গলায় ১২৪
ও মন কে তোমারো জাবে সাতে ১২৫
মন তোর আপোন বোলতে কে আছে ১২৫
মন আমার তুই কল্ল্যী একি ইতোরপানা ১২৬
এনে কাল কাটালি কালের বশে ১২৬
চিরোকাল জল ছেচে আমার জল ছাড়েনা এ ভাঙ্গা লায় ১২৭
আগে জান না ও মুরায় বাজি হারিলে ১২৭
চিরোদিনে দুখেরো ও মন তিন পোড়ায় তো খাটী হোলে না ১২৮
আমি কি দোষ দিবো কারে রে ১২৮
আমার মনেরে বোঝাই কিশে ভবোজাতোনা ১২৯
দেকলাম কি কুদরতিময় ১৩০
কে বুজিতে পারে আমার সাইর কুদরতি ১৩০
পোড়গে নামাজ জেনেশুনে ১৩১
কে বোজে মন মওলার আলেকবাজি ১৩১
আই হারালি আমাবতি না মেনে ১৩২
সোনার মান গেলো রে ভাই বেঙ্গা এক পিতোলের কাছে ১৩২
জদি ফানার ফিকির জানা জাএ ১৩৩
অজান খবোর না জানিলে কিশেরো ফকিরি ১৩৪
হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা ১৩৪
দেখো রে দিনরোজনি কোথা হইতে হয় ১৩৫
কি করি কোন পথে জাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না ১৩৫
না হোলে মন সরোলা কি ফল মেলে কোথা ধুড়ে ১৩৬
মনে না দেখলে নেহাজ কোরে মুখে পড়লে কি হয় ১৩৬
মেরে সাইর আজব নীলেখেলা তা কেউ বুজতে পারে ১৩৭
আছে জার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা ১৩৭
সেই অটল রূপের উপাশোনা কেউ জানে কেউ জানে না ১৩৮
গুরু দেখায় গোউর তাই দেখি কি গুরু দেখি ১৩৮
আকার কি নিআকার সেই রব্বানা ১৩৯
ও দুটী নুরের ভেদবিচার জানা উচিত বটে ১৩৯
মরসিদ জানায় জারে মর্ম সেই জানিতে পায় ১৪০
কৃতিকর্মারো খেল কে বুজতে পারে ১৪০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথা আছে রে সেই দিন দোরোদি সাই ১৪১
আবহায়াতের নদি কোনখানে ১৪১
তোরা দেখনা রে মন দিৰ্ব্বনজরে ১৪২
মাএরে ভজিলে হয় শে বাপের ঠেকেনা ১৪২
আছে মাএর ওতে জগতপীতা ভেবে দেখো না ১৪৩
আজ কোরছে সাই ব্রের্মাণ্ডের উপর শেরূপো নিলে ১৪৩
ভজো মুরশীদের কদম এই বেলা ১৪৪
সহরে সোলো জনা বোমবেটে ১৪৪
নজোর এগদেগ গেলে আর দিগে অন্দোকার হয় ১৪৫
উদায় কাল কলি রে ভাই কলি আমি বলি তাই ১৪৫
তোরা কেও জাশ নে ও পাগোলের কাছে ১৪৬
দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাইরিএ ১৪৬
সামান্য কি তার মর্ম জানা জাএ ১৪৭
এই মানুসে সেই মানুষ আছে ১৪৭
খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কি বোজে ১৪৮
কে বোজে শাইর নিলেখেলা ১৪৮
কি সাদনে পাই গো তারে ১৪৯
হিরে নাল মতির দোকানে গেলে না ১৪৯
জেদিন ডিম্ব ভরে ভেশেছিলো সাই ১৫০
এ বড়ো আজব কুদরতি ১৫০
কার ভাবে সাম নদে এলো গে ১৫১
হরি কান্দে হরি বোলে কেনে ১৫১
ধেনে জারে পাএ না মহামনি ১৫২
মলে ঈশ্বর প্রাপ্তো হবে কেন বলে ১৫২
মুলের ঠিক না পেলে সাদন হয় কিশে ১৫৩
মুরসীদের ঠাই লে না রে সে ভেদ বুজে ১৫৩
কারে বলে অটলপ্রাপ্তী ভাবি তাই ১৫৪
জিব মলে জিব জাএ কোন সংসারে ১৫৪
কোন কুলে জাবি মনুরায় ১৫৫
কুদরতের শীমা কে জানে ১৫৫
শে জারে বোজায় সেই বোজে ১৫৬
এখন আর ভেবলে কি হবে ১৫৬
আজব রং ফোকিরি সাদা সোহাগীনি সাই ১৫৭
পড়ে ভুত মন আর হশ নে মনুরায় ১৫৭
কে পারে মকরউল্লার মকর বুজিতে ১৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

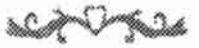

ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি ১৫৮
চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি ১৫৯
এগবার জগর্নাথে দেখ রে জেএ ১৫৯
উপরেদে কাজ দেখ রে ভাই ঢেকি গেলার মতো ১৬০
সে জারে বোজাএ সেই বোজে ১৬০
জেন্তে হয় আদমছপির আর্দ্দ কথা ১৬১
কি রূপ সাদনের বলে অধার ধরা জাএ ১৬১
বেদে কি তার মর্ম জানে ১৬২
আলেফ লাম মিমেতে কোরান তামাম সোদ লেখেচে ১৬৩
সাই আমার কখন খ্যালে কোন খেলা ১৬৩
কারে আজ শুদাই সে কথা ১৬৪
বিশয় বিশে চঞ্চলা মন দিবরোজনি ১৬৪
জা জা ফানার ফিকির জেনগে জা রে ১৬৫
ওগো তরিকতে দাখিল না হোলে ১৬৫
পড় রে দাএমি নামাজ এ দিন হলো আখিরি ১৬৬
মানুষ ঝলক দিবে নেহারে ১৬৭
জে পরোসে পরসে পরস সে পরোসো চিনলে না ১৬৭
সমাএ গেলে রে ও মন সাদন হবে না ১৬৮
নরেকারে ভেশচে রে এক ফুল ১৬৮
জে জানে ফানার ফিকির সেই ফকির ১৬৯
চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে কেনে ১৬৯
এক ফুলে চার রেংঙ্গ ধরেচে ১৭০
জানি মন প্রেমের প্রিমি কাজে পেলে ১৭০
আমার হয় না রে ষে মনের মতো মন ১৭১
অবদ মন রে তোমার হলো না দিশে ১৭১
এবার কে তোর মালেক চিল্ল্যীনে তারে ১৭২
কিৃষ্ট বিনে তেষ্টা তেগী ভবে সেই বটে গো শুর্দ্দু অনুরাগি ১৭২
জান রে মন সেই রাগের করোন ১৭৩
অনআদির অদি শ্রীকৃষ্ট নিধি ১৭৩
ঐ এক অজান মানুষ ফিরচে দেশে তারে চিন্তে হয় ১৭৪
আছে দিনদুনিয়া অচিন মানুষ এগজনা ১৭৫
অবোদ মন রে তোমার হোলো না দিশে ১৭৫
এবার কি সাদনে সমন জালা জায় ১৭৬
কোন রাগে সে মানুষ আছে মহারশের ধনি ১৭৬
জে পতে সাই চলেফেরে তার খবর কে করে ১৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি কার আজ কেবা তোমার এ সংসারে ১৭৮
জেখানে সাইর বারামখানা ১৭৮
রূপের ঘরে অটল রূপ বেহারে চেএ দেখ না তোরা ১৭৯
সড়ো রশীক বিনে কে বা তারে চেনে জারো নাম অধরা ১৮০
মানসের করোন সে কিরে স্বাধারন জানে রশীক জারা ১৮১
খেলচে মানুষ নিরেখিরে ১৮২
জেনগে মানুসের করোন কিশে হয় ১৮৩
শুমজে করো ফকিরি মন রে ১৮৩
পারো নিরহেতু সাধনা করিতে ১৮৪
সবায় কি তার মর্ম জেন্তে পায় ১৮৪
গোউর কি আইন আনিলে নদিয়ায় ১৮৫
জে সাধোন জোরে কেটে জায় কর্ম্মফাসি ১৮৬
সে কথা কি কবার কথা জানিতে হয় ভাবাদেশে ১৮৬
সে ভাব উদায় না হোলে ১৮৭
বিসাম্রতো আছে রে মাকাচোকা ১৮৭
সে করন সিদ্দী করা সামান্নে কি হয় ১৮৮
শুদ্দু প্রেমরাগে সদায় থাক রে আমার মন ১৮৮
করি কেমনে শুর্দ্দ সহজ প্রেমসাদন ১৮৯
জে জোন সাদকের মুল গোড়া ১৮৯
ধরো রে অধারচাঁন্দেরে অধরে অধার দিএ ১৯০
পাবে সামার্ন্ন্য কে তারে দেখা ১৯১
আমার মনের মানুশের সোনে মিলন হবে কতো দিনে ১৯১
ফের পলো তোর ফিকিরেতে ১৯২
আমার মনেরে বুজাই কিশে ভবোজাতোনা ১৯২
ওরে মন আমার গেলো জানা কারো রবে না এ ধোন জিবন জৈবন ১৯৩
গুরূ শুভাব দেও আমার মনে ১৯৪
গুরূপদে নিষ্ঠা মন জার হবে ১৯৪
গুরূ দোহাই তোমার মনকে আমার নেও গো শুপথে ১৯৫
মরশীদ বল মন রে পাকি ১৯৫
মরসীদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন এ জগতে ১৯৬
ডাক রে মন আমার হকনাম আল্ল্যা বলে ১৯৭
ও মন দেখে শুনে ঘোর গেলো না ১৯৭
জে আমায় পাঠালে এহি ভাবনগরে ১৯৮
জেও না অন্দাজি পতে মনরসনা ১৯৮
কি সাদনে আমি পাই গো তারে ১৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র বে শ ক

বাঙালির লোকধর্ম হিসেবে বাউলের মত ও সাধনার ধারা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও গুরুবাদী সংগীতাশ্রয়ী এই মরমি সম্প্রদায়ের সাধকদের রচিত আদি গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। যদিও মরমি সাধনা ও সংগীতের অনুরাগী ক্ষিতিমোহন সেন কিছু প্রাচীন বাউলগান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা সত্ত্বেও সেইসব গানের অকৃত্রিমতা ও পদকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। সে-ক্ষেত্রে লালনকেই বাউলগানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পাশাপাশি বলতে হয় লালন ছিলেন বাউলসাধনার প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারও।

২.

লালন শতবর্ষেরও বেশি আয়ু পেয়েছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায়, তিনি চল্লিশ বছর বয়সেও বাউলমতে দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাহলেও দীর্ঘজীবী লালন কমপক্ষে পৌনে এক শতক কাল গান বেঁধেছিলেন। লালন 'ভাবের আবেশে' গান রচনা করতেন। সেইসব সৃষ্টিশীল মুহূর্তে আবেগ-স্পন্দিত লালন 'ওরে আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে' বলে গানের বাসরে শিষ্যদের আহ্বান জানাতেন। জানা যায় : 'ইহাতে আর সময় অসময় ছিল না। সর্ব্বদাই এই "পুনা মাছের ঝাঁক" আসিত।'[১] এই যে সাধনার অনুষঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত গান—তার সংখ্যা কত হবে তা নির্ণয় করা কঠিন। *হিতকরী* পত্রিকায় সংখ্যার ধারণা না দিয়ে বলা হয়, 'লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্ব্বত্রে সর্ব্বদাই গীত হইয়া থাকে'।[২] *প্রবাসীর* ১৩২২-এর ভাদ্র সংখ্যায় 'হারামণি' বিভাগে করুণাময় গোস্বামী সংগৃহীত লালনের গানের শেষে নিতান্তই অনুমানের উপর নির্ভর করে উল্লেখ করা হয়, লালনের 'বোধহয় সহস্র গান আছে'। মতিলাল দাশ বলেছেন : 'লালনের প্রায় ছয়শত গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—আরও পাওয়া যায় কিনা, চেষ্টা করিতেছি।'[৩] কিন্তু তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে সংগৃহীত লালনের যে গানগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশের জন্যে দেন, তার সংখ্যা ৩৭১।[৪] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত লালনগীতির সংখ্যাও বোধহয় ছয়শোর ঘর পেরিয়ে যাবে না। বর্তমান সম্পাদক সংকলিত *লালনসমগ্র* বইয়ে লালনের গানের খাতা, *হারামণি* ও অন্যান্য সূত্র থেকে মোটের ওপর লালনের ৬৪২টি প্রামাণ্য পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৫] উক্ত সম্পাদক-সংগৃহীত একটি পুরনো সূচিপত্রে লালনের ৫৩০টি গানের মুখ পাওয়া যায়, অবশ্য কয়েকটি ক্রমিকে কোন গানের উল্লেখ নেই। অন্নদাশঙ্কর রায় ধারণা করেছেন :

> তাঁর [লালন] গান রচনা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলেছিল। একশো বছরে অন্তত দশ হাজার গান রচিত হয়েছিল। সেসব গান কেউ লিখে রাখে নি, তাঁর জীবিতকালে ছাপাও হয় নি।[৬]

অন্নদাশঙ্কর-কথিত লালনের গানের সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। কেননা দীর্ঘজীবন-লাভের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গতি কী সবসময়ই রক্ষিত হয়? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃজনক্ষমতাও প্রাকৃতিক নিয়মেই কমে আসে। আর বাউলগানের বিষয়-পরিধি অত্যন্ত সীমিত, প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য না থাকলে কল্পনা বা শৈল্পিক উদ্ভাবনী শক্তি জাগে না—সে-ক্ষেত্রে শুধুই পুনরাবৃত্তি এবং একই বিষয়ের আবর্তন চলতে থাকে। লালনের 'গান কেউ লিখে রাখে নি, তাঁর জীবিতকালে ছাপাও হয় নি'—এ-তথ্যও সঠিক নয়।

লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন, কিন্তু সেইসব গান নিরক্ষর লালনের পক্ষে লিখে রাখা সম্ভব ছিল না, সেই কাজটি করতেন তাঁর শিষ্যেরা—বিশেষ করে মনিরুদ্দীন শাহ ও মানিক শাহ (মানিক পণ্ডিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে পরিচিত)। মূল খাতা থেকে নকল করে নতুন খাতাও তৈরি হতো সাধকশিল্পীদের প্রয়োজনে। মনিরুদ্দীনের হাতের লেখার খাতাই এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে—মানিক পণ্ডিত লিপিকর হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকলেও সেইসব খাতার হদিশ মেলে নি। মনিরুদ্দীন-লিপিকৃত একাধিক খাতার সন্ধান মিলেছে। বর্তমান সম্পাদক ও আরো কারো কারো সংগ্রহে এই ধরনের খাতা আছে। রবীন্দ্রনাথও এইরকম দু'টি খাতা সংগ্রহ করেন লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে।

৩.

লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। লালনচর্চা শুরু হয়েছিল বেশ আগেই। এ-যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙাল হরিনাথের রচনাতেই প্রথম লালন সাঁইয়ের উল্লেখ মেলে।[৭] এমন কী লালনের গানও প্রথম প্রকাশিত হয় হরিনাথের সৌজন্যেই, 'কে বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা', তাঁর *ব্রহ্মাণ্ডবেদ* (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা, ১২৯২; পৃ. ২৫১) গ্রন্থে। লালনের মৃত্যুর (১ কার্তিক ১২৯৭ / ১৭ অক্টোবর ১৮৯০) পরপরই মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক *হিতকরী* পত্রিকায় (১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০) 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে যে নিবন্ধ (অস্বাক্ষরিত হলেও যুক্তিসিদ্ধ ধারণা অনুসারে রাইচরণ দাস লিখিত) প্রকাশ পায় তাতে লালনের 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' গানটি উদ্ধৃত হয়। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী* (১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩০)-তে লালনের তিনটি গান স্থান পায়। লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সরলা দেবী *ভারতী* পত্রিকায় ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ এগারোটি গান প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *সঙ্গীতকোষ* (১৩০৩)-এ লালনের 'দেখ না মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি' গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ১৩০৫-এ *বীণা-বাদিনী* পত্রিকায় (৭ সংখ্যা ২ ভাগ /৮ সংখ্যা ২ ভাগ) ইন্দিরা দেবী-কৃত লালনের দু'টি গানের ('ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' ও 'কথা কয় কাছে দেয় না') স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* (২ সংখ্যা, ১৩১১) মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য তার 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক পর্যায়ে লালনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর দু'টি গান উদ্ধৃত করেন ('আমি একদিনও দেখ্‌লাম তারে' ও 'আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে')। দুর্গাদাস লাহিড়ীর *বাঙ্গালীর গান* (১৩১২), কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' (১৩১৭ ও অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' (১৩১৮) গ্রন্থেও লালনের গান সংকলিত হয়। সুবোধচন্দ্র মজুমদার 'গ্রাম্যসাহিত্য' নামে নবপর্যায়ের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১৬) লালন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে লালনের সাতটি গান জুড়ে দেন।[৮] কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন তাঁর *কাঙ্গাল হরিনাথ* (১ম খণ্ড, ১৩২০) গ্রন্থে লালন সম্পর্কে চুম্বক মন্তব্যসহ একটি গান প্রকাশ করেছেন। কাঙাল হরিনাথের জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদার যে লালনের জীবনী ও গান সংগ্রহ করেন সে সাক্ষ্য দিয়েছেন বাউলগবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর সূত্রে জানা যায় :

> কুমারখালী-নিবাসী বৃদ্ধ ভোলানাথ মজুমদার মহাশয় ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন এবং লালনের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও দু-একটি সভায় পাঠ করেন।[৯]

প্রবাসী পত্রিকায় নানা সময়ে লালনের গান প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩২২-এ এই পত্রিকায় 'হারামণি' নামে লোকগান প্রকাশের জন্যে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনে মানুষ যে রে' গানটি 'মনের মানুষের সন্ধানে' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেরই শ্রাবণ সংখ্যায় 'হারামণি' বিভাগে সতীশচন্দ্র দাসের সংগ্রহ থেকে 'কথা কয় রে—দেখা দেয় না' এবং 'পাখী কখন যেন উড়ে যায়'—লালনের এই দু'টি গান প্রথম প্রকাশ পায়। ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গগন হরকরার সূত্রে করুণাময় গোস্বামী-সংগৃহীত 'খুলবে কেন সে ধন (ও তার) গায়ক বিনে'। রবীন্দ্রনাথের আগে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশের এই হলো সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

লালনের গান প্রকাশে অন্যদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু বিলম্ব হলেও লালনের প্রতি তাঁর প্রীতি ও মনোযোগ বেশ আগেই জেগেছিল। বাউলের গান ও দর্শন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল। অনেকটাই বাউলের 'মনের মানুষে'র সাদৃশ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর 'জীবনদেবতা'র তত্ত্ব। অবশেষে তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন 'রবীন্দ্রবাউলে'। তাঁর এই মানস-রূপান্তরের মূলে ছিলেন লালন — তাঁর গান আর দর্শনই রবীন্দ্রনাথকে মানবিক মরমি উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করেছিল।

যে মরমিসাধকের প্রভাব রবীন্দ্রমানসে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত আছে। জলধর সেন, বসন্তকুমার পাল, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, সাধক গোঁসাই গোপালের পুত্র রাসবিহারী জোয়ারদার, সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাতের পক্ষে মত দিয়েছেন নিছক অনুমান কিংবা জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে। অপরপক্ষে এই সাক্ষাৎ যে হয় নি তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, যথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী—এঁরা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও চিত্তরঞ্জন দেবও এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

লালনের সঙ্গে এই মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হওয়া না-হওয়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু প্রহেলিকা রচনা করে গেছেন। তাঁর নিজেরই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিষয়টি কৌতূহলে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংকলিত *হারামণি*র (১ম খণ্ড : কলকাতা, ১৩৫৭) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই যথাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো।' লালন ফকির এই নির্বিশেষ 'বাউলদলে'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের গ্রামীণ উন্নয়নের কাজের ধারা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কালীমোহন ঘোষকে বলেছিলেন :

> তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।[১০]

এই উক্তি থেকে ধারণা জন্মায় যে, রবীন্দ্রনাথ লালন নন, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এ-ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ববহ হতো। আর আলাপ-পরিচয় থাকলে তা গোপনের কোন কারণ আছে বলেও মনে হয় না — অস্বীকার করারও নেই কোন যুক্তি।

আবার অপরপক্ষে নীচে বর্ণিত তথ্য থেকে মনে হতে পারে উভয়ের আলাপ-পরিচয় ছিল। বসন্তকুমার পাল লালনজীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র লেখেন। কবির পক্ষ থেকে সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর। ২০ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত পত্রে বসন্তকুমারকে জানানো হয় :

> কবি আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছেন। আপনাকে এই মহৎ কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আরো সুখী হতেন সন্দেহ নাই। ফকির সাহেবকে তিনি জানতেন বটে কিন্তু সে তো বহুদিন আগে; বুঝতেই পারেন এখন সে সব সুদূর স্মৃতির বিষয় তাঁর মনে তেমন উজ্জ্বল নয়।[১১]

'ফকির সাহেবকে [লালন] তিনি [রবীন্দ্রনাথ] জানতেন'— এই উক্তিটি অবশ্য উভয়ের আলাপ-পরিচয়ের ধারণাকে সমর্থন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্বভার নিয়ে শিলাইদহে আসেন ১৮৯০ সালের উপান্তে, ততদিনে লালনের মৃত্যু (১৭ অক্টোবর ১৮৯০) হয়েছে। তাই এইসময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণের আগে ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই শিলাইদহে এসেছেন। সেই সময়ে লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণের একান্তই অভাব। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হোক আর নাই হোক, লালনের গান যে রবীন্দ্রমানসে দূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত বা বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

৫.

বাউলের গানের সুর ও বাণী, তত্ত্ব ও শিল্প রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এইসব গান তাঁর চিত্ত ও শিল্পলোক—উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছে। বলেছেন তিনি :

> ...বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। ... আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অন্যত্র গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এ থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।[১২]

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন : 'আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রবাউলের রচনা।'[১৩] বাউলসাধনার সপক্ষে তাঁর এই মানস-রূপান্তরে লালনের প্রভাব গভীর ও প্রত্যক্ষ।

লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গানটি তাঁর জীবনচেতনার প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'বাউলগানের এই ... পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল।'[১৪] এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : '...লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল...।'[১৫] লালনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মনোযোগ যে কত গভীর ছিল, তাঁর পাঠ্যতালিকায় লালন যে কতখানি গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায় : ''বেদ-উপনিষদ' থেকে 'বাইবেল' ও লালন শাহের জীবনী সর্বদা তাঁর টেবিলে থাকত।'[১৬]

বাউলতত্ত্ব ও দর্শন, যা লালনে এসে সংহত ও একটি পূর্ণরূপ লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউলগান, বিশেষ করে লালনের গান রবীন্দ্রমানসে যেমন তাঁর সংগীতেও তেমনি স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে — প্রেরণা হয়েছে অনেক কবিতার। রবীন্দ্রনাথের গানে লালনগীতির কথা ও সুরের প্রভাব ও সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর বাউলাঙ্গের গানে লালনের গানের ভাব-ভাষা-ভাবনার আভাস চোখ এড়িয়ে যায় না। 'রবীন্দ্রবাউলে'র এইসব গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনো আংশিক আবার কখনো বা পরোক্ষ উপায়ে লালনের গান থেকে গৃহীত। হয়তো এ-সব কারণেই সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাহীন নিরক্ষর লালনশিষ্যেরা 'কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন'।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বাউলভাবনার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। তাঁর রূপক ও সাংকেতিক প্রায় সব নাটকেই বাউল-চরিত্র সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নাটকে লালনীয় প্রভাবে বাউলের তত্ত্বদর্শনের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। জানা যায় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> ...বাউলতত্ত্বের উপর তিনি সে যুগের তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, তার নাম 'রাজা'। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে তিনি 'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ করে নিয়ে তাঁকে অনবদ্য সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 'সে যে কথা কয় দেখা দেয় না'; এই ভাবটিকেই তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যান-ধারণার পরিচয় প্রকাশ করেছেন।[১৮]

'কে কথা কয় রে দেখা দেয় না' — লালনের এই প্রাতিস্বিক গানের ভাব-সত্যকে তিনি তাঁর *রাজা* নাটকে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন, অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একান্তই রবীন্দ্রবাউলের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমি-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস।

৬.

জমিদারি পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলগানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। শিলাইদহে গগন হরকরা, গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এঁদের কাছে লালনের গান বিশেষভাবে শোনার সুযোগ তিনি লাভ করেন। লালনের গানের সহজ-সরল সুর ও উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। অবশ্য ঠাকুরপরিবারে লালনের নাম অজ্ঞাত ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী — এঁরা কেউ কেউ লালনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন — কেউ লালনের ছবি এঁকেছেন — কেউ বা লালনের গানের স্বরলিপি করেছেন — গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নামও অনিবার্যভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সব মিলিয়ে লালনচর্চায় তাঁর ভূমিকাই প্রধান বলে বিবেচনা করতে হয়।

১৩২২-এর আশ্বিন সংখ্যা *প্রবাসী*র 'হারামণি' বিভাগে প্রথম রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের পূর্ণাঙ্গ গান প্রকাশিত হয়। তবে এর আট বছর আগে প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন ভাদ্র ১৩১৪-এর *প্রবাসী* পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর *গোরা* উপন্যাস :

> আলখাল্লা-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল :
>
> খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

গোরা উপন্যাসের বিনয়ের আলস্যবশত বাউলকে ডেকে এলে এই গানটি লিখে নেওয়া হলো না, কিন্তু 'এ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুণ গুণ করিতে লাগিল'।

এই একই গানের উল্লেখ মেলে *জীবনস্মৃতি* (১৩১৯) গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। প্রথম দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন :

> দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিনপাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।[১৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The Philosophy of Our People' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি আবার এই 'অচিন পাখি'র গানের প্রসঙ্গ টানেন। লালনের এই গানটির সঙ্গে তিনি ইংরেজ কবি শেলির কবিতার তুলনা করে শিরোপা দেন বাংলার নিরক্ষর মরমি গ্রাম্যকবিকেই :

> That this unknown is the profoudest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird, only Shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism.

এরপর ১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা পরে ছন্দ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দু'টি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এর ছন্দ-সুষমার প্রশংসা করতে দ্বিধা করেন নি :

> প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের পরিচয় কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।
>
> আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
> সেকি আর জপে মালা
> নিভৃতে বসে বসে দেখছে খেলা।...
>
> আর-একটি
>
> এমন মানব-জনম আর কি হবে।
> যা কর মন ত্বরায় কর
> এই ভবে।...
>
> এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোট-বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।[২০]

এই একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি 'বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা'র নিদর্শন হিসেবে লালনের 'কোথা আছে রে দীনদরদী সাঁই' গানটির আংশিক উদ্ধৃত করেন।

৭.

শিলাইদহে অবস্থানকালেই রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জবানি থেকেই জানা যায়, 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।'[২১] জনশ্রুতি আছে, তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে ২৯৮টি গান নকল করিয়ে নেন। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহজীবনের ভাষ্যকার শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন, 'মরমি পল্লীকবি লালন সাঁই-এর সমস্ত গানের নকলও বামাচরণবাবু করেন।'[২২] এক পত্রে (৩০.৯.১৯৭০) এ বিষয়ে বর্তমান সংকলক-সম্পাদককে শচীন্দ্রনাথ একটু বিশদ করে জানিয়েছিলেন :

> লালন ফকিরের খেরোবাঁধা গানের খাতা চেয়ে নিয়ে কবি কতকগুলো গান নির্বাচিত করে পৃথক একখানা খাতায় ঐ রসিক বামাচরণবাবুকেই নকল করতে দেন। ঐ খাতাখানি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে। আমি সেটা দেখেছি এবং বাউলসঙ্গীত ও ধর্মের গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়েছি।[২৩]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত খাতার সংখ্যা এক নয়—দুই এবং অসংখ্য অশুদ্ধ বানানে পূর্ণ খাতা দু'টি 'একটু শিক্ষিত' বামাচরণ ভট্টাচার্যের নকলকৃত হওয়া অসম্ভব। কেননা শচীন্দ্রনাথই জানাচ্ছেন :

> বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন আমলা ছিলেন, তিনি একটু শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় আলোচনা করে বুঝলেন — এ ব্যক্তি ছড়া, পাঁচালি, লোকপ্রবাদ প্রভৃতির ভক্ত। বামাচরণবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ঐ রকম ছড়া, পাঁচালি প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দেন। আমি বামাচরণবাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যেতাম।[২৪]

আর তা-ছাড়া 'রবীন্দ্রভবনে'র খাতা দু'টির হস্তাক্ষর যে লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের, তার প্রমাণ মেলে মনিরুদ্দীন-লিপিকৃত প্রাপ্ত একাধিক খাতার হাতের লেখার মিল থেকে।

৮.

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের দু'টি খাতা সংগ্রহ করেছিলেন হয়তো অনুলিপি করিয়ে ফেরত দেওয়ার শর্তে। যে-কোন কারণেই হোক খাতার অনুলিপিও হয় নি এবং তা ফেরতও যায় নি আখড়ায়। পরে 'Songs of Lalon Fakir — Collected by Rabindranath' — খাতার আখ্যাপত্রে এই কথাগুলো লিখিত হয়ে খাতা দু'টি স্থান পায় 'রবীন্দ্রভবনে'। জমিদারি-পরিচালনা সূত্রে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতিকাল ১৮৯০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত। খাতা দু'টি তিনি কোন সময়ে সংগ্রহ করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে লালনের শিষ্যভক্তেরা সেই ভোলাই শাহের আমল থেকেই বরাবর অভিযোগ করে আসছেন যে রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতা নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেন নি।

আগেই বলেছি লালনের গানের লিপিকর ছিলেন তাঁর দুই শিষ্য মনিরুদ্দীন শাহ ও মানিক শাহ। দ্বিতীয়জনের লিপিকৃত কোন খাতার সন্ধান মেলে নি। তবে মনিরুদ্দীনের হস্তলিখিত লালনের গানের একাধিক খাতার অস্তিত্ব ছিল এবং আছে। সেই ক্ষেত্রে 'আদি' বা 'আসল খাতা' কোনটি তা চিহ্নিত করা মুশকিল, কেননা এই খাতাগুলোয় লিপিকালের কোন উল্লেখ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা নকলকৃত একাধিক খাতারই অন্যতম জোড়া-খাতা বলে মনে করা যেতে পারে।

লালনের গানের খাতা-রহস্য নিয়ে নানা কৌতূহল-জাগানো কথা আছে। এই রহস্য তৈরিতে লালনশিষ্যদেরও কিছু ভূমিকা আছে বলে জানা যায়। যাঁরা ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় লালনের গানের খাতা সন্ধান করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য এ-সম্পর্কে আমলে নিতে হয়। ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ অন্নদাশঙ্কর রায় কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম ছিলেন। সেই সময়ে কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয় মুনসেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মতিলাল দাশ। লালন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। কুষ্টিয়ার পাক্ষিক *দীপিকা* পত্রিকার পরিচালক আইনজীবী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় গিয়ে লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। আখড়ার তত্ত্বাবধায়ক তখন লালনশিষ্য ভোলাই শাহ। মতিলাল দাশ লালনের গানের খাতা দেখতে চাইলে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় সে সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন :

> ভোলাই সার নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা বলিল, "দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।" ... ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়োছেন। ... সে যাহা হউক, বৃদ্ধের অনেক স্তুতি করিয়া কোনও ক্রমে একটি গানের নকল-পুঁথি যোগাড় করিলাম।
> নকল-পুঁথির বানান অনেক ভুল, তাহাকে সংশোধন করিয়া তুলিয়া দিলাম।...[২৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউলধর্মের তত্ত্ব, ইতিহাস, সাধনা, দর্শন ও সংগীত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লালনের খাতা ও গান সংগ্রহে তাঁর প্রয়াসের প্রসঙ্গও জানা আবশ্যক, তাতে এ-বিষয়ে নেপথ্য-কথাও প্রকাশ পায়। উপেন্দ্রনাথ বলেছেন :

> ১৯২৫ সালে ... বিখ্যাত লালনশাহী মতের ফকির হীরু শাহের সঙ্গে ... লালনের সেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই। ঐ দিন ছিল আখড়ার বাৎসরিক উৎসব। ... ঐ উৎসবে ফকিরদের মুখে শুনিয়া কতকগুলি গান লিখিয়া লই। উহাই আমার লালনের গান-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা।
>
> ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানাপ্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময়সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়োছেন। ... লালনের শিষ্যেরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।...
>
> তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি, তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন ঐ খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে ঐ খাতা মুন্সেফ মতিলালবাবু লইয়া গিয়াছেন, তিনি উহা দেখিতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই। ... মতিলালবাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আস্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যাহোক, সেই খাতা দেখিবার আবার সুযোগ মিলিল। তখন সেই খাতার সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ আকারে দুইশতের কিছু অধিক গান সংগ্রহ করিয়া রাখি। ... এই খাতা যে নানাপ্রকারের ভুলে ভর্তি ও তাহার পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়, তাহা শ্রীমতিলাল দাস মহাশয়ও বলিয়াছেন লালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে (বসুমতি, শ্রাবণ ১৩৪১)।[২৬]

এরপর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা সম্পর্কে তাঁর সরেজমিন প্রতিবেদনে বলেছেন :

> দেশবিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়া কোনো এক সূত্রে খবর পাই যে, রবীন্দ্রনাথের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে লালন ফকিরের গান সম্বলিত একখানা খাতা পাওয়া গিয়াছে। ঐ খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে। তখন মনে হইল ইহাই বোধহয় সেই বহু-শ্রুত, বহু-কথিত 'সাঁইজীর আসল খাতা'। সেই খাতা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমি ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে যাই। আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন ... পল্লীগীতির অকৃত্রিম ভক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে খাতাখানা হস্তগত হইলে দেখা গেল, ইহা সেই নানাপ্রকারের ভুলের নমুনাভরা লালনের আখড়ার খাতাখানির একটি কপি। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখিলাম, ইহার মধ্যে লালনের অনেক সুপরিচিত গান নাই। বেশ বুঝা গেল, 'আসল খাতা' সেই একমাত্র খাতা যাহার নকল রবীন্দ্রনাথ লইয়াছেন, যাহা মতিলাল দাস মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং যাহা আমি কয়েকবার দেখিয়াছি। শচীন্দ্রবাবু বলিলেন এই হাতের লেখা তিনি ভালোরূপ চিনেন, — ইহা শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের এক পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের। ... অতএব মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া হইতে খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এক কর্মচারীকে দিয়া নকল করাইয়া লন, পরে উহা হইতে শুদ্ধ করিয়া কতকগুলি গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের আসল খাতা লইয়া যাওয়ার যে গল্প চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলে যে বিশেষ কিছু নাই, ... এবারে নিঃসন্দেহ হইলাম।[২৭]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে বলা প্রয়োজন যে, খাতা ও তার হস্তাক্ষর সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সাক্ষ্য ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। খাতার হস্তাক্ষর বামাচরণ ভট্টাচার্য নয়, লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের। আর মনিরুদ্দীন শাহ লালনের গানের একাধিক খাতা প্রস্তুত করেছিলেন, তাই ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত খাতাই 'আসল' কিংবা 'একমাত্র খাতা' নয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ 'হারামণি' বিভাগে প্রকাশের জন্যে কুড়িটির মধ্যে মাত্র আটটি গান নিয়েছিলেন।

লালনের গানের খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যভক্তদের কাছে অভিযুক্ত হয়েছিলেন দুইভাবে : ১. ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে খাতা সংগ্রহের পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি আর তা ফেরত দেন নি এবং ২. '... রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে লালনের গানের পুঁথিই সুকৌশলে *গীতাঞ্জলি*তে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কবিগুরুর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে বাংলার বাউল লালন সাঁই।[২৮] লালনের শিষ্যভক্তেরা তাঁর গানের খাতা উদ্ধারে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করেই ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত দেন-দরবার, চিঠিপত্র লিখে অনুরোধ-পেশ, এমন কী মহকুমা হাকিমের কাছেও তাঁরা আর্জি পেশ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক তখন লালনের গানের 'আসল পুঁথিখানি' 'কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য' করার জন্যে কাঙাল হরিনাথের জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র ও লালন-অনুরাগী ভোলানাথ মজুমদার তাঁকে অনুরোধ জানান।[২৯] খাতা সম্পর্কে যে রহস্য বা ধন্দ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে একটি নয় দু'টি খাতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা 'আদি' বা 'আসল' নয় মনিরুদ্দীন শাহ অনুলিপিকৃত একাধিক খাতার মধ্যের দুটি খাতা। আর বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি লালনের গান নকল করিয়েও থাকেন, তার সে-খাতার হদিশ এখনো মেলে নি।

৯.

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল বর্তমান সংকলক-সম্পাদককে *লালন স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০)-এর জন্যে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র এবং পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রেরণ করেন। উক্ত বিবরণীটি নিম্নরূপ :

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রভবনস্থ পাণ্ডুলিপির মধ্যে লালন ফকিরের গানের খাতা দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এদের পরিগ্রহণ সংখ্যা : ১৩৮ (এ)-১এবং ১৩৮(এ)-২। দু'টি খাতারই আখ্যাপত্রে পেন্সিলে লেখা পাওয়া যায় : Songs of Lalan Fakir – Collected by Rabindranath.
>
> খাতার পিছন দিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে শেষ পৃষ্ঠাকে (বাঁ দিকের পৃষ্ঠা) আখ্যাপত্র করা হয়েছে। সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে বেশ স্পষ্ট হস্তাক্ষর কালিতে গানগুলো লেখা। লাল পেন্সিলে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্বমোট ১৬৩ (১ম খাতা—৬৮; ২য় খাতা—৯৫)। মোট গানের সংখ্যা ২৯৮। দু'টি খাতার আয়তন ১৭ সেঃমিঃ x ২১ সেঃমিঃ।[৩০]

আলোচ্য লালনের গানের প্রথম খাতায় ১২৬ ও দ্বিতীয় খাতায় ১৭২টি গান সংকলিত হয়েছে। ৮টি গান দু'বার লিখিত, সেই হিসেবে গানের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০।[৩১] আবার সনৎকুমার মিত্রের হিসেবে এই দু'টি খাতায় গানের মোট সংখ্যা ২৯৭, এর মধ্যে ১২টি গানের পুনরাবৃত্তি ঘটায় গানের সংখ্যা ধরতে হয় ২৮৫।[৩২]

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বহস্তে সংশোধন করেছেন। প্রথম খাতার কোন গান তিনি সংশোধন না করলেও 'দ্বিতীয় খাতায় ১০৪, ১০৬ ও ১২১ সংখ্যক গান তিনটিতে পাঁচটি জায়গায় কয়েকটি শব্দ কবি স্বহস্তে কেটে তার মাথায় শুদ্ধ পাঠ লিখে রেখেছেন।'[৩৩] রবীন্দ্রনাথ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগৃহীত লালনের গানের খাতার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রকাশ করেন চিত্তরঞ্জন দেব (*পরিচয়* : চৈত্র ১৩৬৪)। এই সূচির ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন : 'মূল খাতায় যেরূপ বানান রয়েছে সংশোধন না করে খাতার অনুরূপ বানানই এই তালিকাতেও রাখা হল।'[৩৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি। কমপক্ষে প্রায় ৫০টি গানের সূচিতে কোন না কোনভাবে মূলের ব্যত্যয় ঘটেছে। সনৎকুমার মিত্র এই গানের খাতার 'মূল বানানের অশুদ্ধ রূপ অবিকৃত রেখে' হুবহু ২৮৫টি গান প্রকাশ করেন তাঁর *লালন ফকির : কবি ও কাব্য* (কলকাতা, ১৩৮৬) গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর এই দাবিও পুরোপুরি সঠিক নয়। পাঠোদ্ধার করতে না পারায় বেশ কিছু গানে খাতার বানানের সঙ্গে পার্থক্য আছে। এই খাতার আলোকচিত্র-প্রতিলিপি প্রথম মুদ্রিত হয় আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালনের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত *লালন স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০)-এ।

১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত (কার্তিক সংখ্যা বাদে) চার কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মাত্র আটটি রবীন্দ্রভবনের খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্য সূত্র অর্থাৎ ভিন্ন খাতা, লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন। কিছুকাল আগে লালনগবেষক শক্তিনাথ ঝা ১২৯৯ সালে লিপিকৃত লালনের গানের একটি খাতা উদ্ধার ও প্রকাশ করেছেন।[৩৫] তাঁর অনুমান, জগৎ বিশ্বাস লিপিকৃত ও লালনশিষ্য ভোলাই শাহের স্বত্বাধীন এই খাতাটি নাকি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল এবং *প্রবাসী*র 'হারামণি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ লালনের যে গান প্রকাশ করেন তা এই খাতা থেকেই গৃহীত। এই খাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সম্পর্কে শক্তিনাথ ঝা-র মতো নিশ্চিত হয়ে এতখানি দৃঢ় বিশ্বাস আমরা নানা কারণে পোষণ করি না। আর খাতাটি আদৌ রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত কি-না সে-সম্পর্কে রবীন্দ্র-পরিবার কিংবা রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষেরই সন্দেহ ছিল — জানা যাচ্ছে খাতার শেষের পাতায় পেনসিলে লেখা আছে —'Ms of Baul Songs / (Collected by Tagore?) rare'. এ বিষয়ে আমরা পরে সময়-সুযোগমতো স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো। তবে লালনের এই গানের খাতাটি যে মূল্যবান ও প্রামাণ্য — সে মন্তব্যটুকু আপাতত করা যায়।

১০.

রবীন্দ্রভবনের লালনের গানের খাতা দু'টি অজস্র ভুল বানানে পূর্ণ। লিপিকরের বানান-জ্ঞান যে যথেষ্টই দুর্বল তাতে কোনো ভুল নেই। গান পরিবেশনে আঞ্চলিক উচ্চারণ ও কথ্যবুলিও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। শুধু শব্দ নয়, 'লালন'-এর নামটিও আঞ্চলিক উচ্চারণের ফলে 'নালন'-এ রূপ নিয়েছে। এই অশুদ্ধির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও বিব্রত হয়েছিলেন। 'The Philosophy of Our People' শীর্ষক অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন :

> I remember how troubled they were, when I asked some of them to write down for me a collection of their songs. When they did venture to attempt it, I found it almost impossible to decipher their writing – the spelling and lettering were so outrageously unconventional.

এই খাতা বা অন্যখাতা এবং বাউলশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত লালনের গান এ-যাবৎ যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তা সংশোধনের আশ্রয় নিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের গানের সম্পাদনা প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছেন :

> এই গানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অনেকস্থলে তৎসম শব্দের বানান ঠিক করিতে না পারায় অশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিত ঠিক হইয়াছে। বাগ্‌ধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত বা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি সেইরূপই রাখা অর্থহীন। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি।[৩৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত *লালন-গীতিকায়* মতিলাল দাশের সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত লালনের খাতার ৮৯টি গানও শামিল করা হয়। *লালন-গীতিকায়* 'যথা-সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ প্রতিষ্ঠিত করা'র জন্যে 'যেগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিকৃতি বা অশুদ্ধি বলিয়া মনে হইয়াছে সেইগুলিই শুদ্ধ করিয়া গানগুলিকে বোধ্যগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে'।[৩৭] ভূমিকায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরো লিখেছেন :

'রবীন্দ্র-সদনে' রক্ষিত গানের খাতা উর্দুর ন্যায় ডান দিক্‌ হইতে বাঁ দিকে লিখিত; খাতার শেষ পৃষ্ঠাই প্রথম পৃষ্ঠারূপে গণ্য। এই খাতার পাঠে আবার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; ক্রিয়াপদের আদিতে আ-কার স্থানে স্থানে এ-কার রূপে লিখিত; যেমন, রাখলে—রেখলে; জানতে—জেনতে, ভাসতে—ভেসতে। মতিলালবাবুর খাতায় এগুলি আ-কারান্তভাবেই লিখিত। এ-জাতীয় শব্দগুলিকে সাধারণত আ-কারান্ত রূপেই দেওয়া হইয়াছে।[৩৮]

মোটের উপর এ-যাবৎ লালনের গানের আদিরূপ যা-ই থাকুক না কেন, প্রকাশের সময় তার মৌলিকত্ব আর বজায় থাকে নি, তা যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। এই সংশোধন-প্রক্রিয়া ফোকলোর সংগ্রহ-সম্পাদনা-প্রকাশনার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিপদ্ধতির দিক থেকে কতখানি সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, সে-প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

AMARBOI.COM

১১.

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের খাতার গান প্রকাশ করে সনৎকুমার মিত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। গানগুলো সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি 'যে পদগুলি বানান বিভ্রাট কারণে দুরূহ রূপ নিয়েছে' 'তার শুদ্ধরূপ' নির্দেশ করেছেন পরিশিষ্টে, তাও প্রয়োজনীয় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তিনি যখন বলেন : 'আমার যুক্তি-ঋদ্ধ প্রত্যয় [বিশ্বাস নয়] যে, এই গানগুলিই লালন রচনা করেছিলেন। বাকী সবই ভেজাল। এর বাহিরে যা চলে, চলছে এবং চলবে সেগুলি হচ্ছে 'স্বরচিত লালন-গীতি',[৩৯] তখন বিস্মিত ও হতবাক হতে হয় প্রাজ্ঞ গবেষকের 'যুক্তি-ঋদ্ধ প্রত্যয়'-এর নমুনা দেখে। তাঁর এই মন্তব্য হাস্যকর, তথ্য কল্পিত ও সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত। তাহলে তো 'হারামণি' বিভাগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গান 'জাল' বা 'ভেজাল'! মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বসন্তকুমার পাল, মতিলাল দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — এমন কী হাল আমলের শক্তিনাথ ঝা — এঁদের সংগৃহীত লালনের গানকে কী 'স্বরচিত লালন-গীতি' বিবেচনা করতে হবে? এঁদের পূর্বসূরিদের সংগৃহীত-প্রকাশিত লালনগীতিও তো তাহলে এই একই মানদণ্ডের বিচারে খারিজ করতে হয়! লালনের গানের আসল-নকল নিয়ে কথা আছে — প্রশ্ন আছে — বিতর্ক আছে। লালনের খণ্ডিত, বিকৃত, জাল, নকল গান কেউ কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে-সাধনের কারণে প্রচার-প্রকাশ করে থাকেন। এ-ক্ষেত্রে একধরনের নৈরাজ্য প্রচলিত থাকলেও,[৪০] ড. মিত্রের যুক্তিহীন মন্তব্য ও তথ্যরিক্ত সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য।

১২.

কোন লোককবি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রধান উপকরণ তাঁর রচনা। এইসব রচনা কবির জীবিতকালে সচরাচর মুদ্রণভাগ্য লাভ করে না। ফলে আগ্রহী সংগ্রাহকদের প্রয়াসের ওপর নির্ভর করতে হয়। সংগ্রহ যদি সততা ও রীতি-পদ্ধতিমাফিক না হয়, প্রকাশকালে যদি রচনার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয়,—তবে ভ্রান্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়তেই থাকে, বির্তক ও মতভেদ হয়ে ওঠে প্রবল। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন অনেকখানি নির্ভর করে শুদ্ধ ও সঠিক রচনাপ্রাপ্তির ফলে। লালনের গান সম্পর্কেও এই কথাটি প্রযোজ্য। তাই লালনের প্রামাণ্য গান সংগ্রহ ও প্রকাশ বিশেষ জরুরি। তবে সেই সংগ্রহের ভিত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সূত্র নয়, লালনের শিষ্য-প্রশিষ্যদের লিপিকৃত খাতা ও কমপক্ষে দেশভাগের আগে প্রকাশিত গানকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গানের খাতা আদর্শ হতে পারে। এই ধরনের নির্ভরযোগ্য লিখিত উপকরণ হুবুহু প্রকাশিত হলে লালনের আসল গান যেমন প্রচারিত হবে, তেমনি লালনচর্চাও একটি সুষ্ঠু ধারায় প্রবাহিত হতে পারবে।

১৩.

সাল-তারিখের হিসেবে লালনের গান প্রকাশের বয়স প্রায় ১২৪ বছর। প্রামাণ্য, বিকৃত, খণ্ডিত, জাল, নকল মিলিয়ে লালনের গীতি-সংকলনের সংখ্যা সম্ভবত পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। লালনের গানের আসল-নকল বিচারের একটা বড়ো মাপকাঠি লালনের গানের প্রামাণ্য পুরনো খাতা। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত রবীন্দ্রভবনের খাতা দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান একাধিক কারণে। প্রথমত এটি লালনের অন্যতম আদি খাতা, যার প্রামাণিকতা নিয়ে কোন সংশয় নেই। দ্বিতীয়ত খাতা দু'টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ এই খাতা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর লালনচর্চার অন্যতম স্মারক এই খাতা। এই বিবেচনায় খাতা দু'টির পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লালন কিংবা কোন বাউল-পদকর্তার গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস এই-ই প্রথম।

১৪.

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের কালে প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি অন্নদাশঙ্কর রায়কে, যিনি এই কাজের প্রস্তাবনাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রয়াত ড. পশুপতি শাশমলের সৌজন্যে আমার সম্পাদিত *লালন স্মারকগ্রন্থ* (চৈত্র ১৩৮০)-এ প্রথম লালনের এই খাতার আলোকচিত্র-প্রতিলিপি ছাপা হয়। প্রায় দেড় যুগ আগে রবীন্দ্রভবন থেকে লালনের গানের খাতার প্রতিচিত্র সংগ্রহ করে আমাকে উপহার দেন পরম সুহৃদ বিশিষ্ট লালনগবেষক ড. ক্যারল সলোমন। মূলত তাঁর আনুকূল্যেই এই প্রকাশনা সম্ভব হতে পেরেছে। লালনের গানের এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্নিহিত ভাব-তাৎপর্য ফুটে উঠেছে সেলিম আহমদ-রচিত প্রচ্ছদে। *পাঠক সমাবেশ*-এর সাহিদুল ইসলাম বিজু-র আন্তরিক আগ্রহের ফলে এই শোভন-সুন্দর পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশ পেলো। পাশাপাশি লালন ফাউন্ডেশন-এর সহায়তার কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই সূত্রে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। লালনের গানের এই পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ লালনচর্চায় ভূমিকা রাখলে সেই হবে আমাদের এই উদ্যোগের যোগ্য স্বীকৃতি। আলেক সাঁই।

বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া বাংলাদেশ

আবুল আহসান চৌধুরী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যনির্দেশ

১. বসন্তকুমার পাল : *মহাত্মা লালন ফকির*। শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২; পৃ. ২৬।
২. *হিতকরী* (পাক্ষিক, কুষ্টিয়া) : ১ ভাগ ১৩ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক ১২৯৭; পৃ. ১০২।
৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *লালন স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০; পৃ. ৪৪।
৪. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : *লালন-গীতিকা*। কলকাতা, ১৯৫৮; পৃ. ভূমিকা-সাত।
৫. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত-সম্পাদিত : *লালনসমগ্র*। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
৬. অন্নদাশঙ্কর রায় : *লালন ও তাঁর গান*। কলকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫; পৃ. ১৫।
৭. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* (সাপ্তাহিক, কুমারখালী) : ভাদ্র ১ম সপ্তাহ ১২৭৯, পৃ. ১৫।
৮. সৈয়দ মনসুর আহমদ নানা সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে পরিবেশন করেছেন তাঁর *যুক্তবঙ্গে লালনচর্চার ক্রমবিকাশ* (ঢাকা, মাঘ ১৪১৩) গ্রন্থে।
৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। দ্বি-স : কলকাতা, নববর্ষ ১৩৭৮; পৃ. ৫৪১।
১০. শান্তিদেব ঘোষ : *রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা*। কলকাতা, জুলাই ১৯৭২; পৃ. ১১৬।
১১. আবুল আহসান চৌধুরী : *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃ. ৭৩।
১২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : *হারামণি*, ১ম খণ্ড। কলকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. (আশীর্ব্বাদ)।
১৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা, ওরিয়েন্ট সংস্করণ, ১৯৫৮; পৃ. ১০০।
১৪. সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড। তৃ-স : কলকাতা, ১৩৬৮; পৃ. ৪৮৮।
১৫. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : *লালন-গীতিকা*। পূর্বোক্ত; পৃ. ভূমিকা-চার।
১৬. সৈয়দ আকরম হোসেন : *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৮; পৃ. ১৫।
১৭. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *লালন স্মারকগ্রন্থ*। মতিলাল দাশ : 'লালন ফকিরের গান'। পূর্বোক্ত; প.৩৭।
১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য : *রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য*। কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮০; পৃ. ২৭৭-২৮।
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *জীবনস্মৃতি*। চ-স : কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮; পৃ. ১১৫।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *ছন্দ*। পরিবর্ধিত সং : কলকাতা, বিশ্বভারতী, নভেম্বর ১৯৬২; পৃ. ১২৯-৩০।
২১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৫।
২২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : *শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা, মাঘ ১৩৮০; পৃ. ২০৬।
২৩. আবুল আহসান চৌধুরী : *কুষ্টিয়ার বাউলসাধক*। কুষ্টিয়া, পৌষ ১৩৮০; পৃ. ৪৯।
২৪. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৫।
২৫. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : *লালন স্মারকগ্রন্থ*। পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭-৩৮।
২৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩৩-৩৪।
২৭. ঐ; পৃ. ৫৩৬-৩৭।
২৮. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২।
২৯. ঐ; পৃ. ৪২।
৩০. বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল প্রেরিত 'রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির বিবরণ' (নির্দেশক সংখ্যা-র/৯০৪; তাং : ৯.২.১৯৭৪)।
৩১. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : *কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত*। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯৯; পৃ. ২৬।
৩২. সনৎকুমার মিত্র : *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*। কলকাতা, ঝুলনযাত্রা ১৩৮৮; পৃ. ১০৮।
৩৩. রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭।
৩৪. চিত্তরঞ্জন দেব : 'রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ : লালন ফকিরের গান। *পরিচয়* : চৈত্র ১৩৬৪; পৃ. ৮৯২।
৩৫. শক্তিনাথ ঝা : *ফকির লালন সাঁই : দেশকাল এবং শিল্প*। কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
৩৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত ; ৫৩৭।
৩৭. মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : *লালন-গীতিকা*। পূর্বোক্ত; পৃ. ভূমিকা-নয়।
৩৮. ঐ; পৃ. ভূমিকা-নয়।
৩৯. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৮।
৪০. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত-সম্পাদিত : *লালনসমগ্র*। পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭-২৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতা : এক

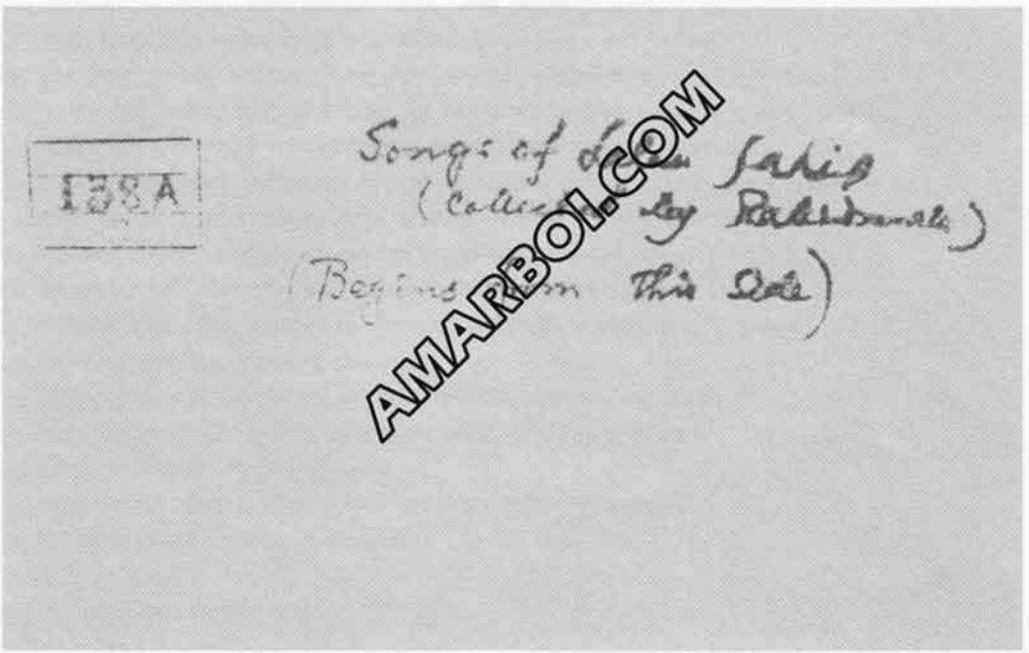

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

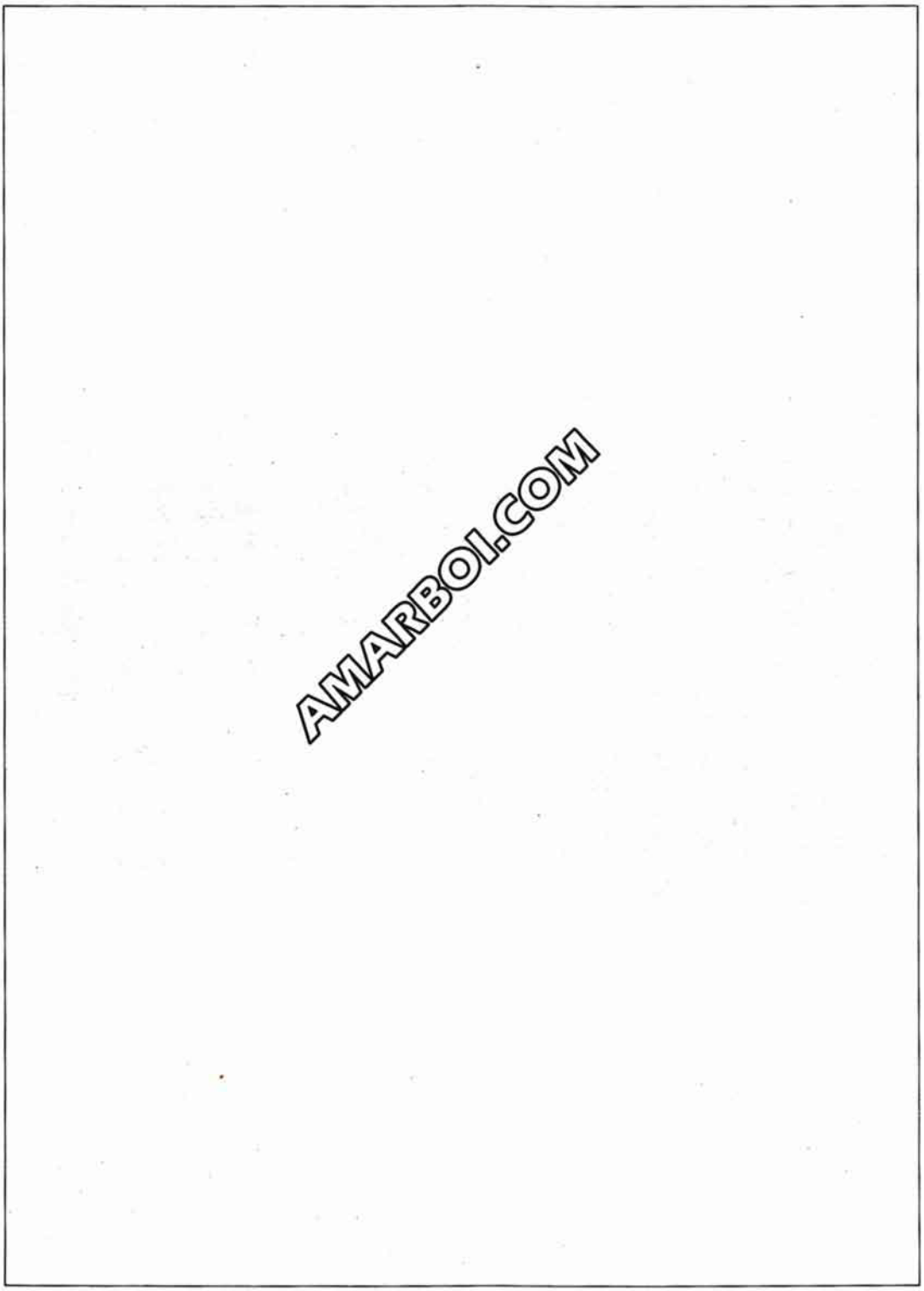

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

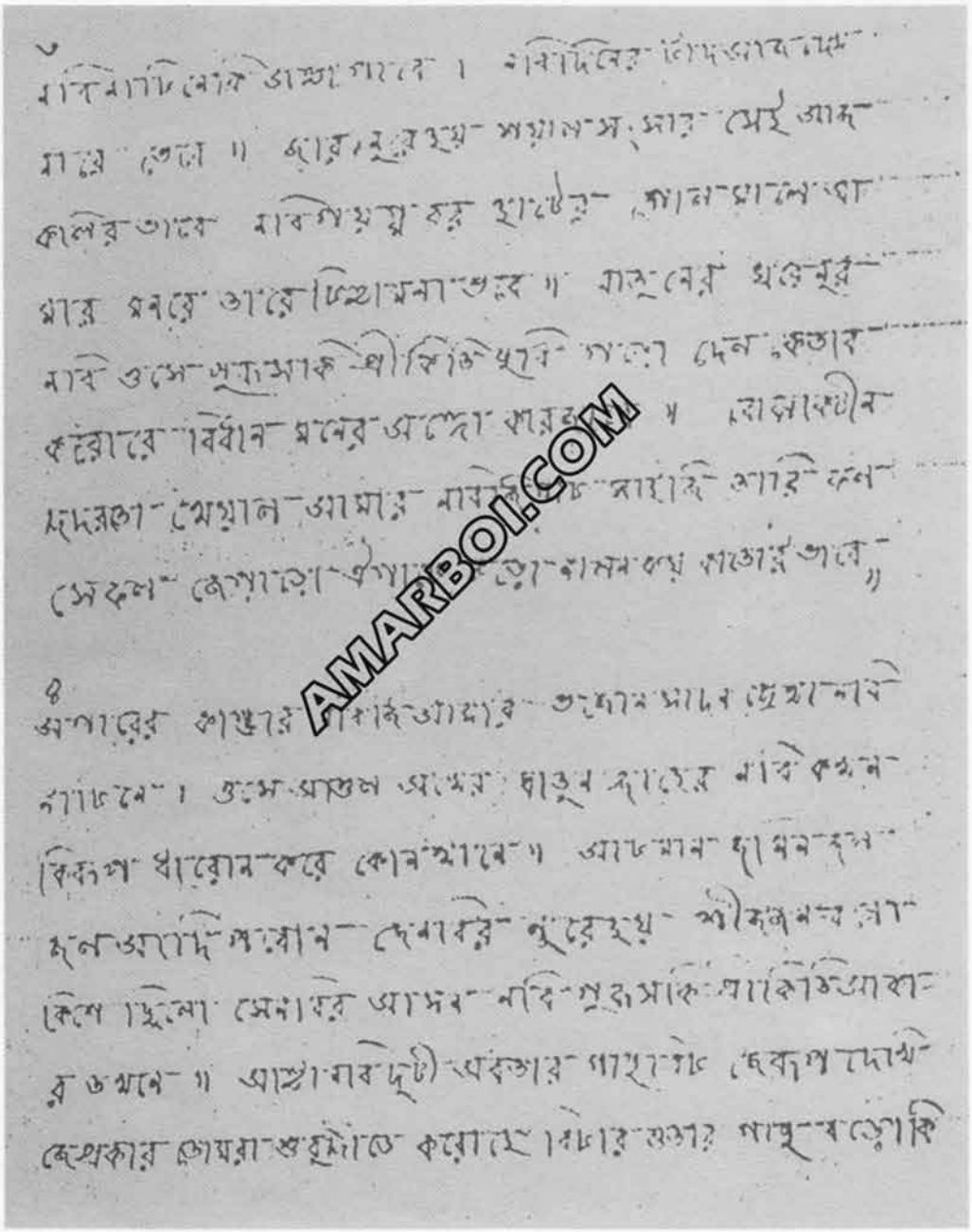

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

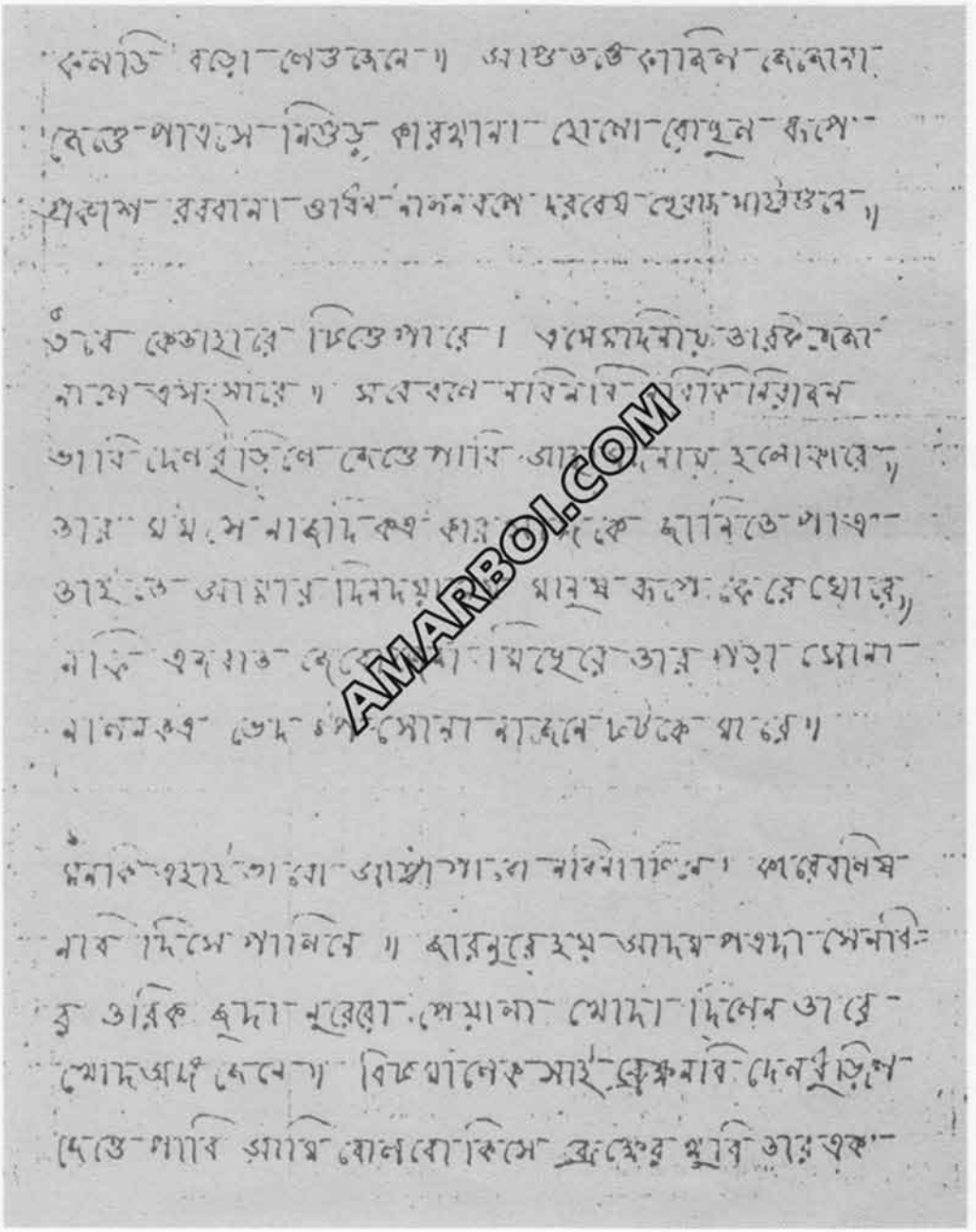

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

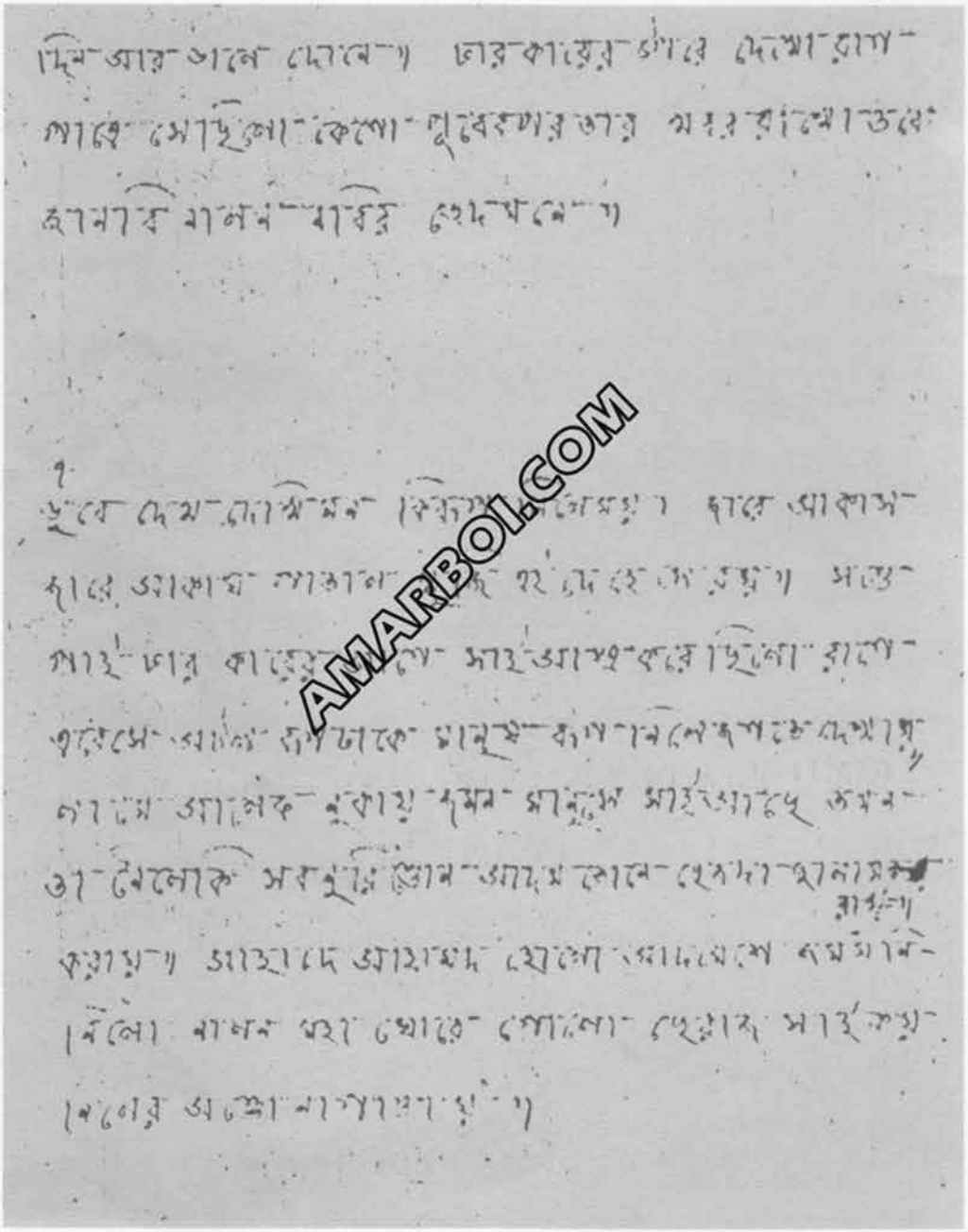

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

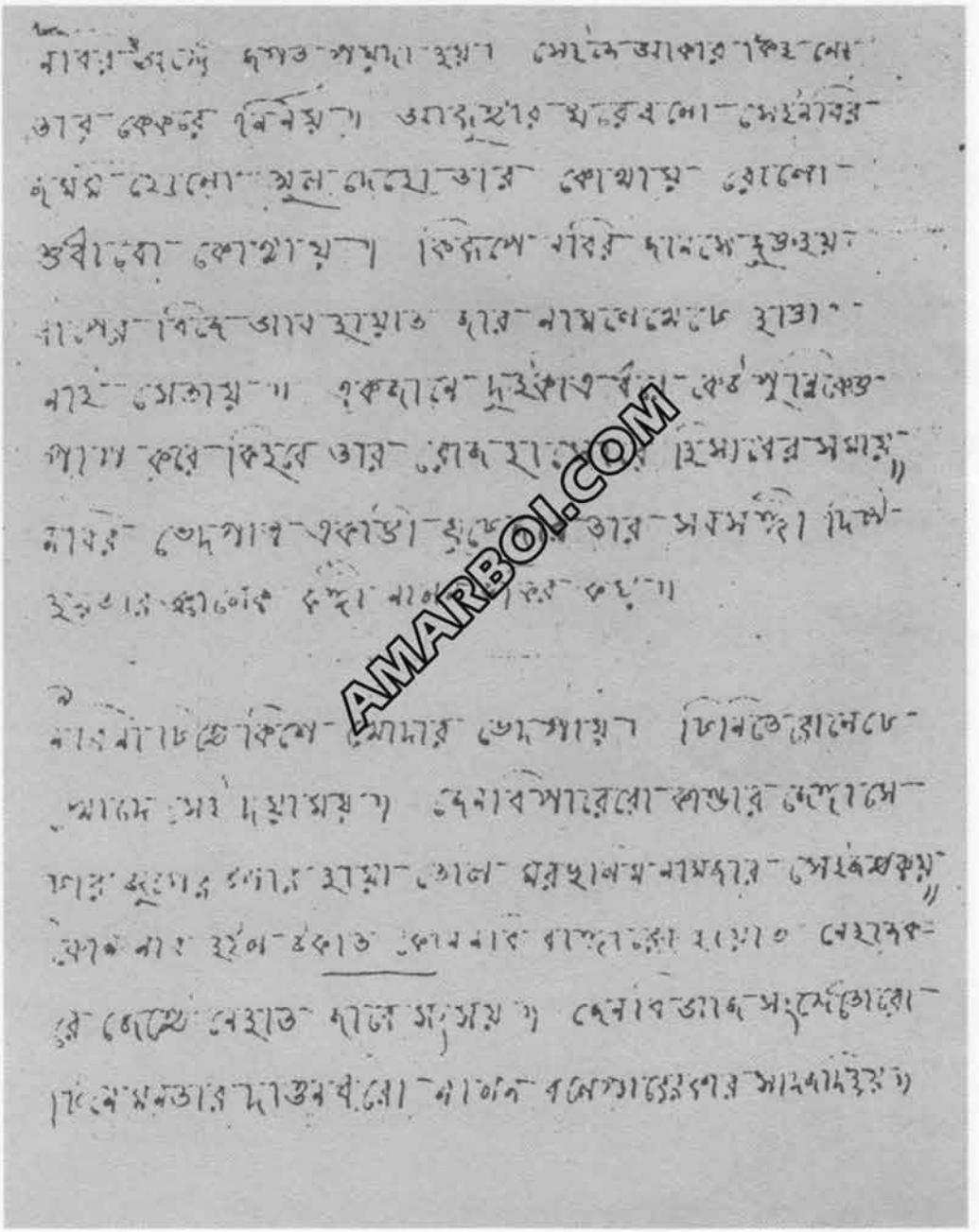

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

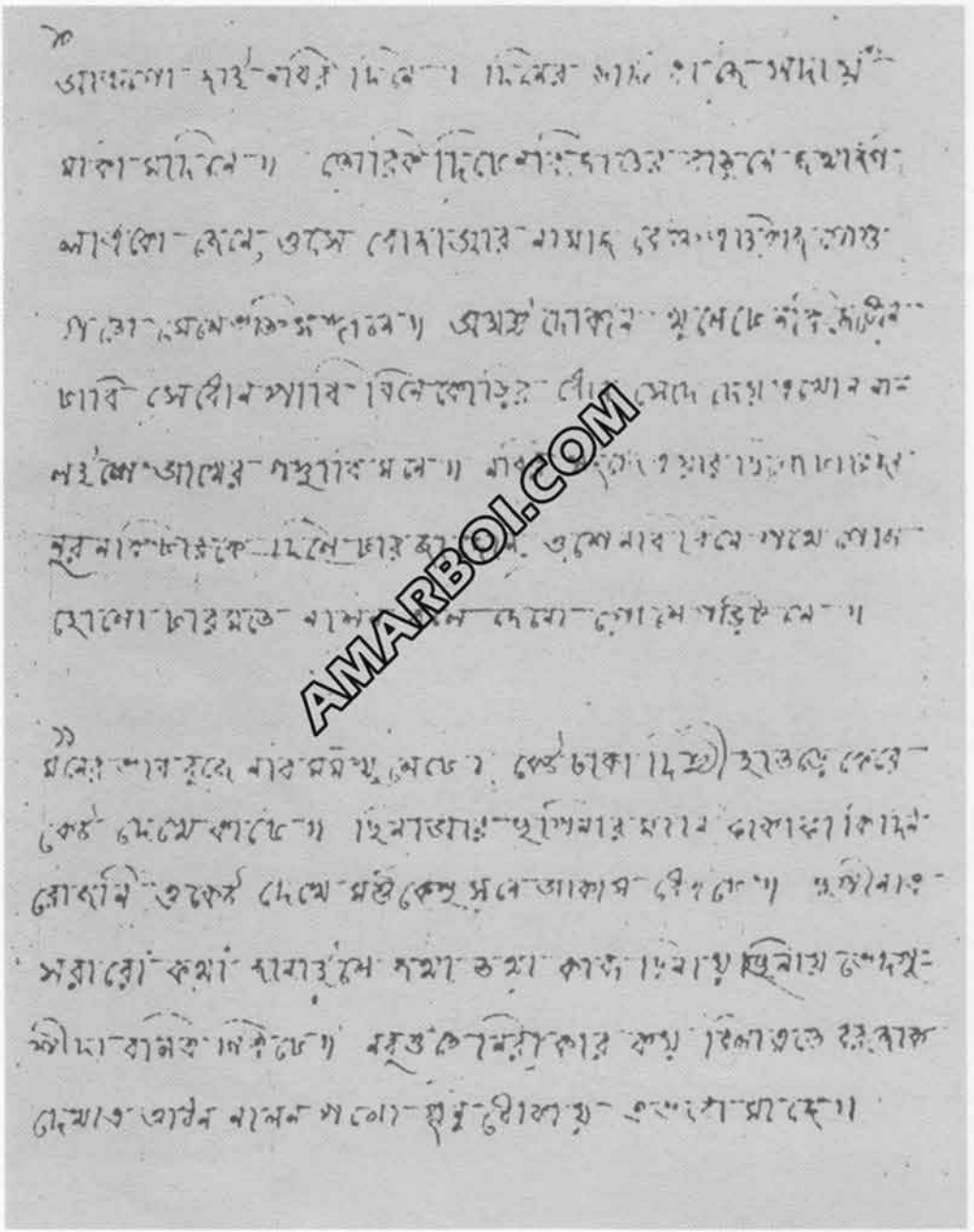

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

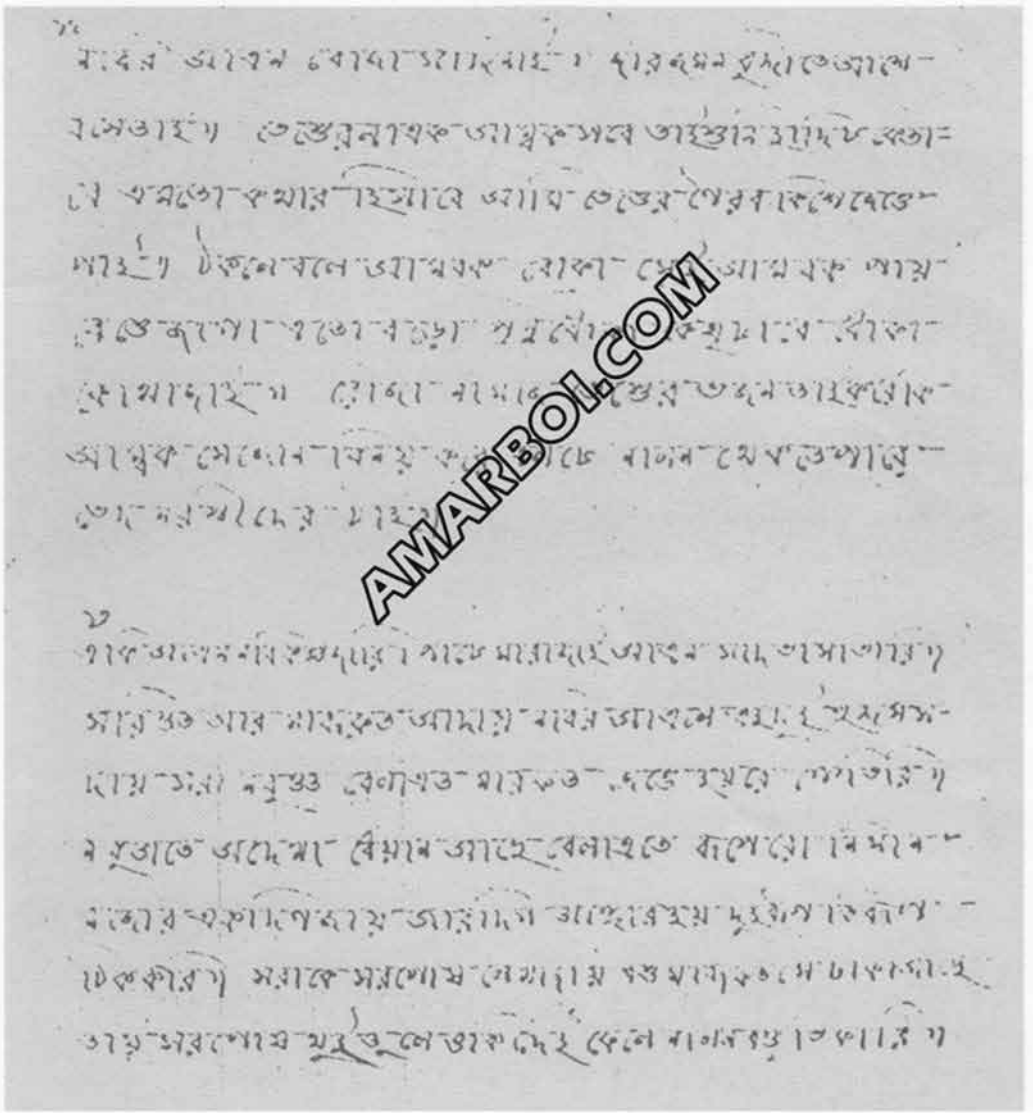

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

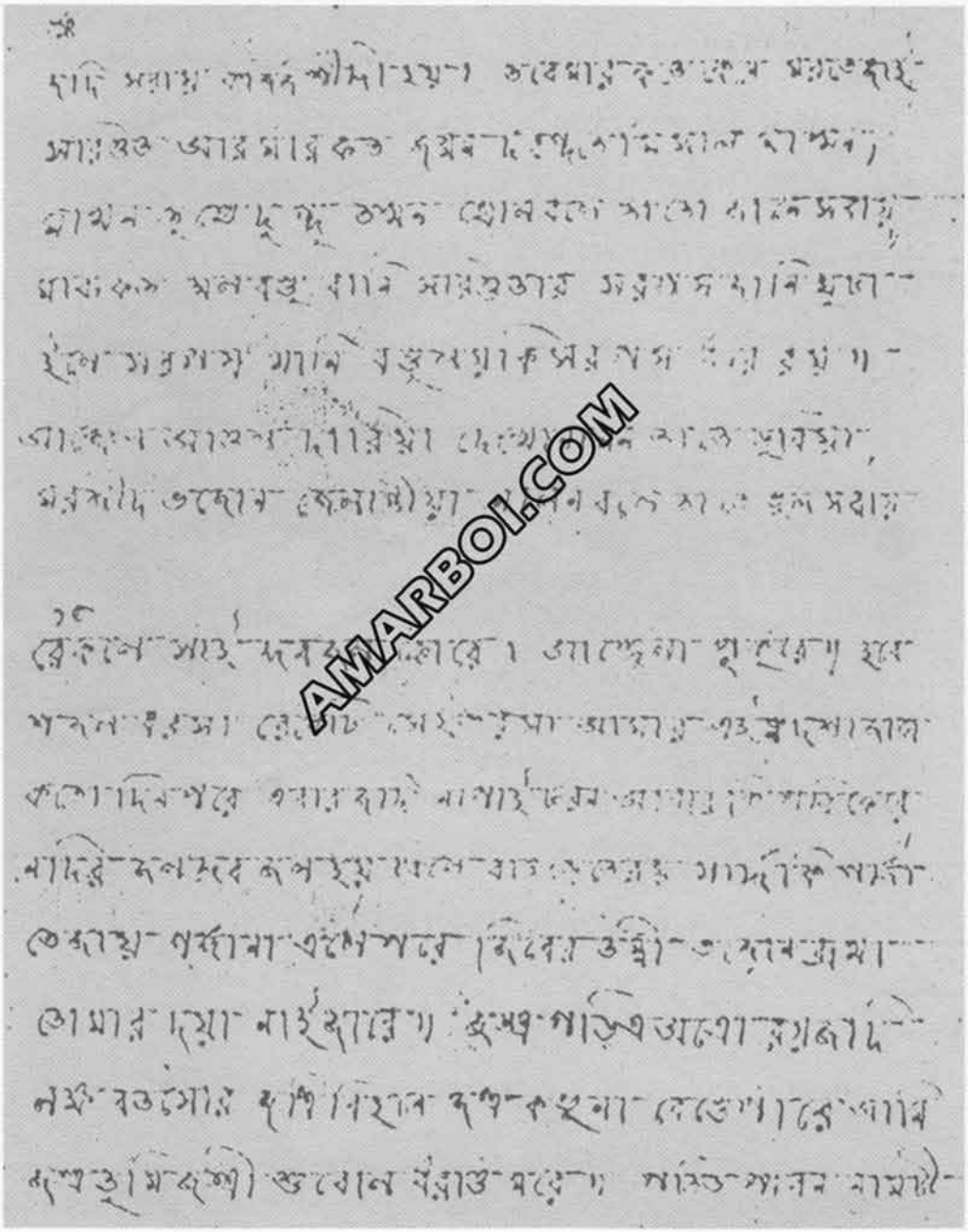

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

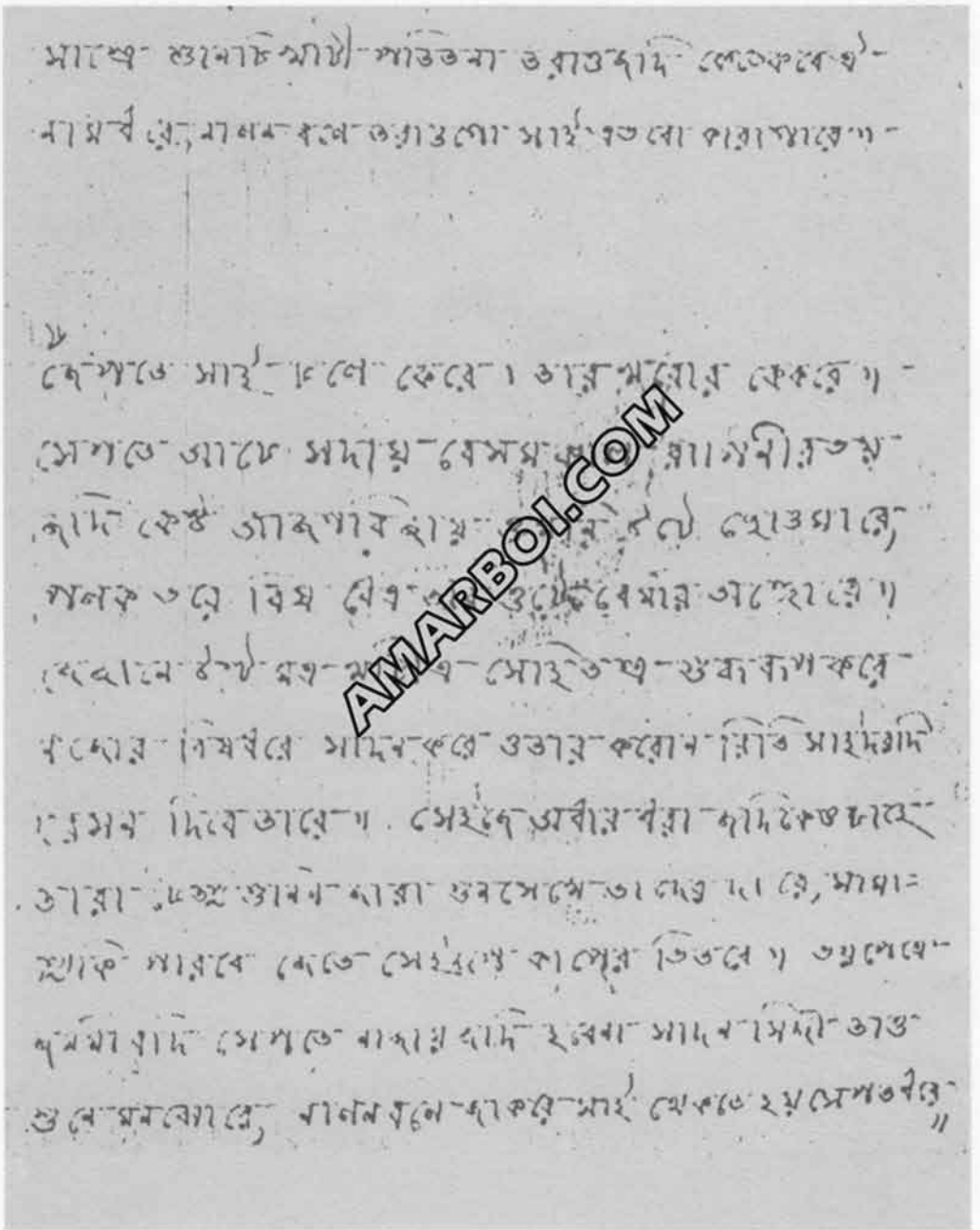

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

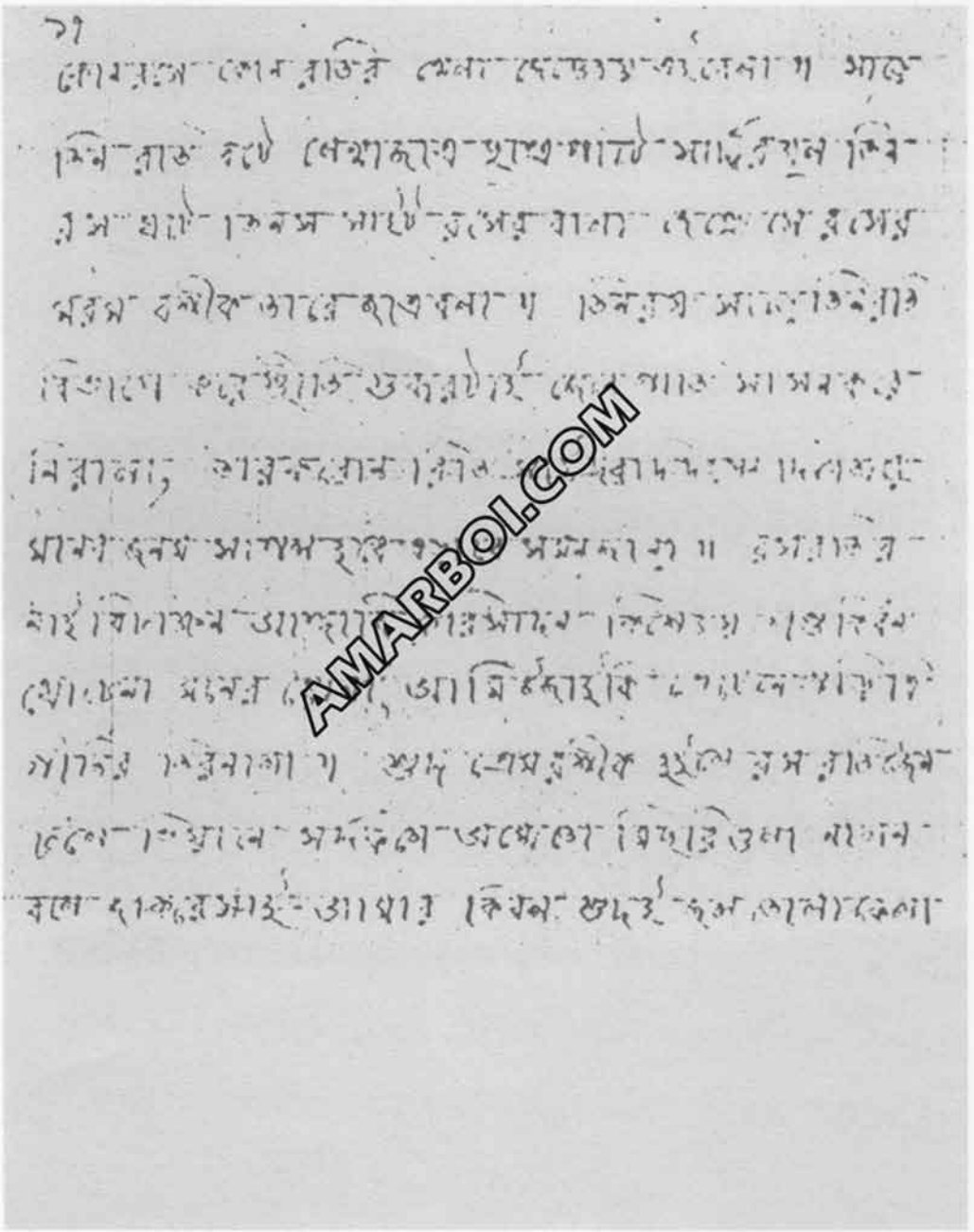

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

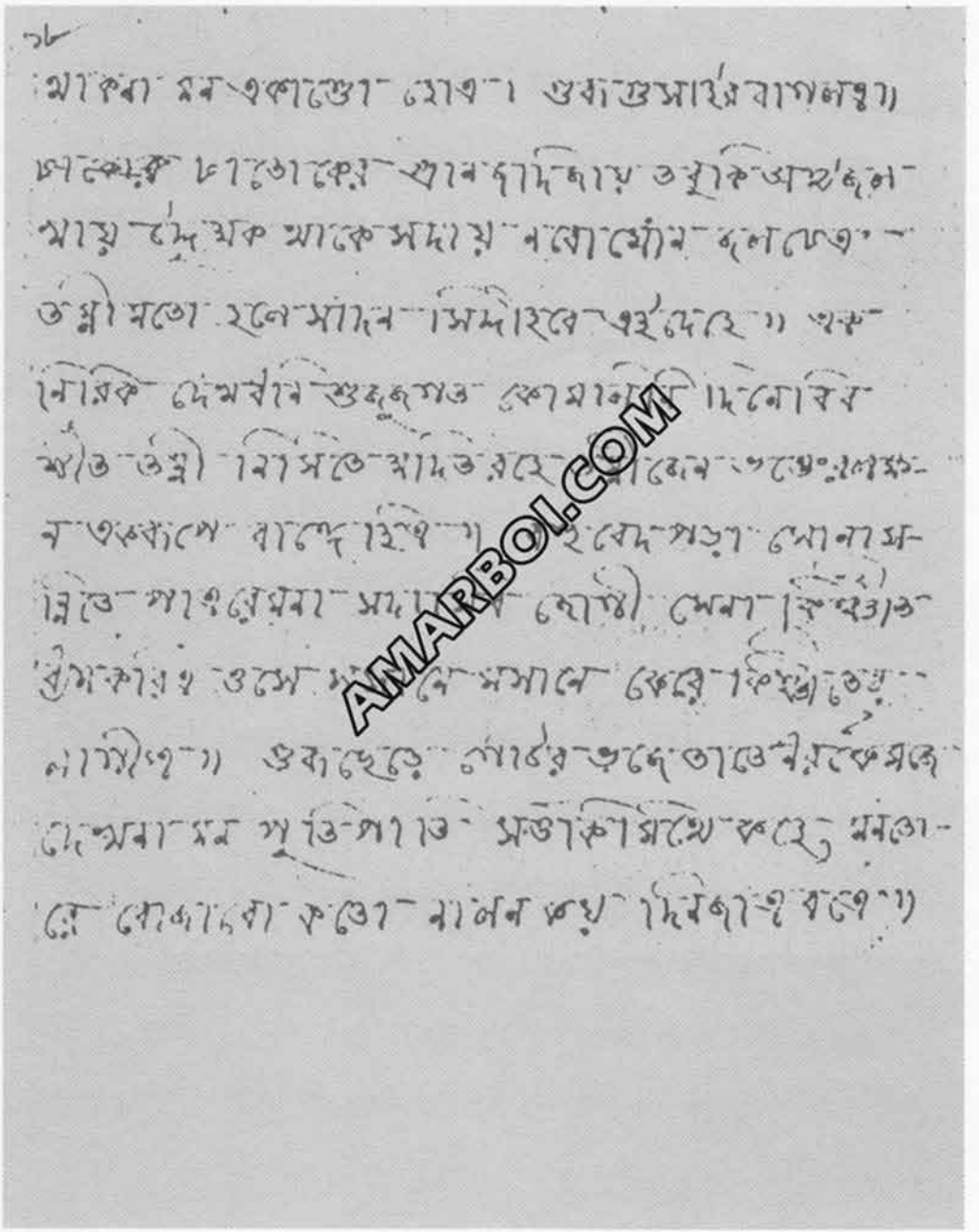

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

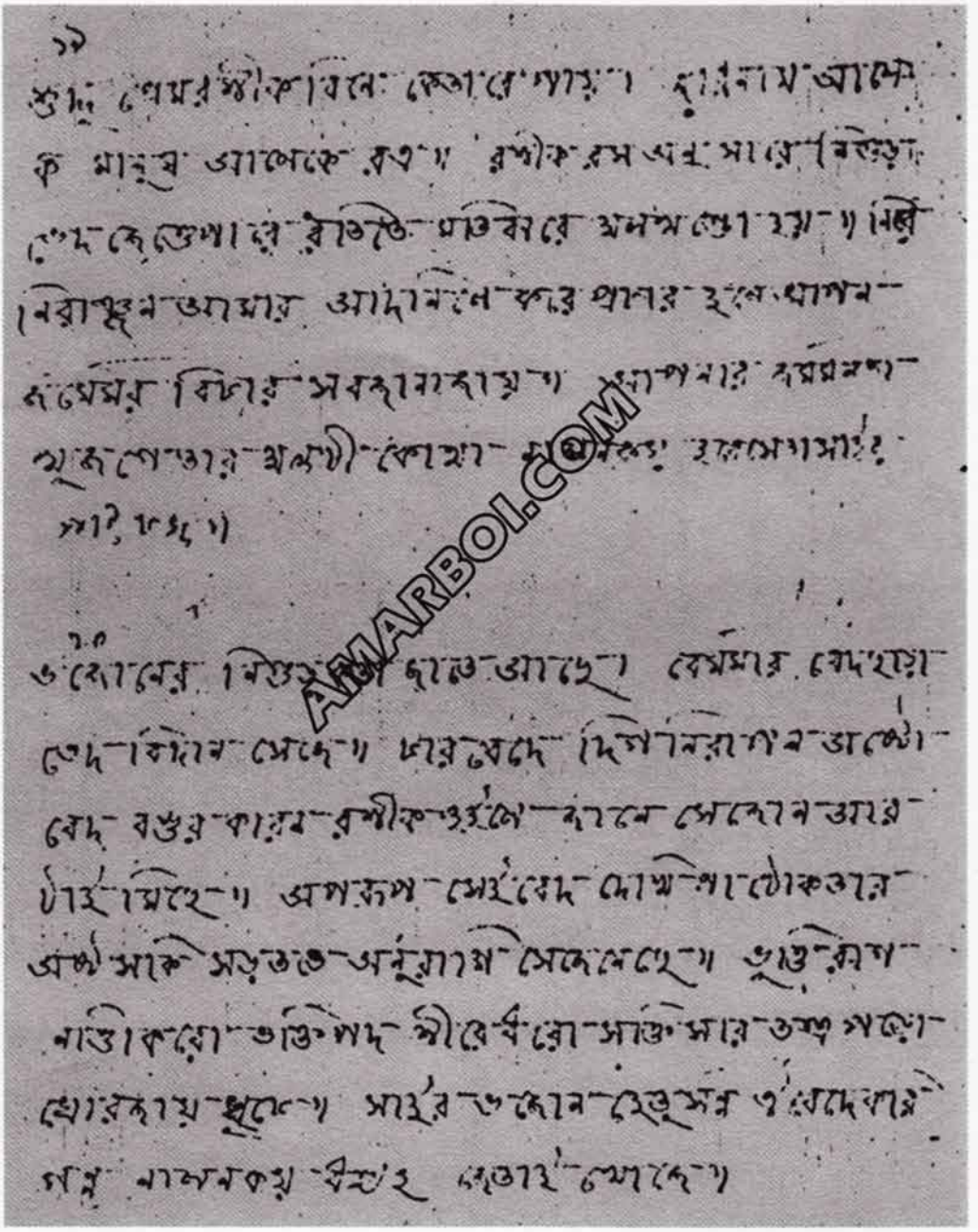

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

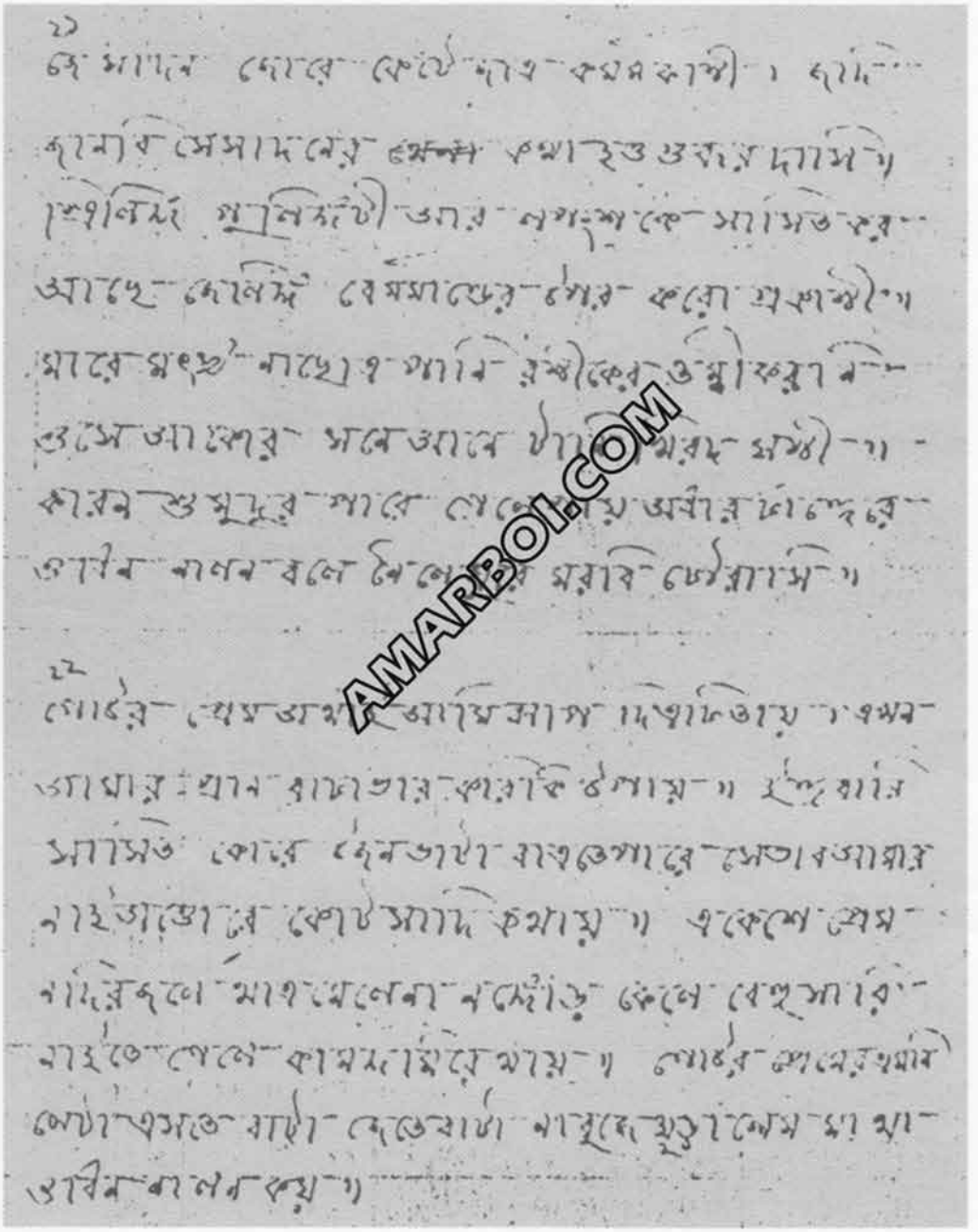

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

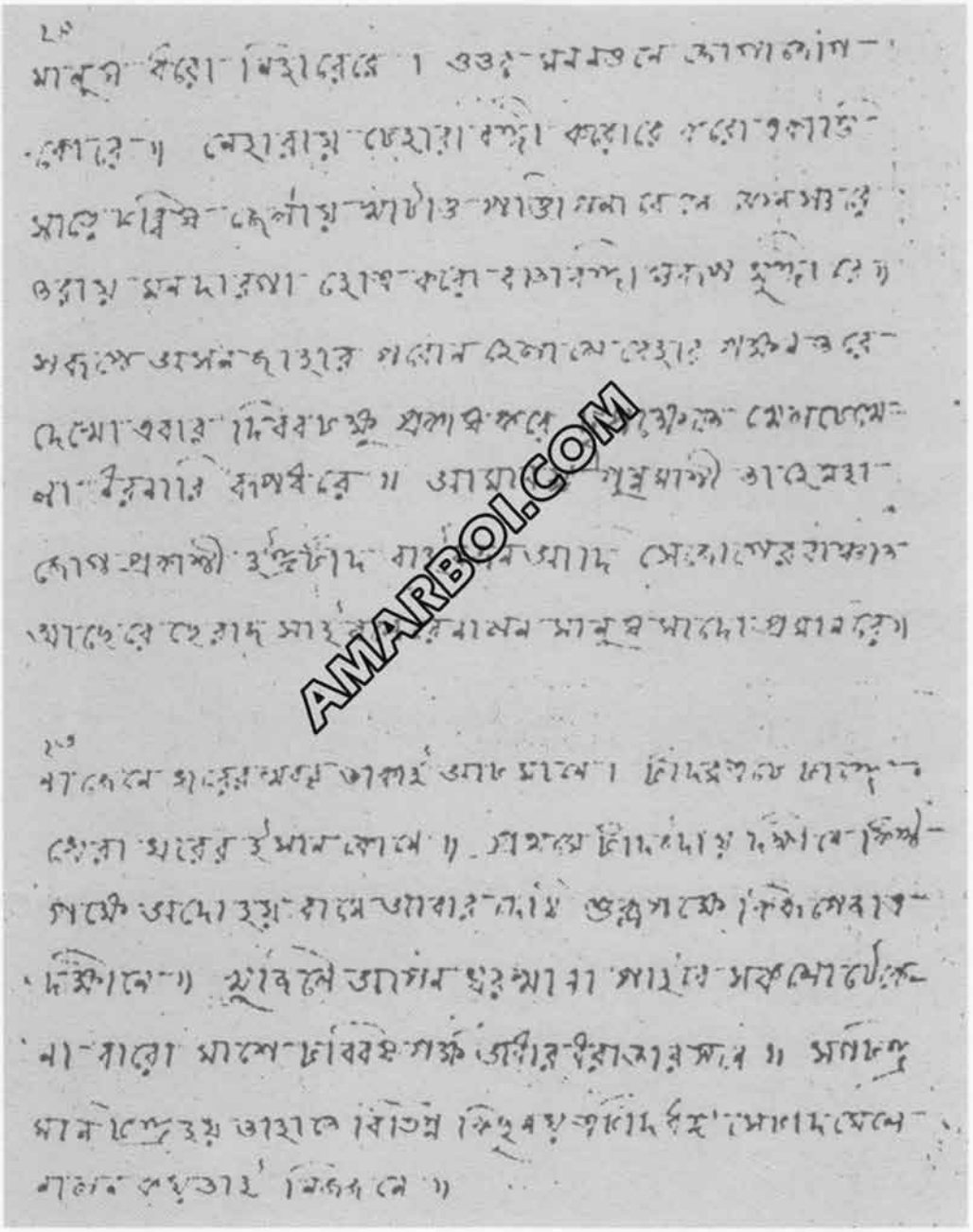

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

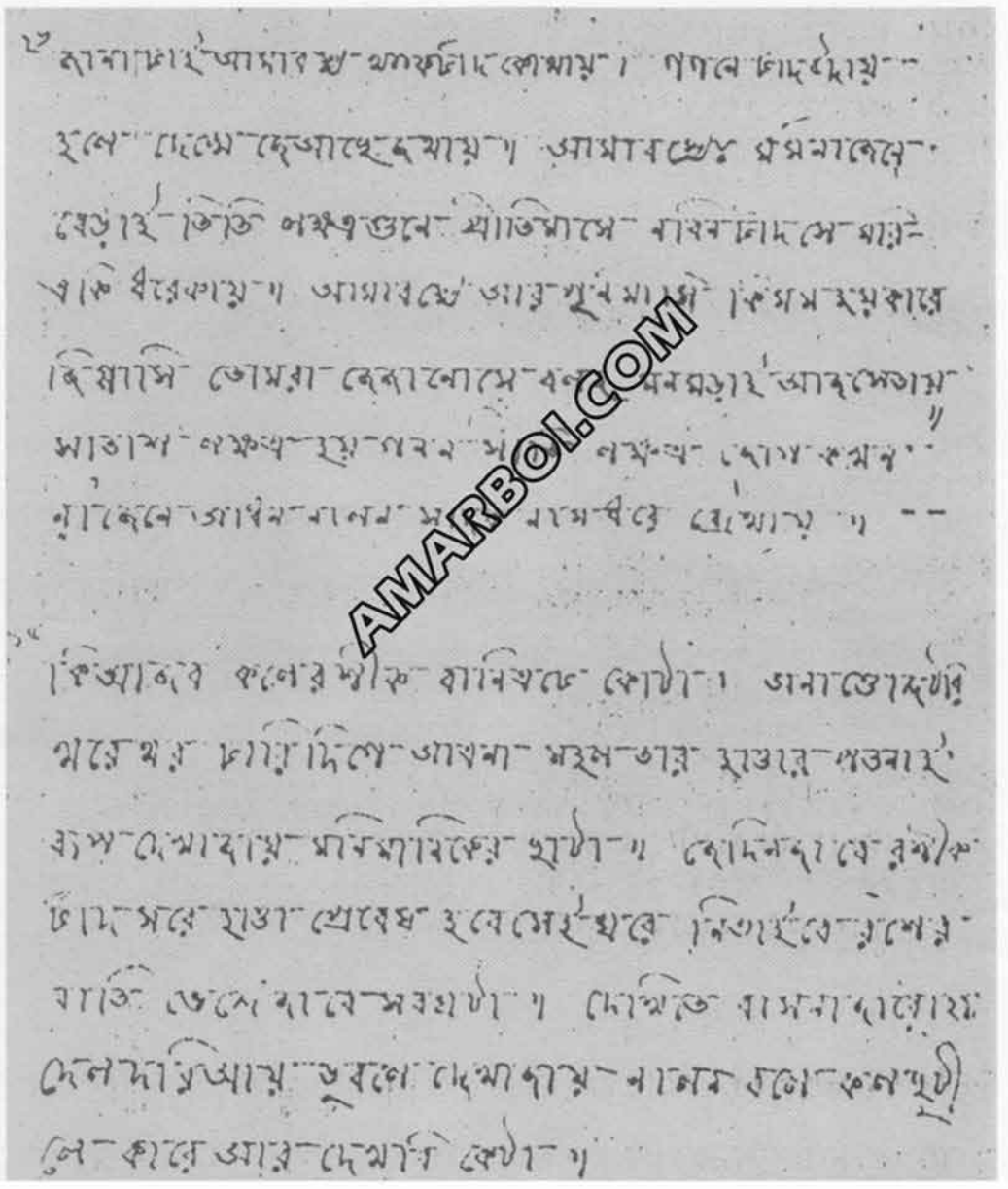

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

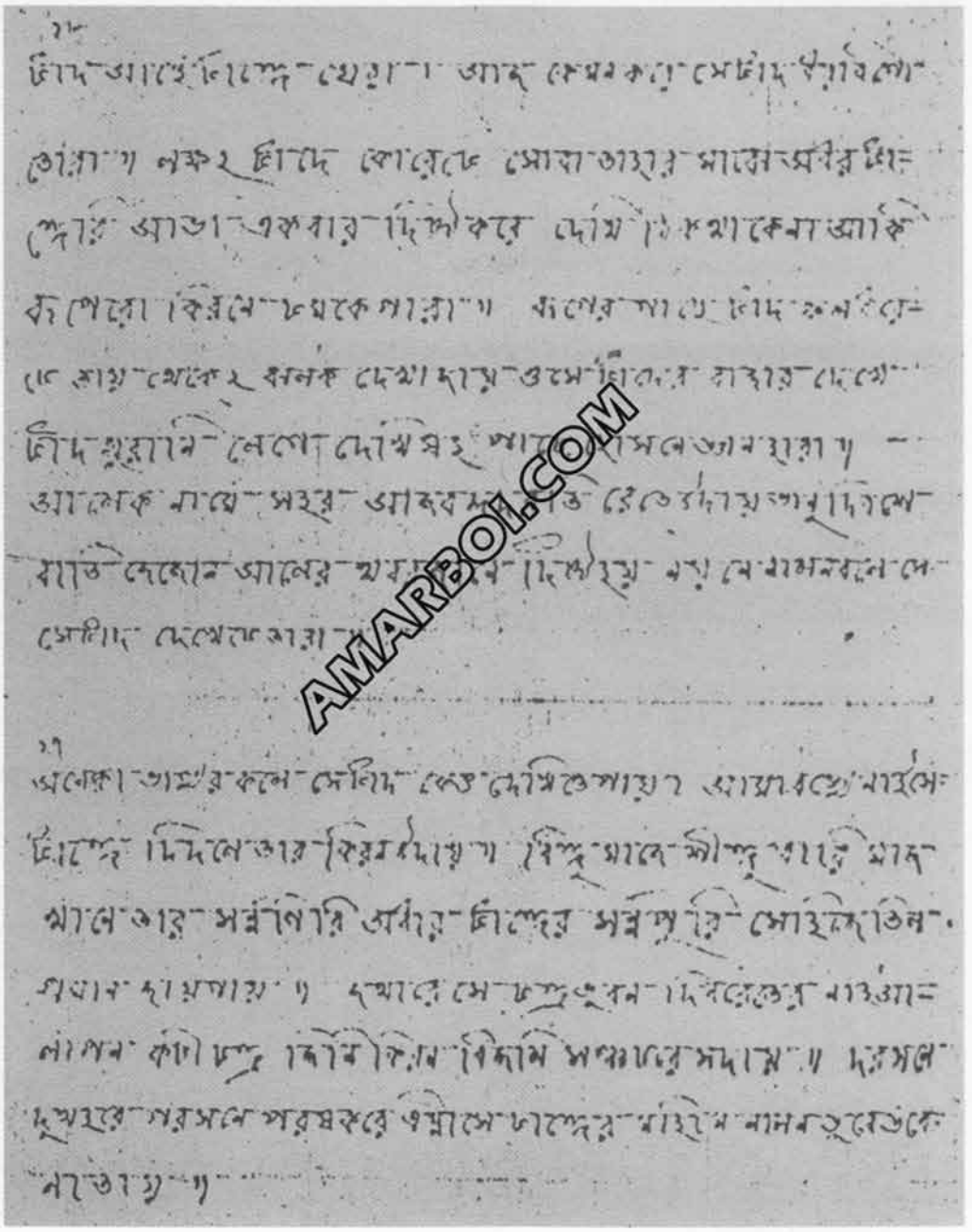

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

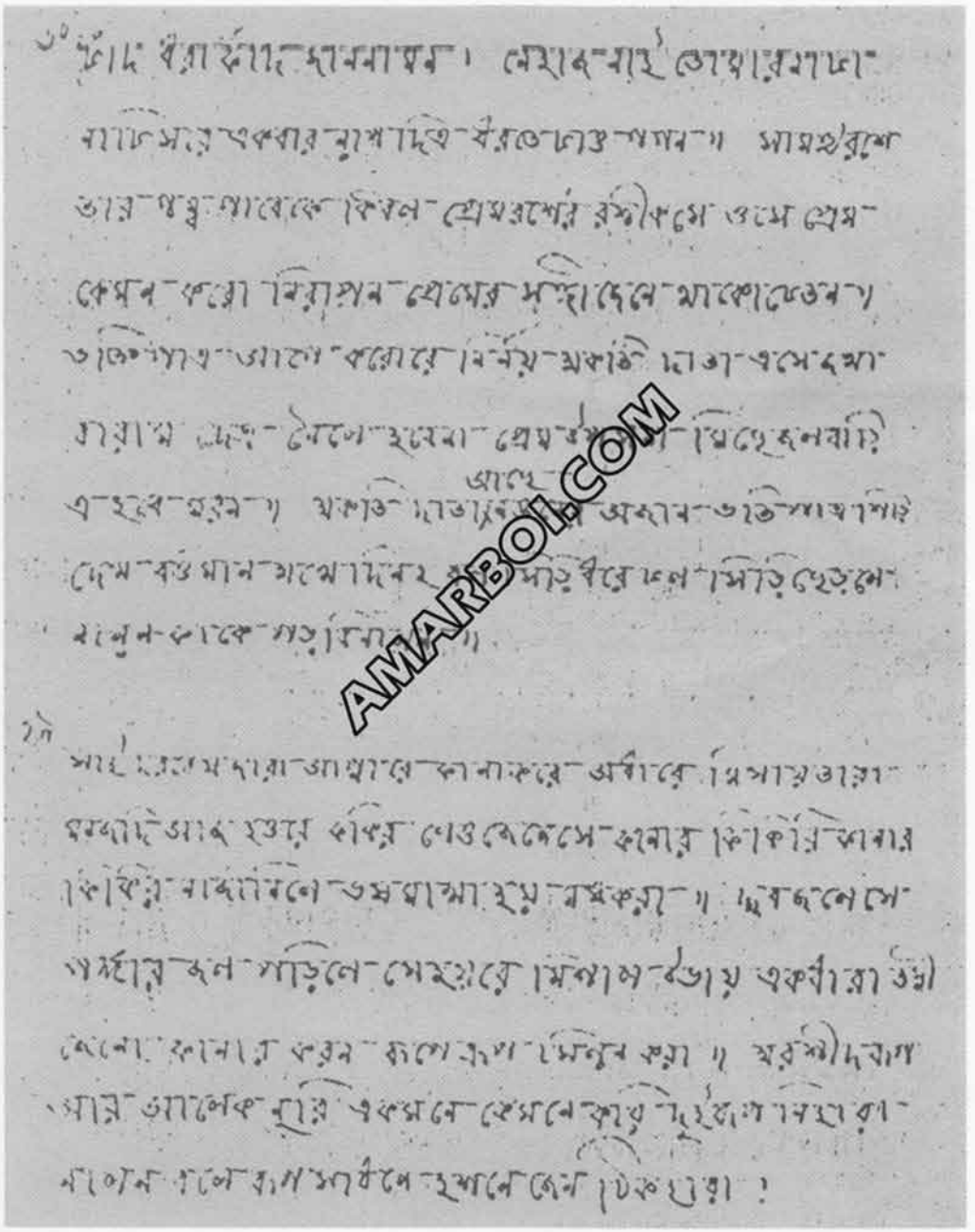

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

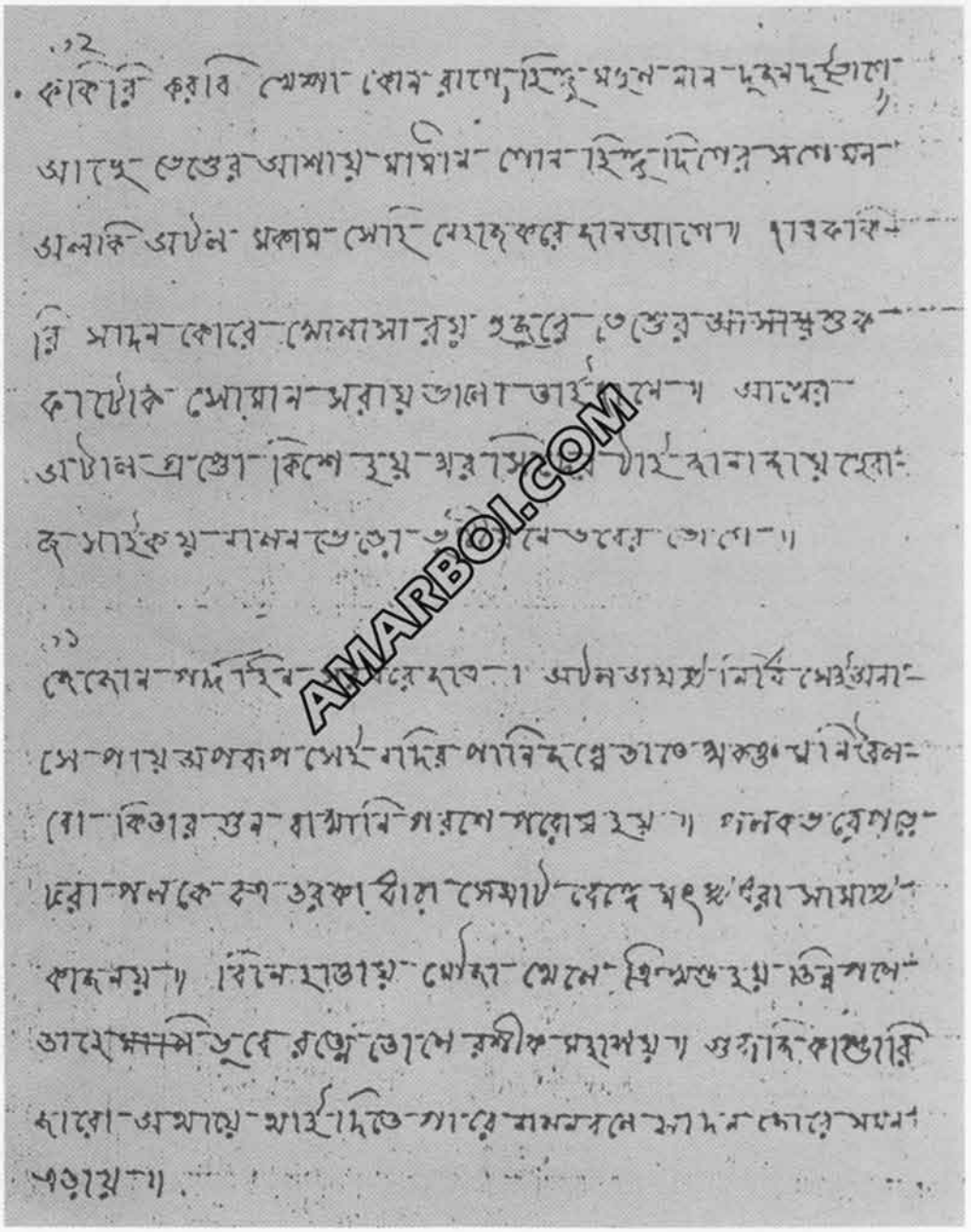

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

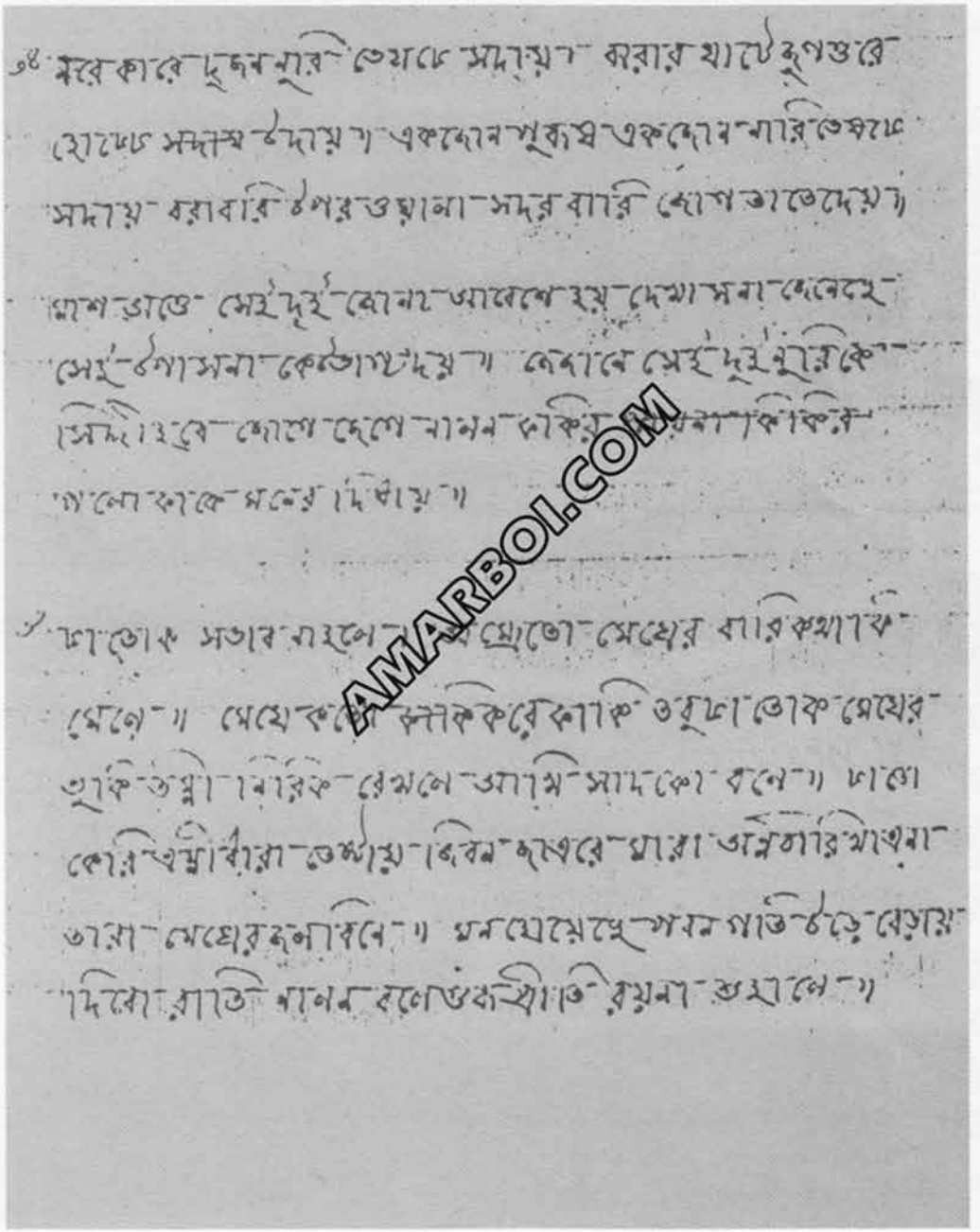

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

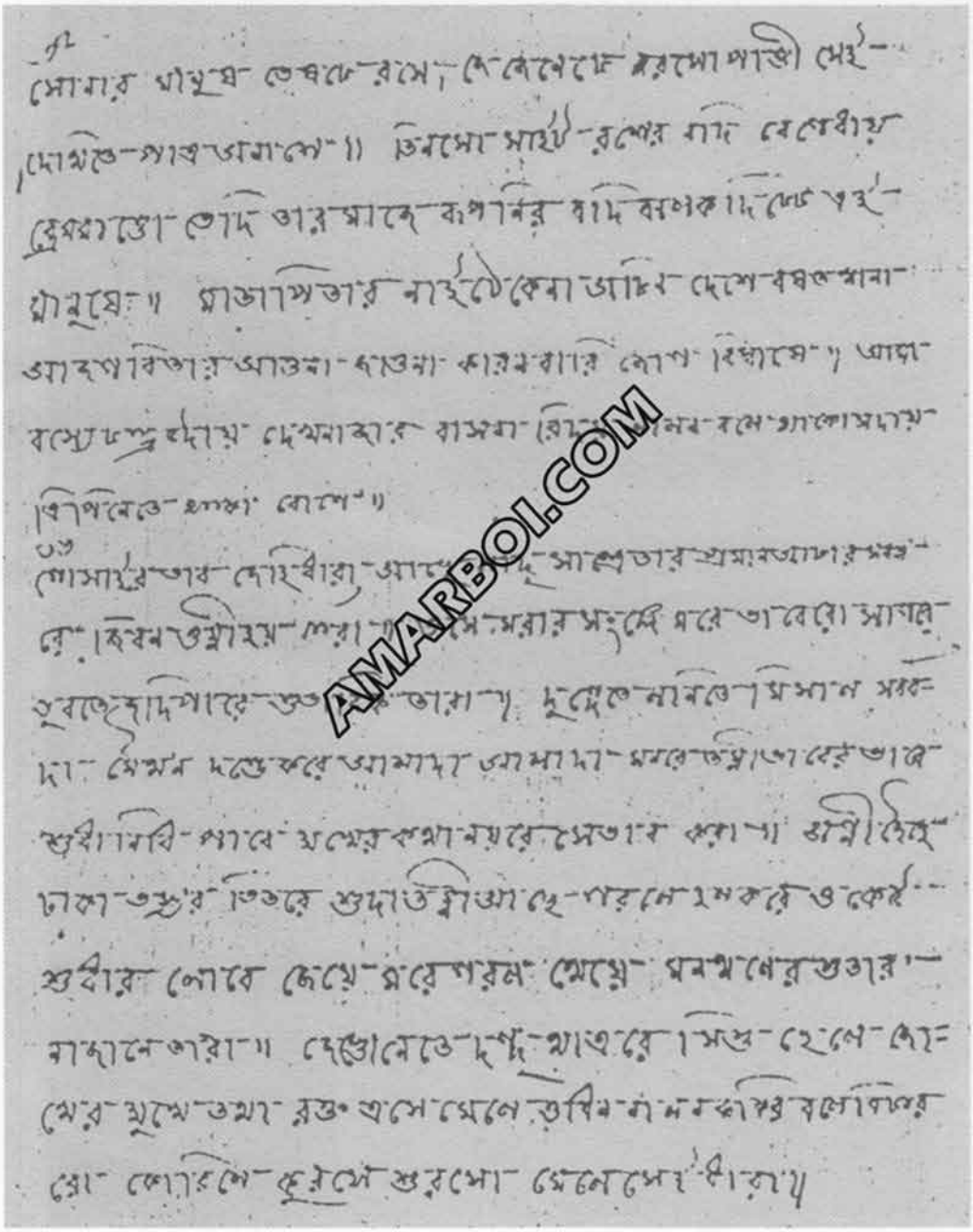

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

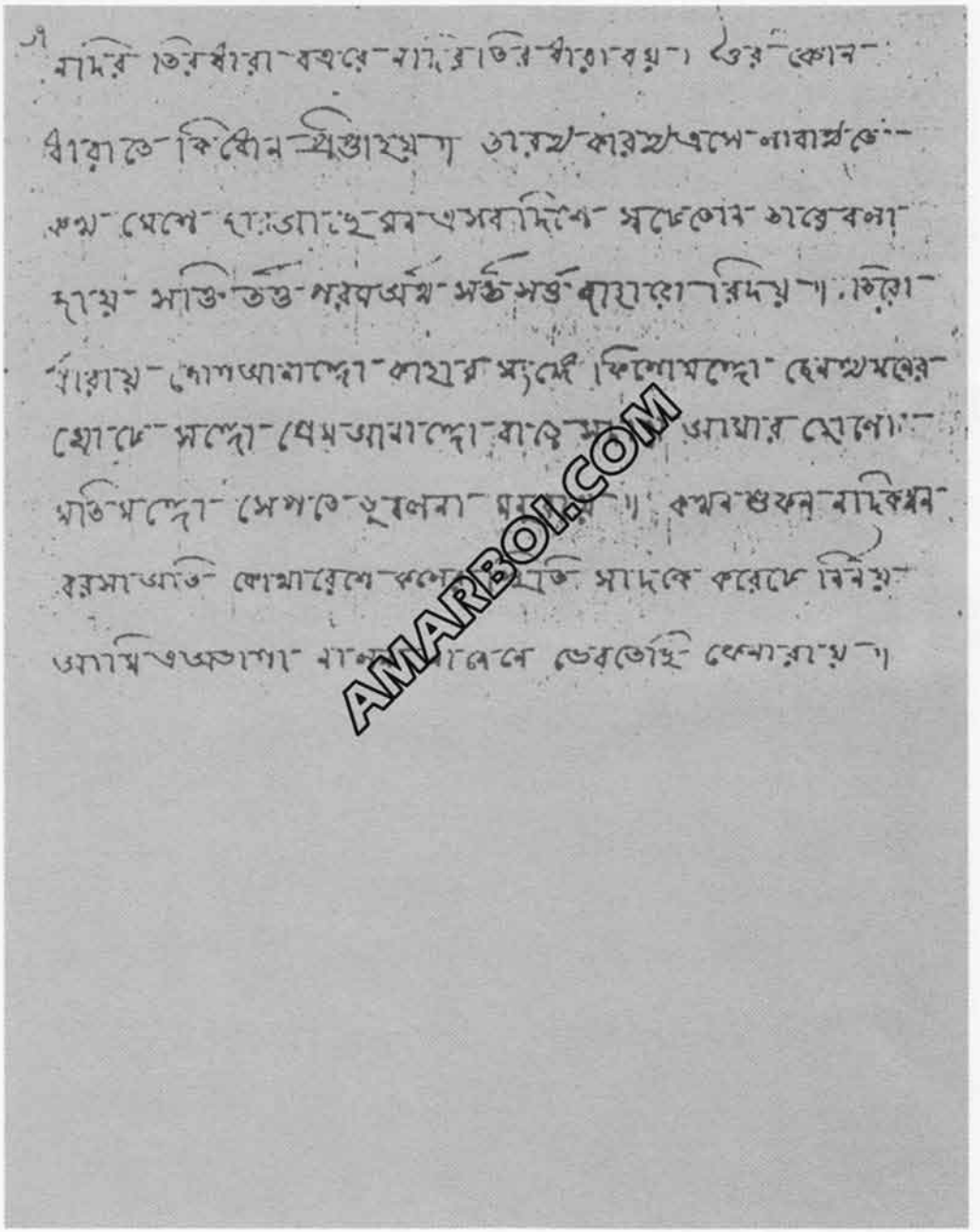

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

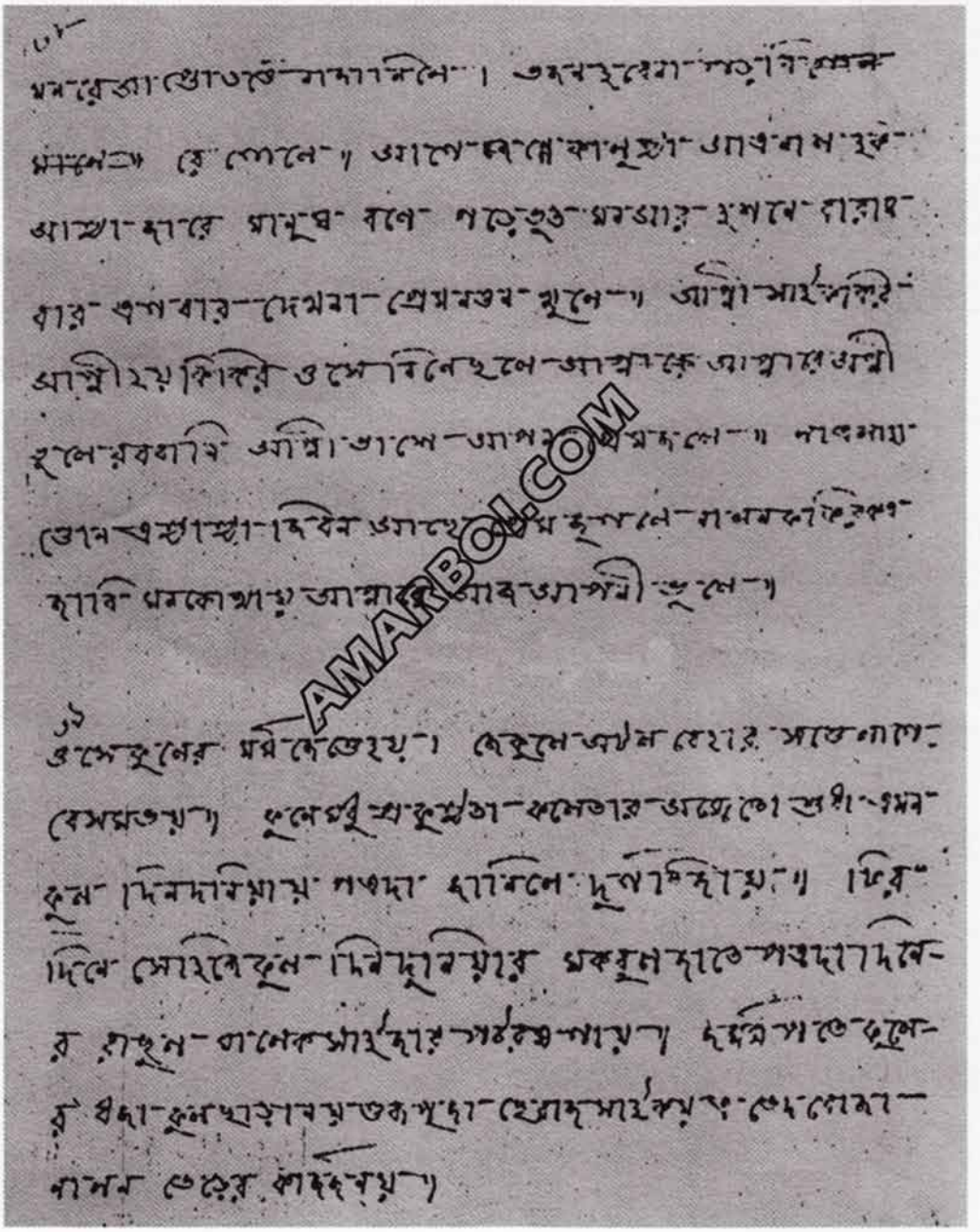

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

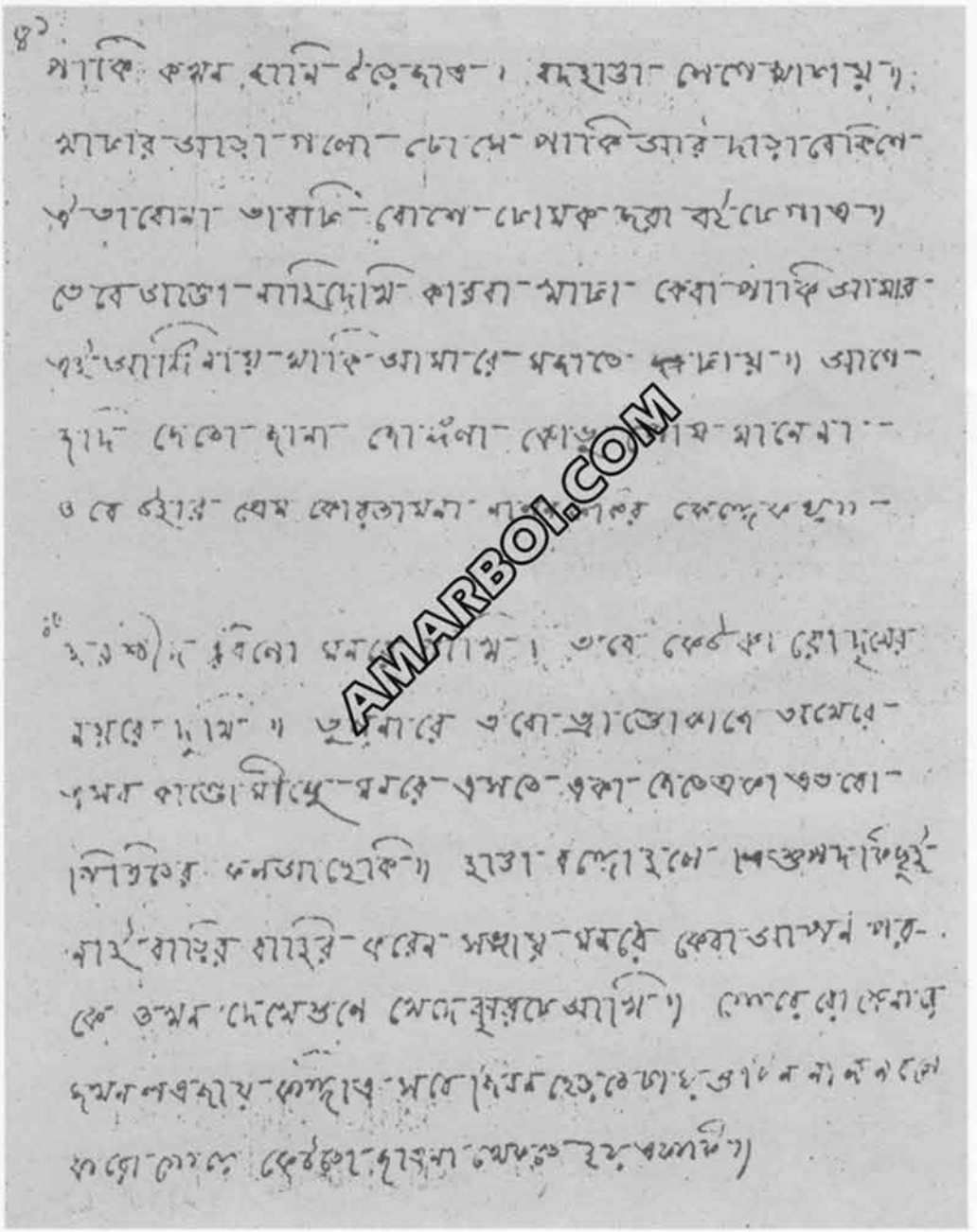

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

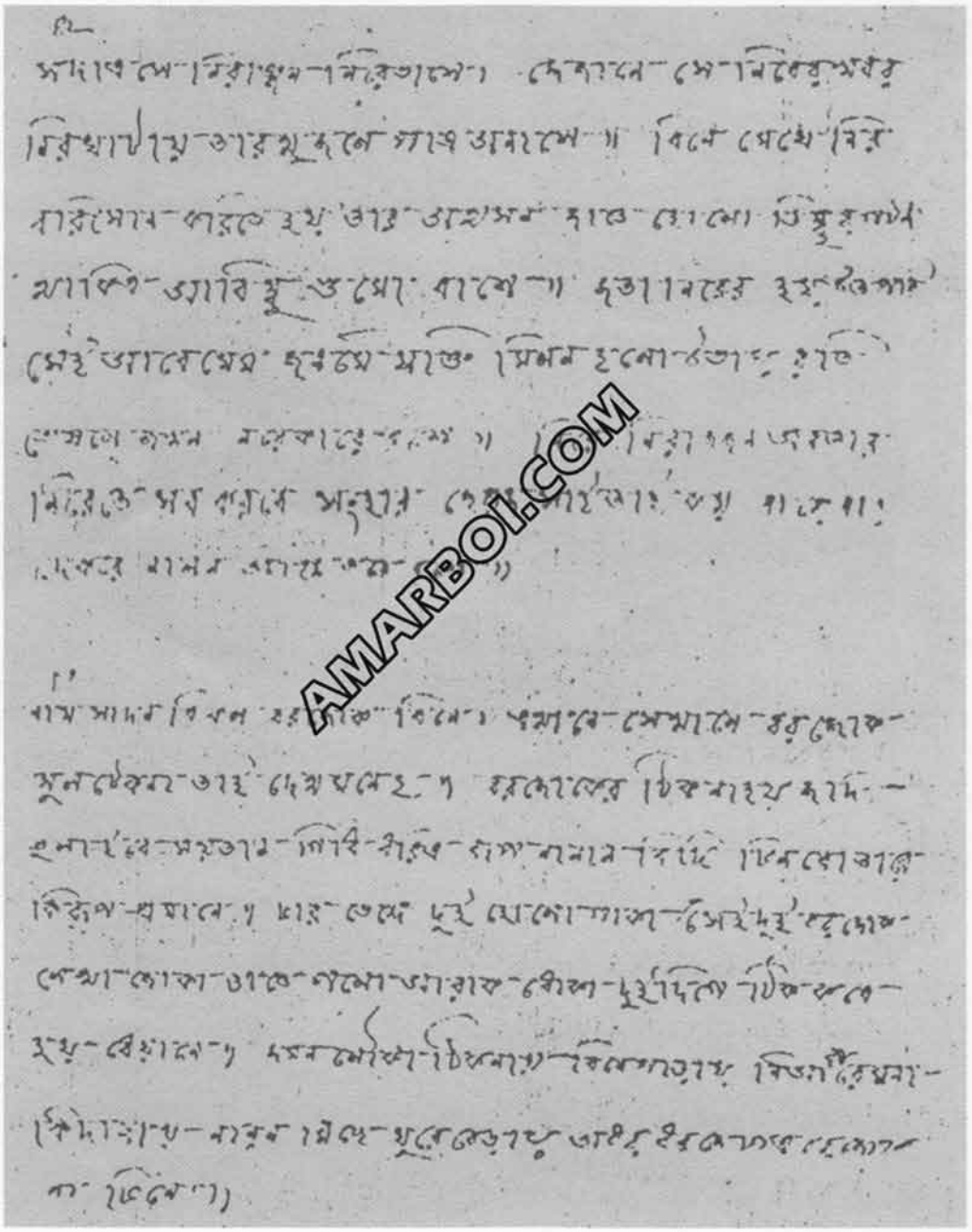

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

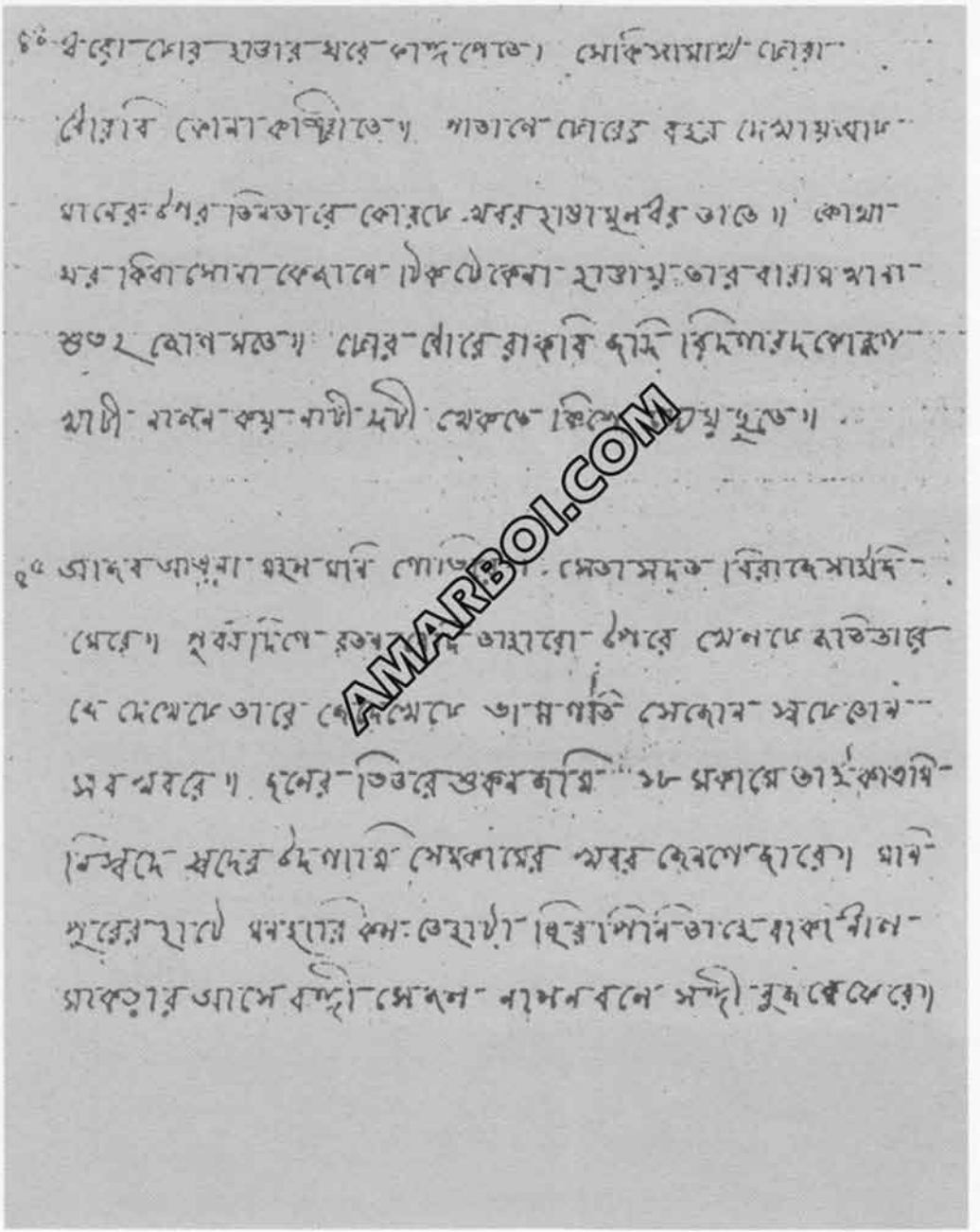

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

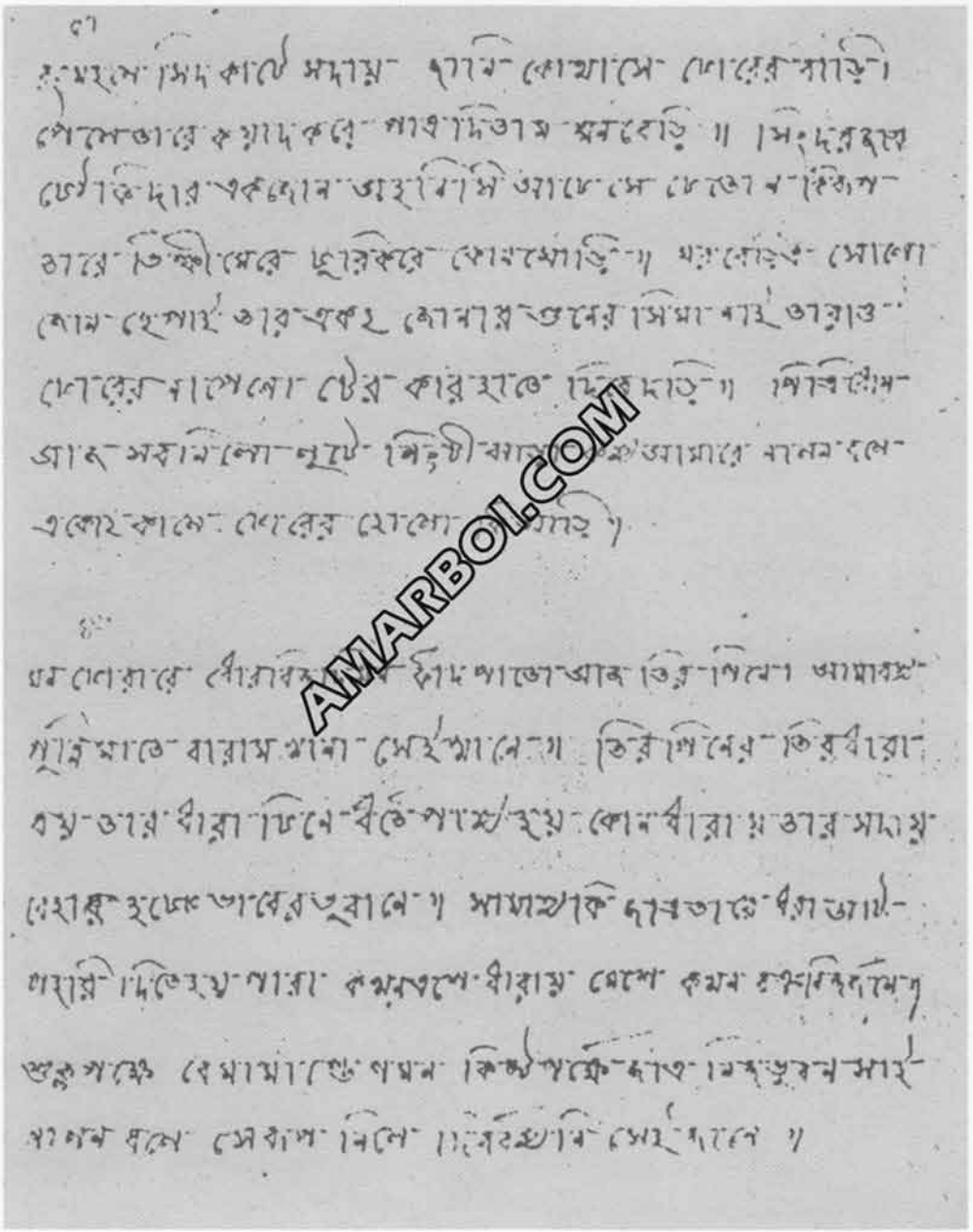

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

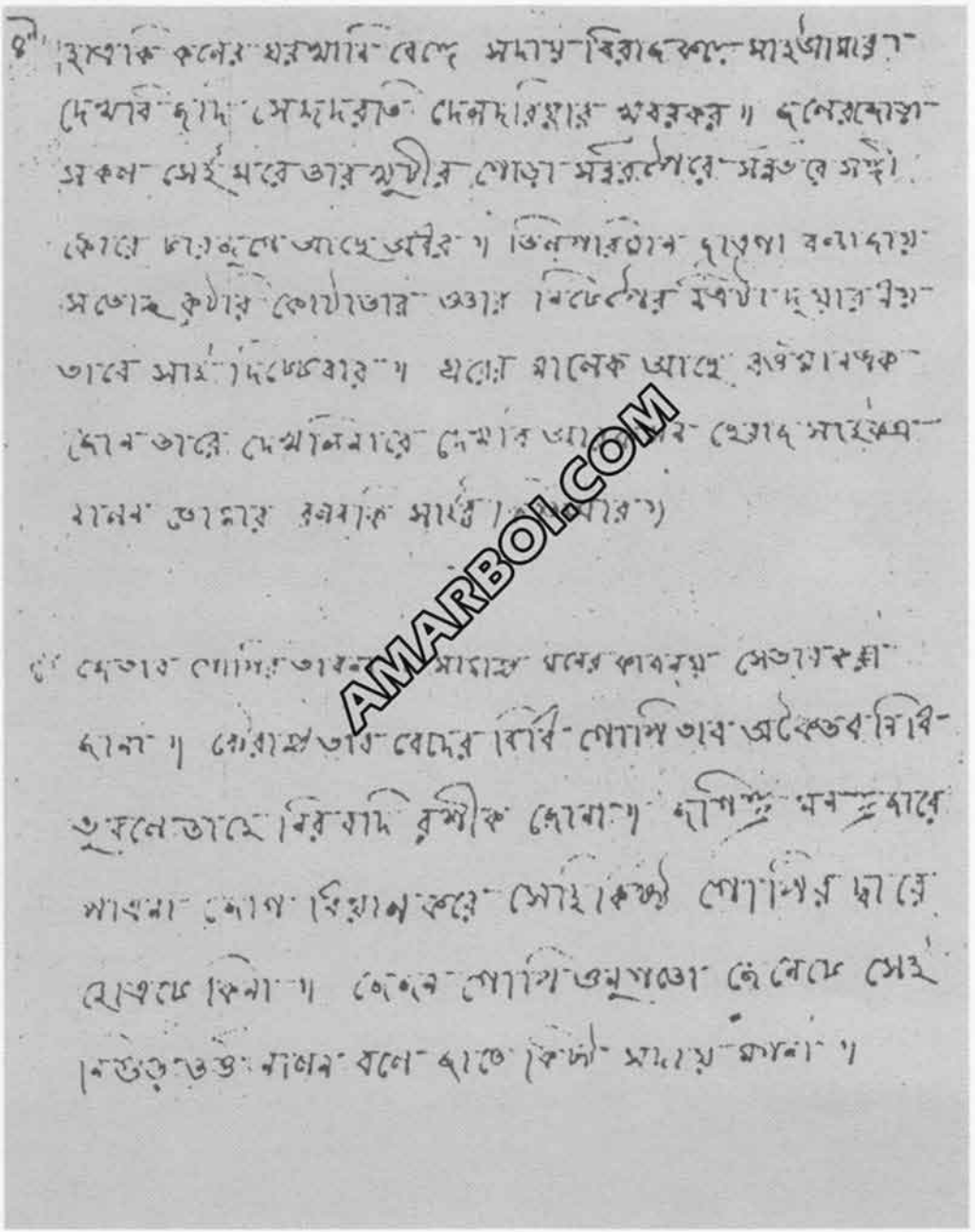

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

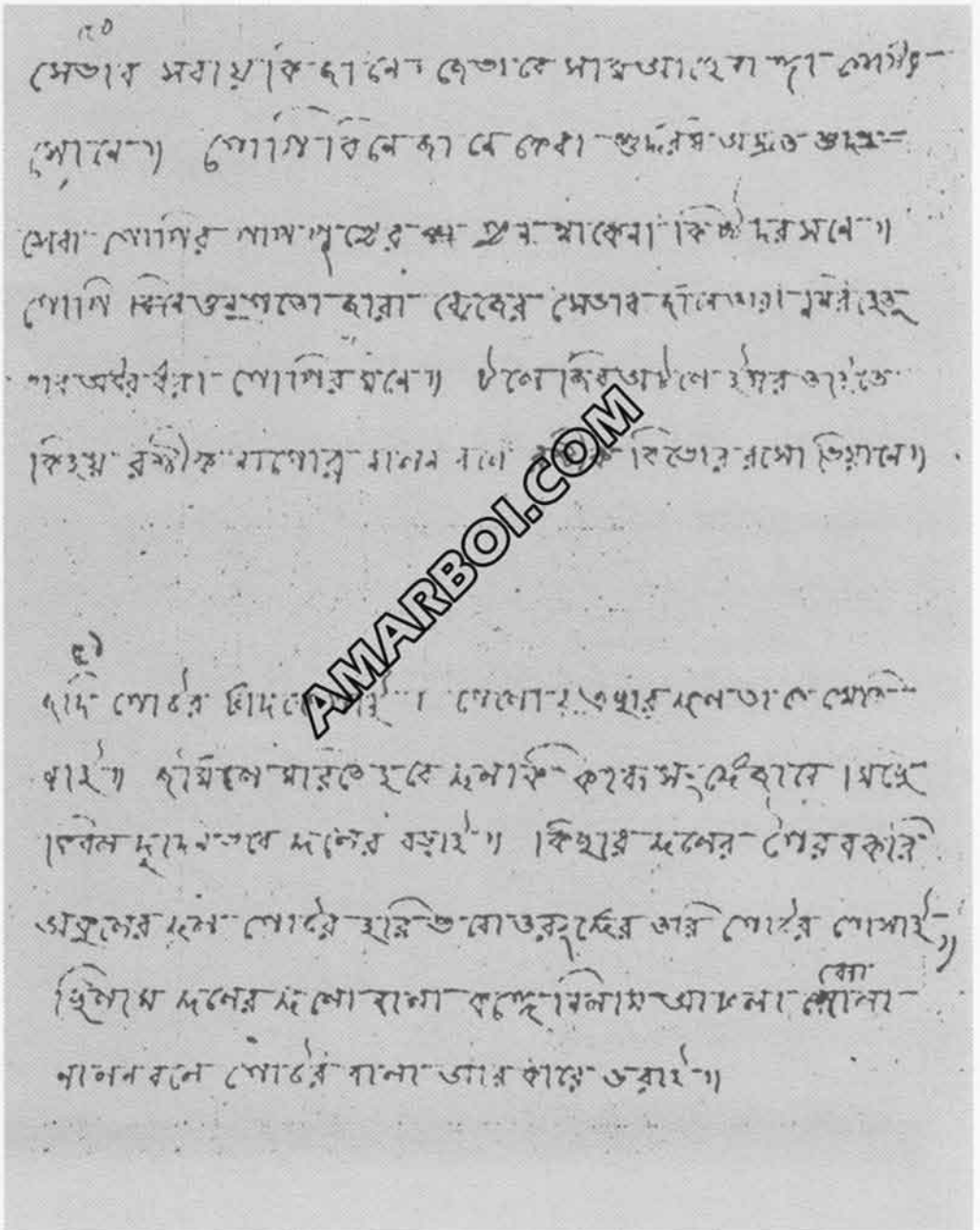

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

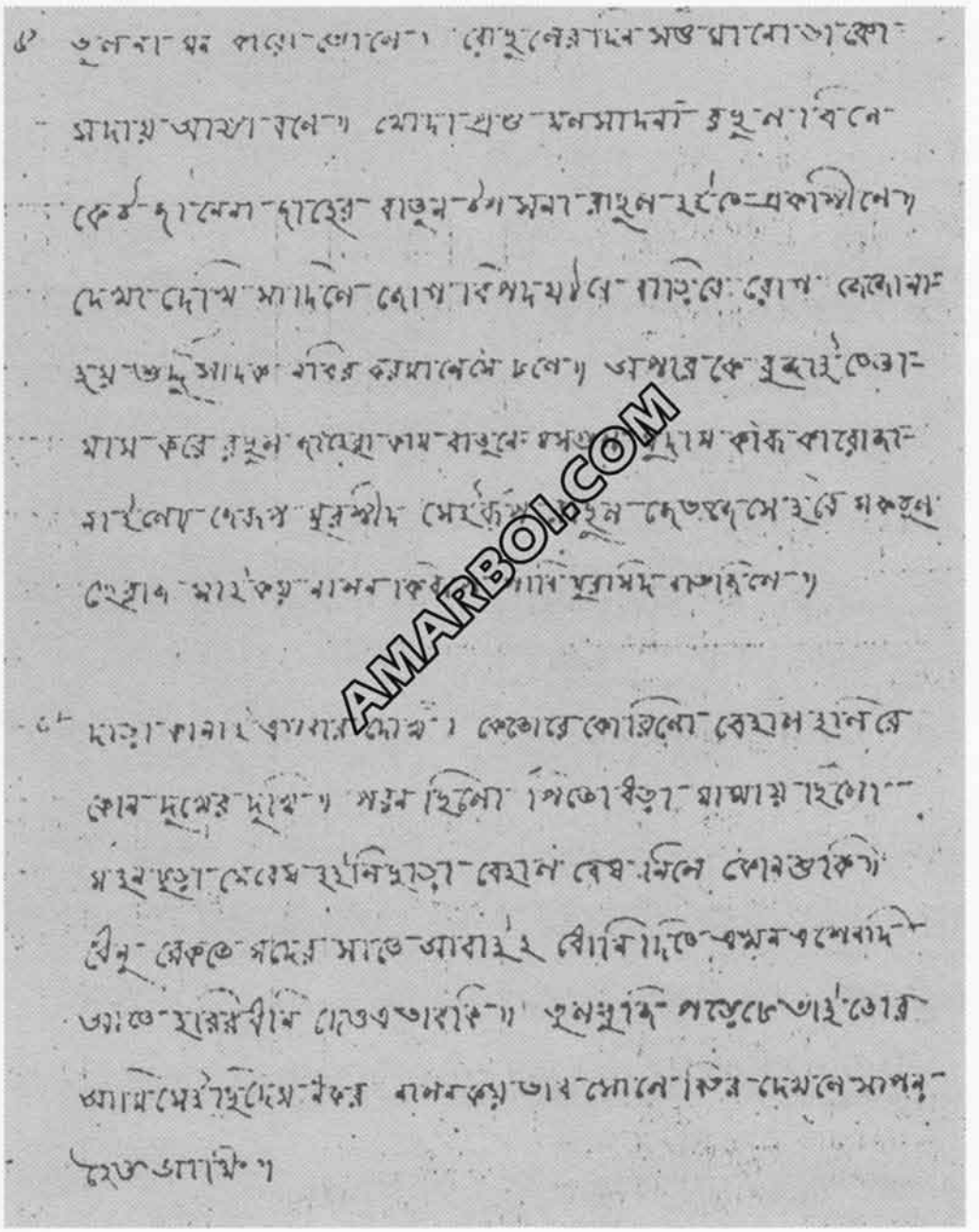

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

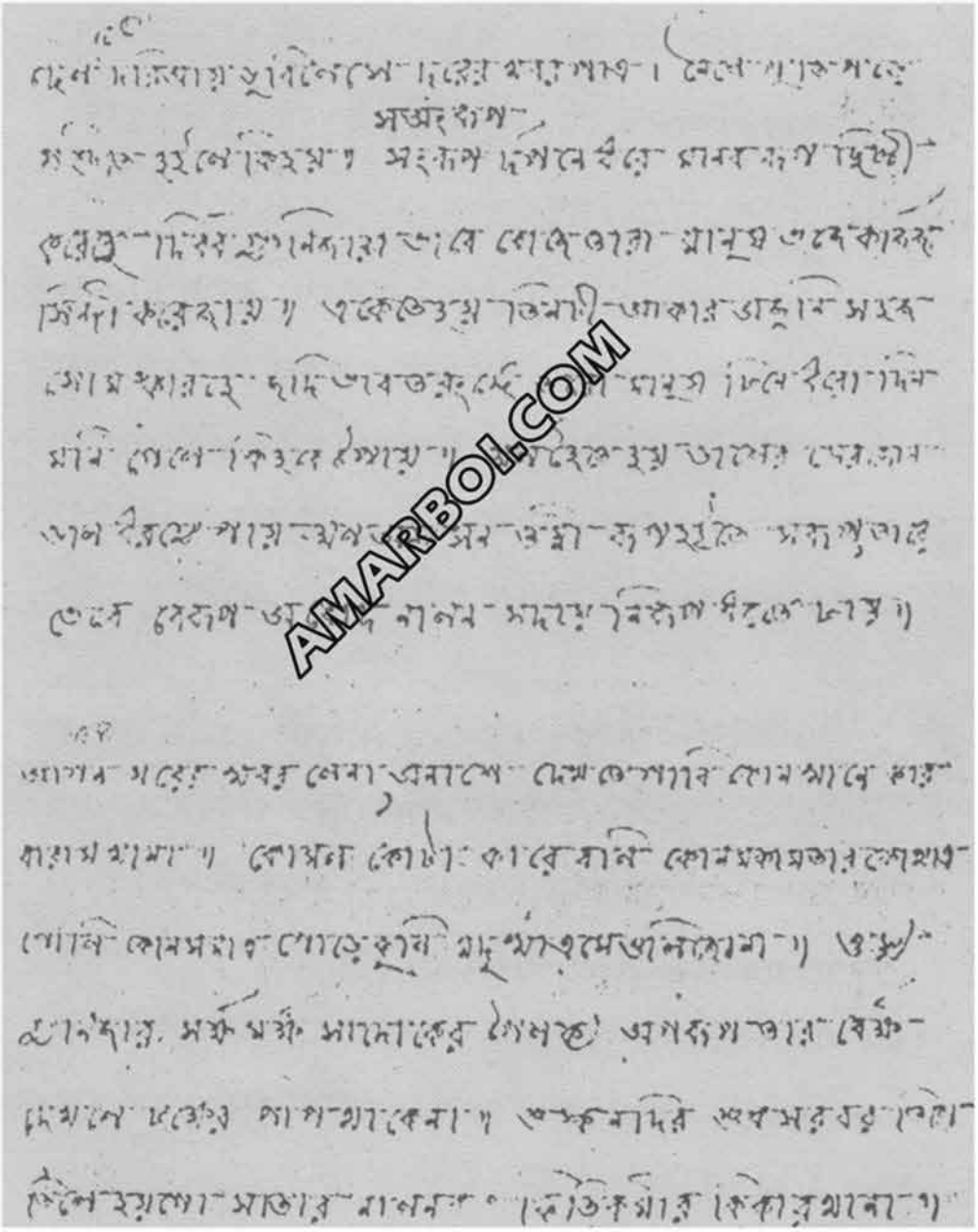

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

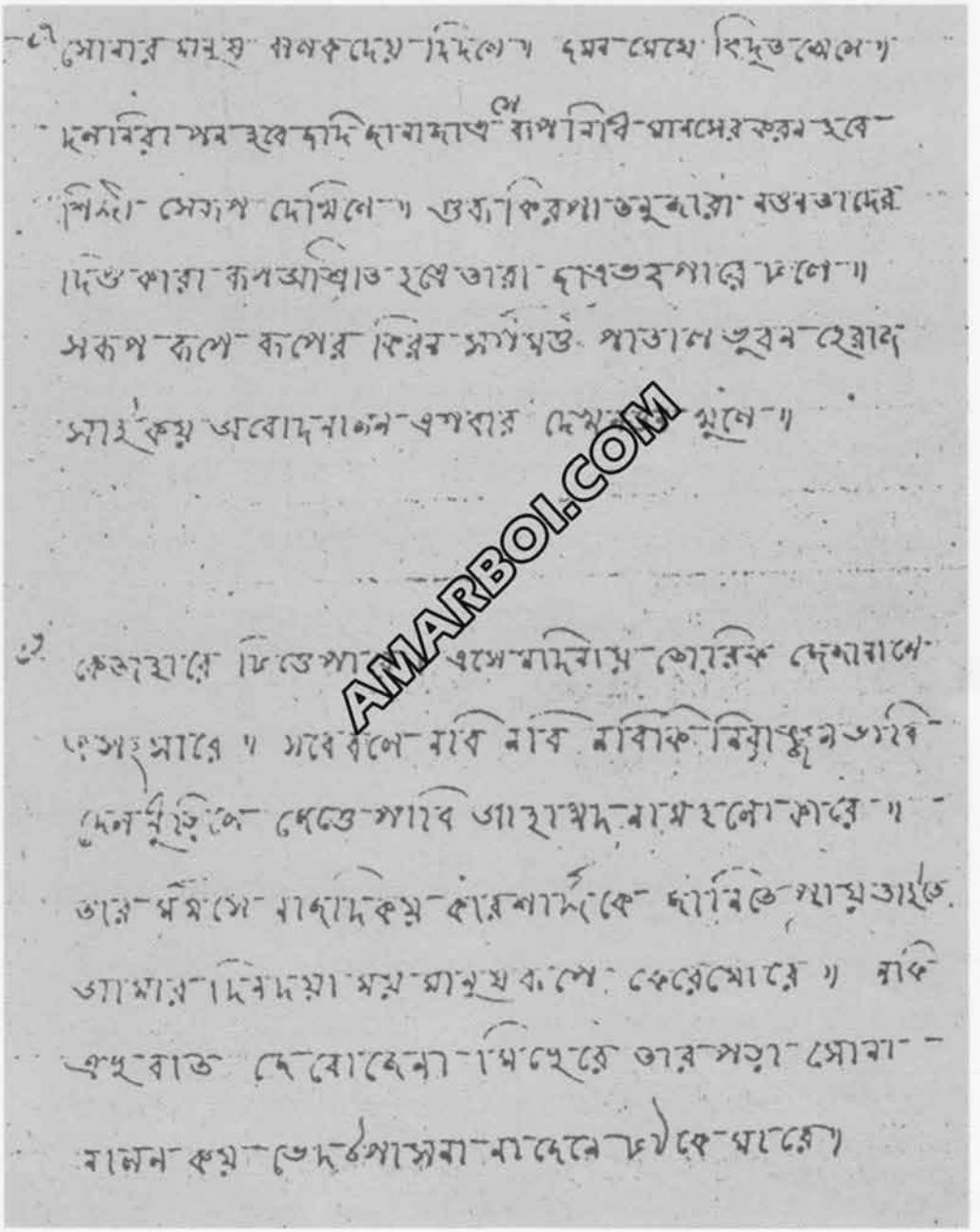

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

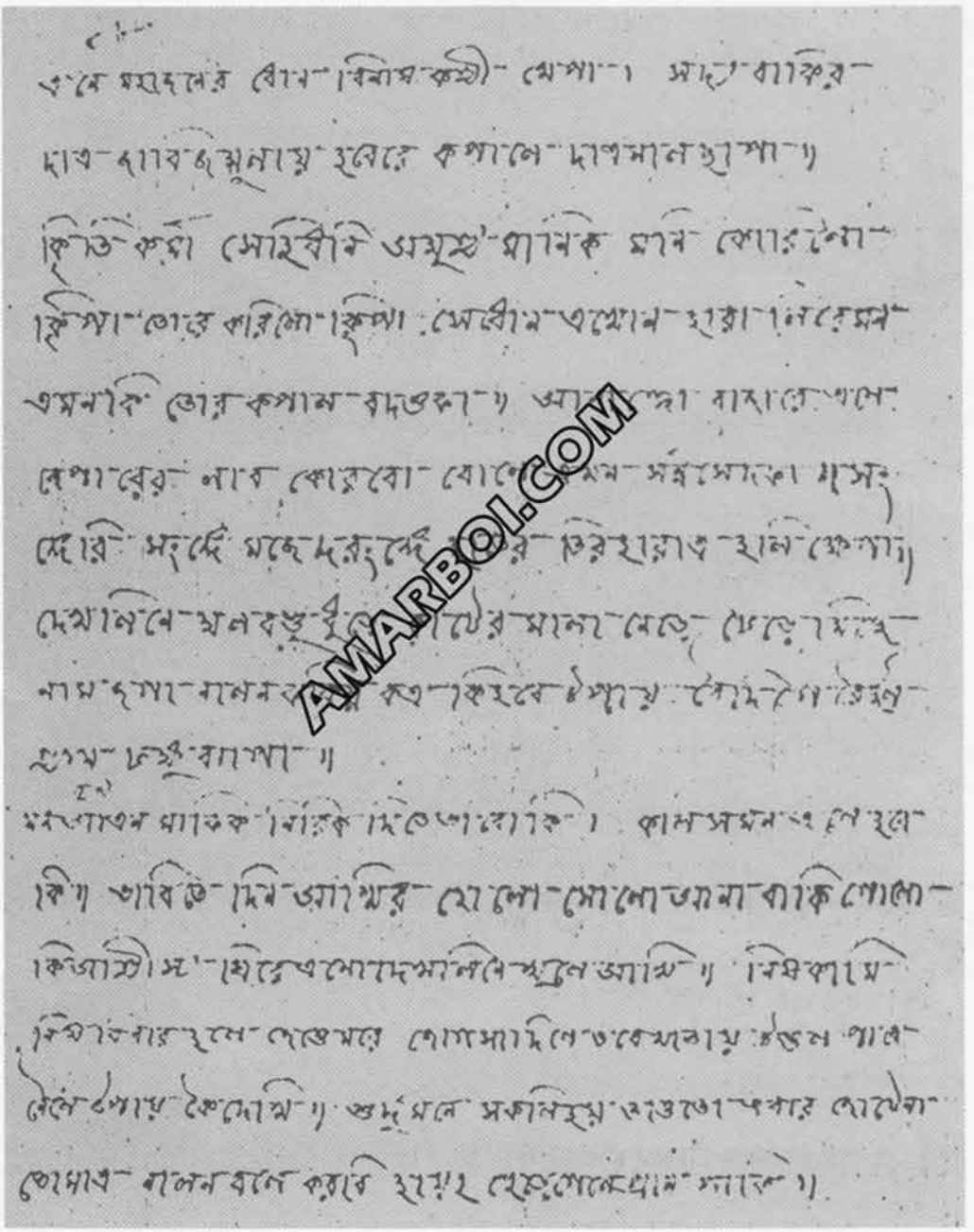

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

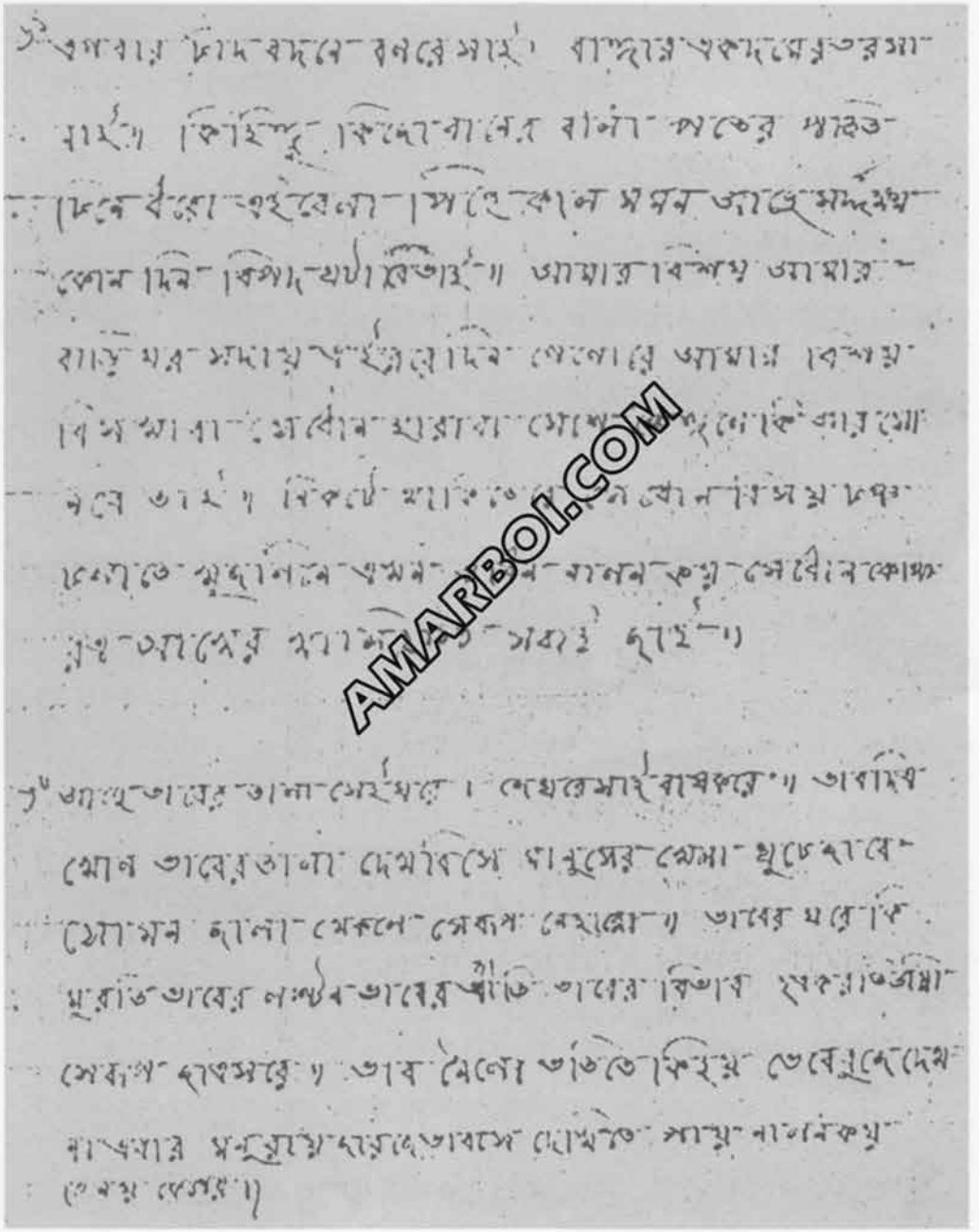

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

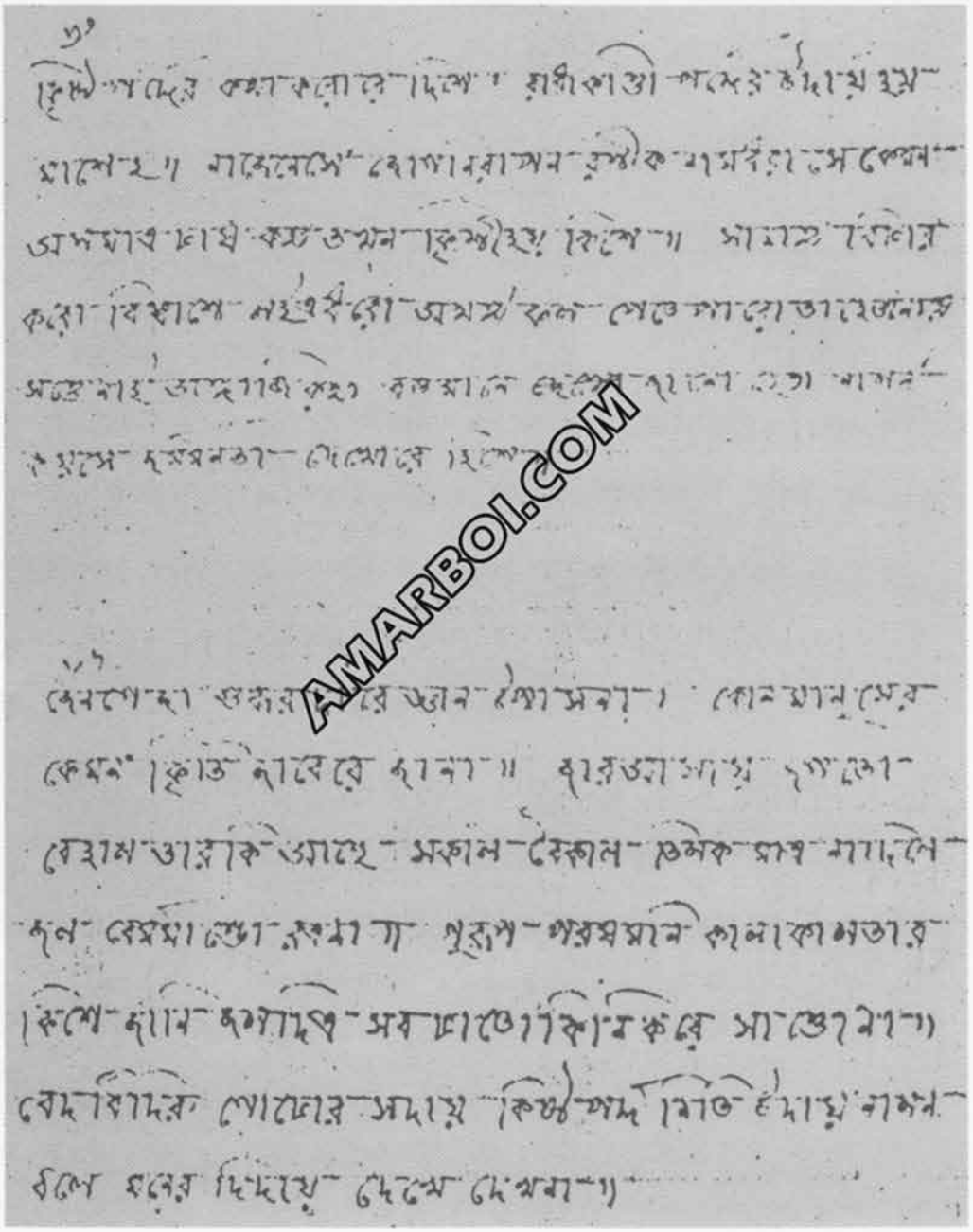

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

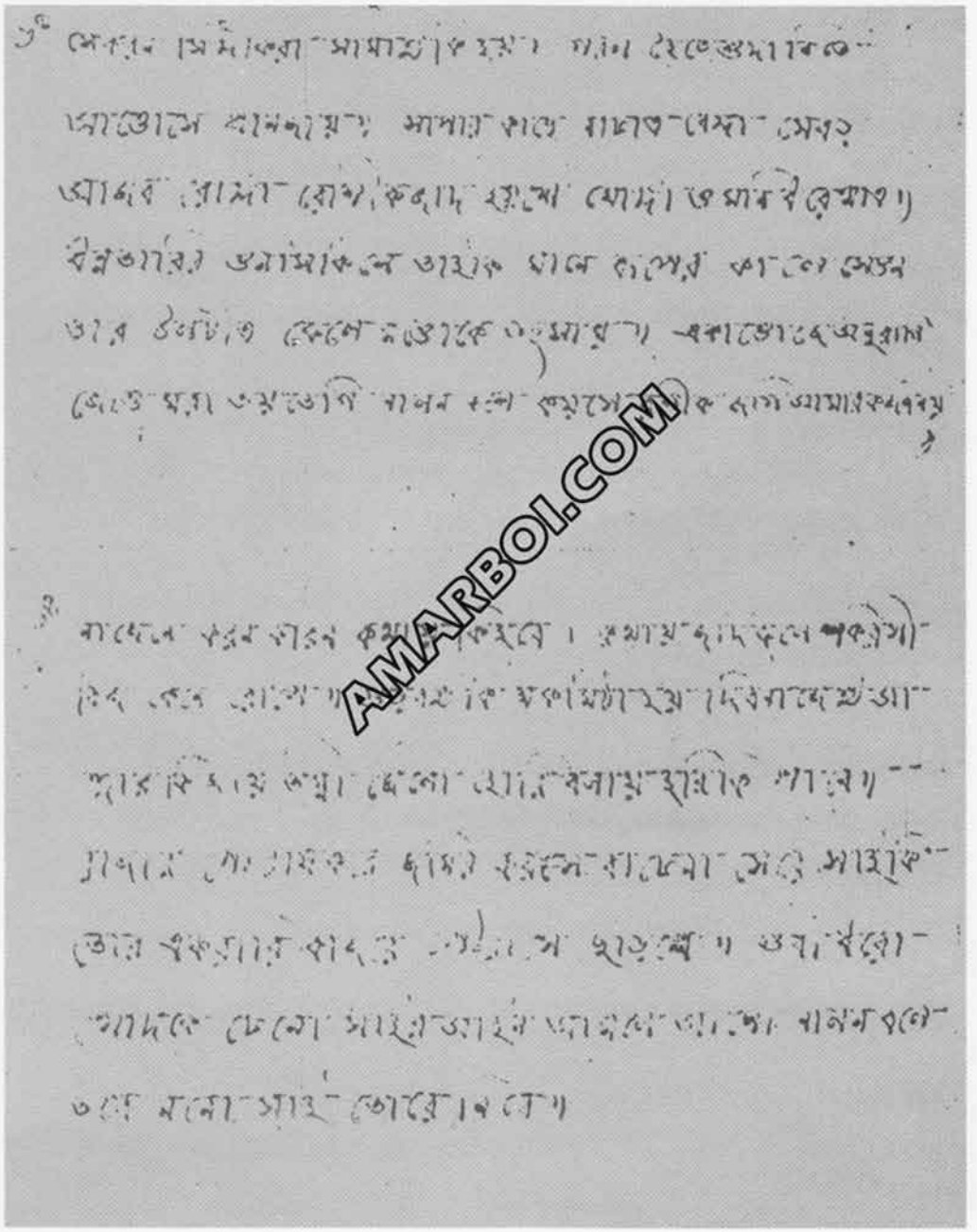

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

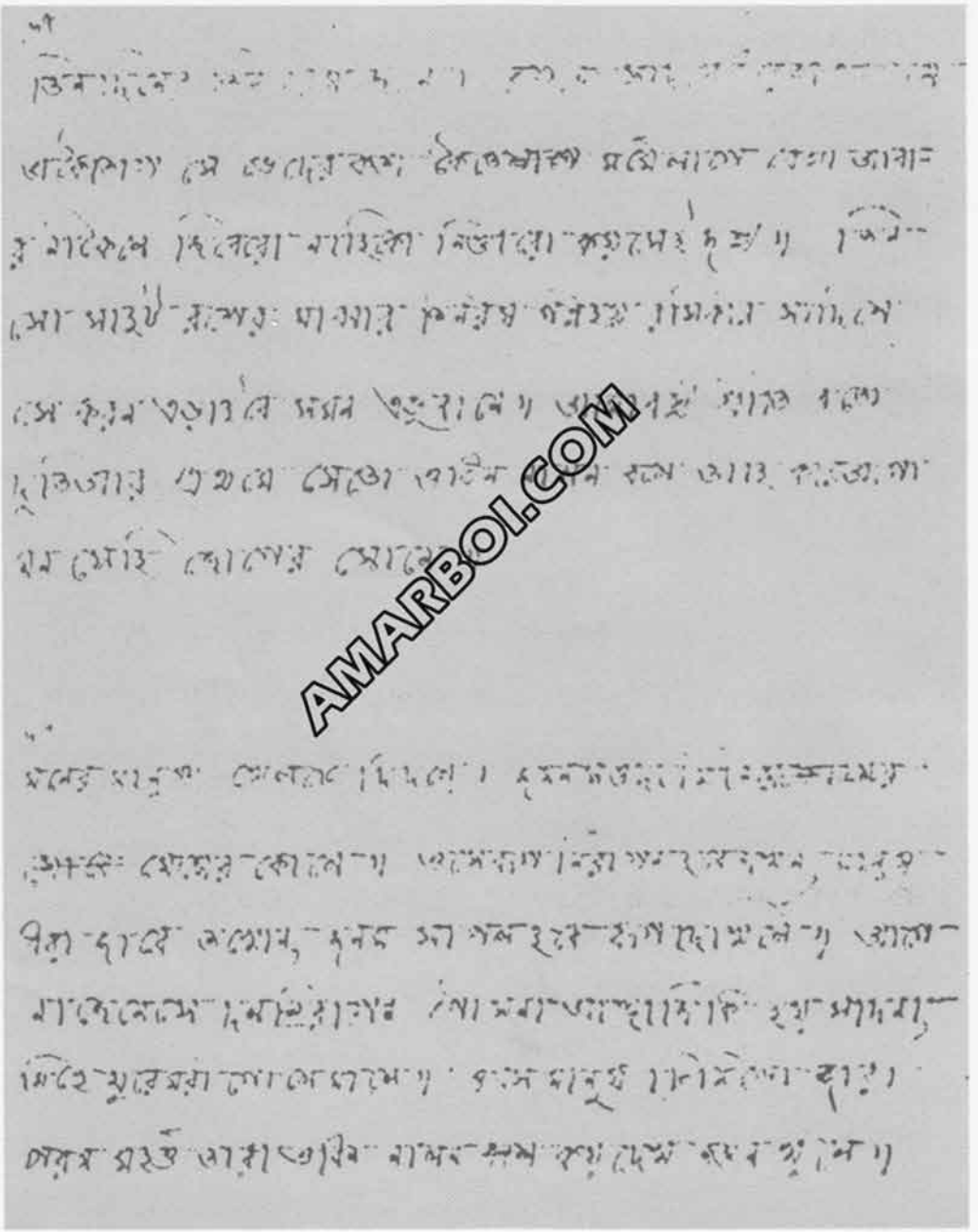

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

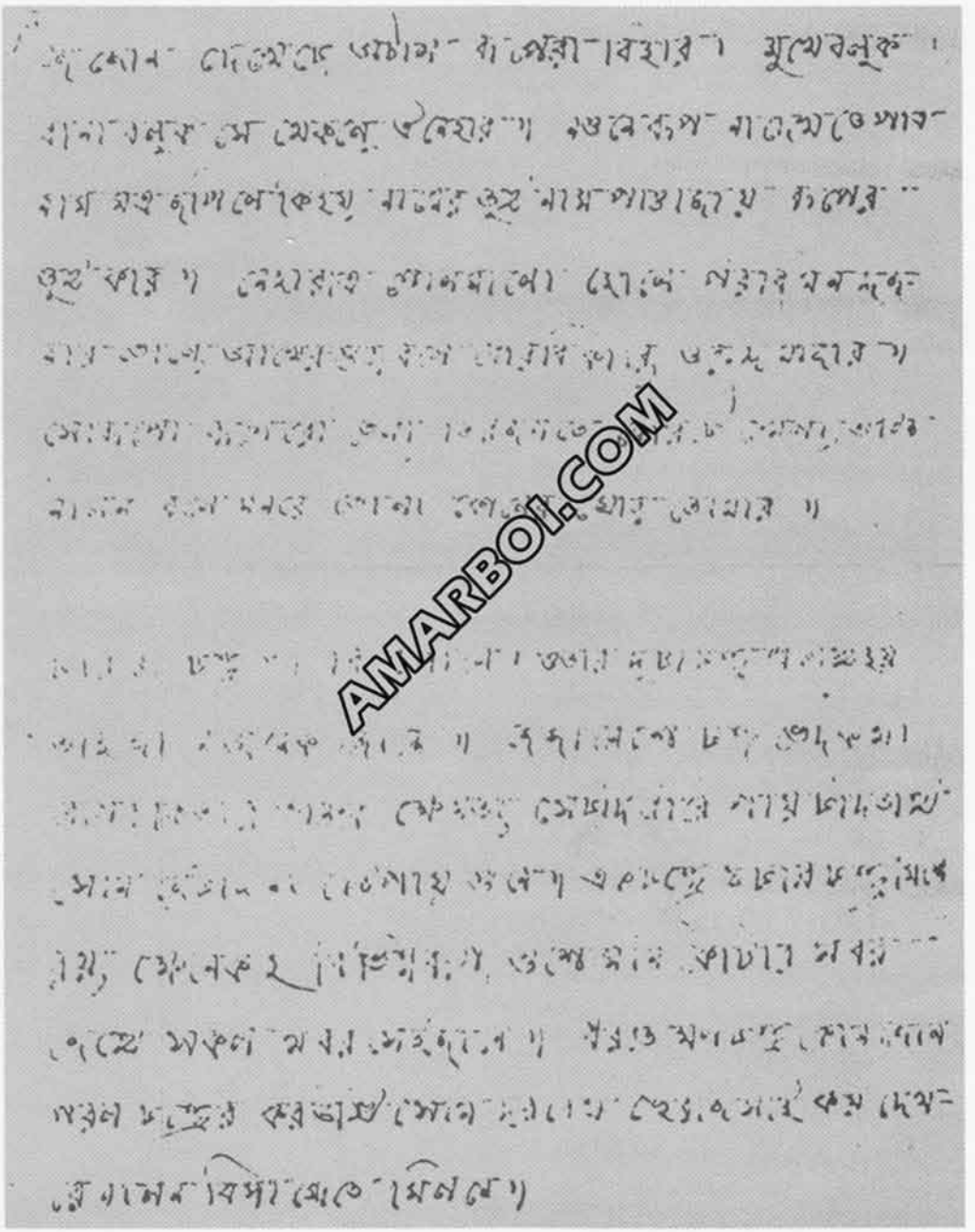

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

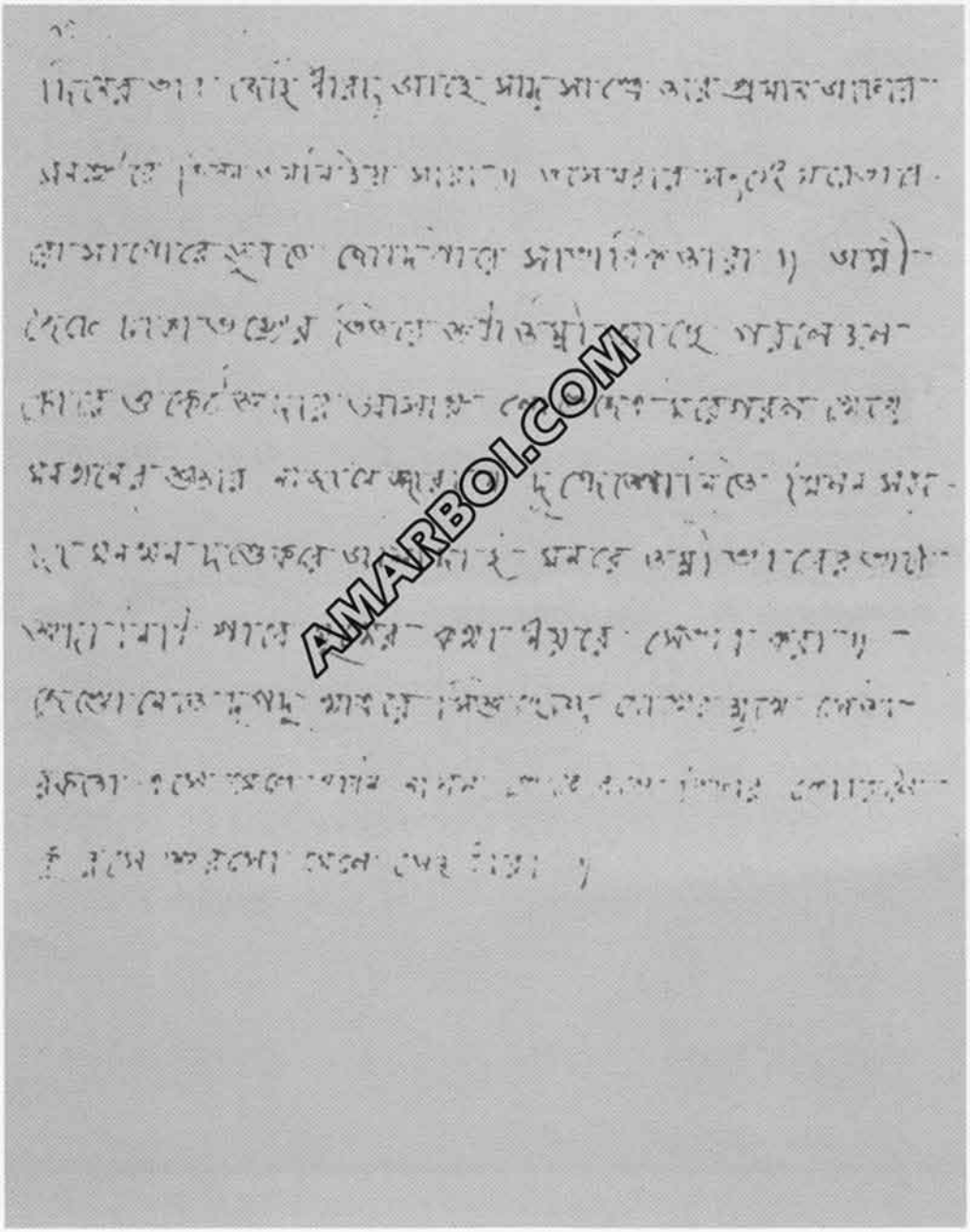

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

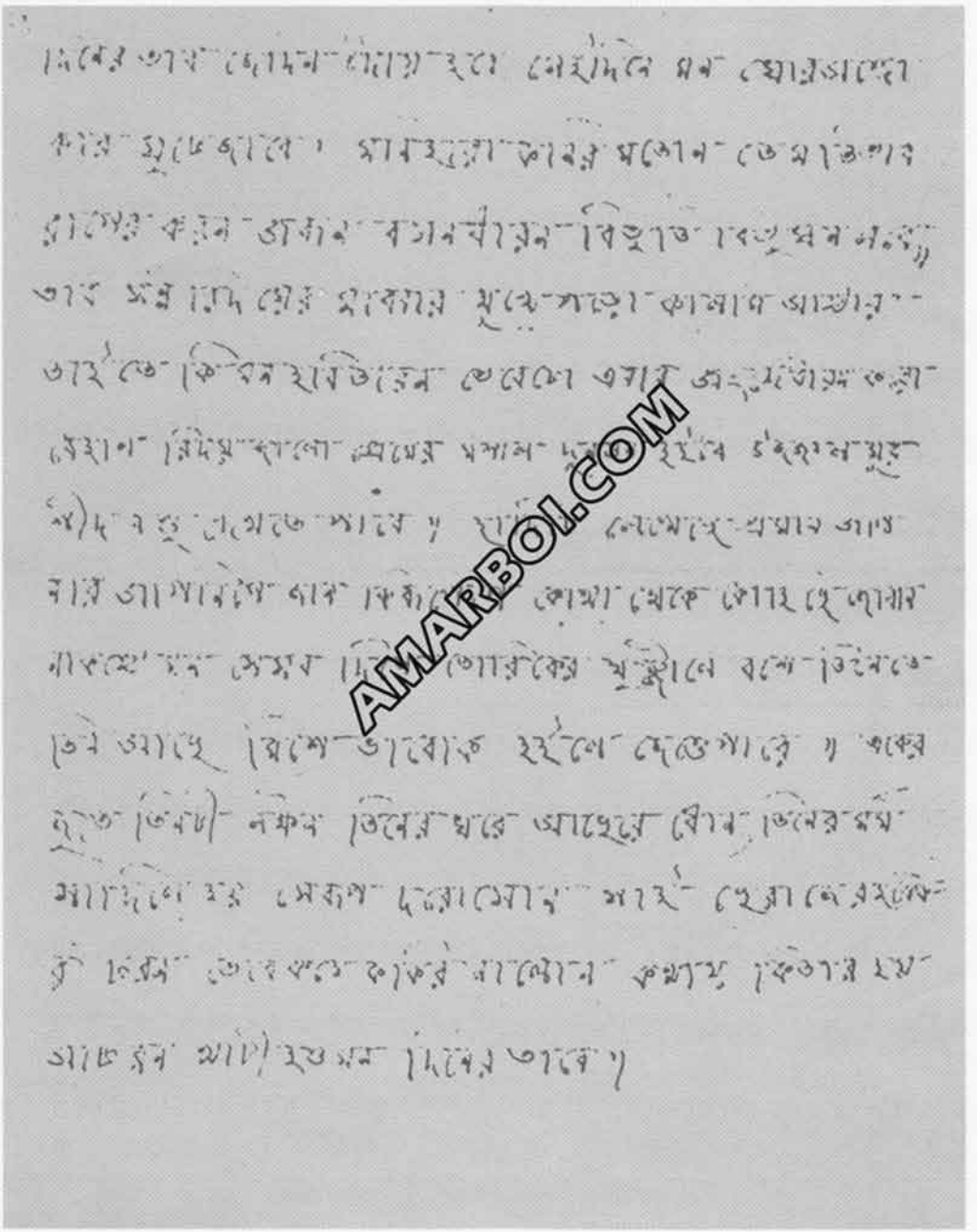

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

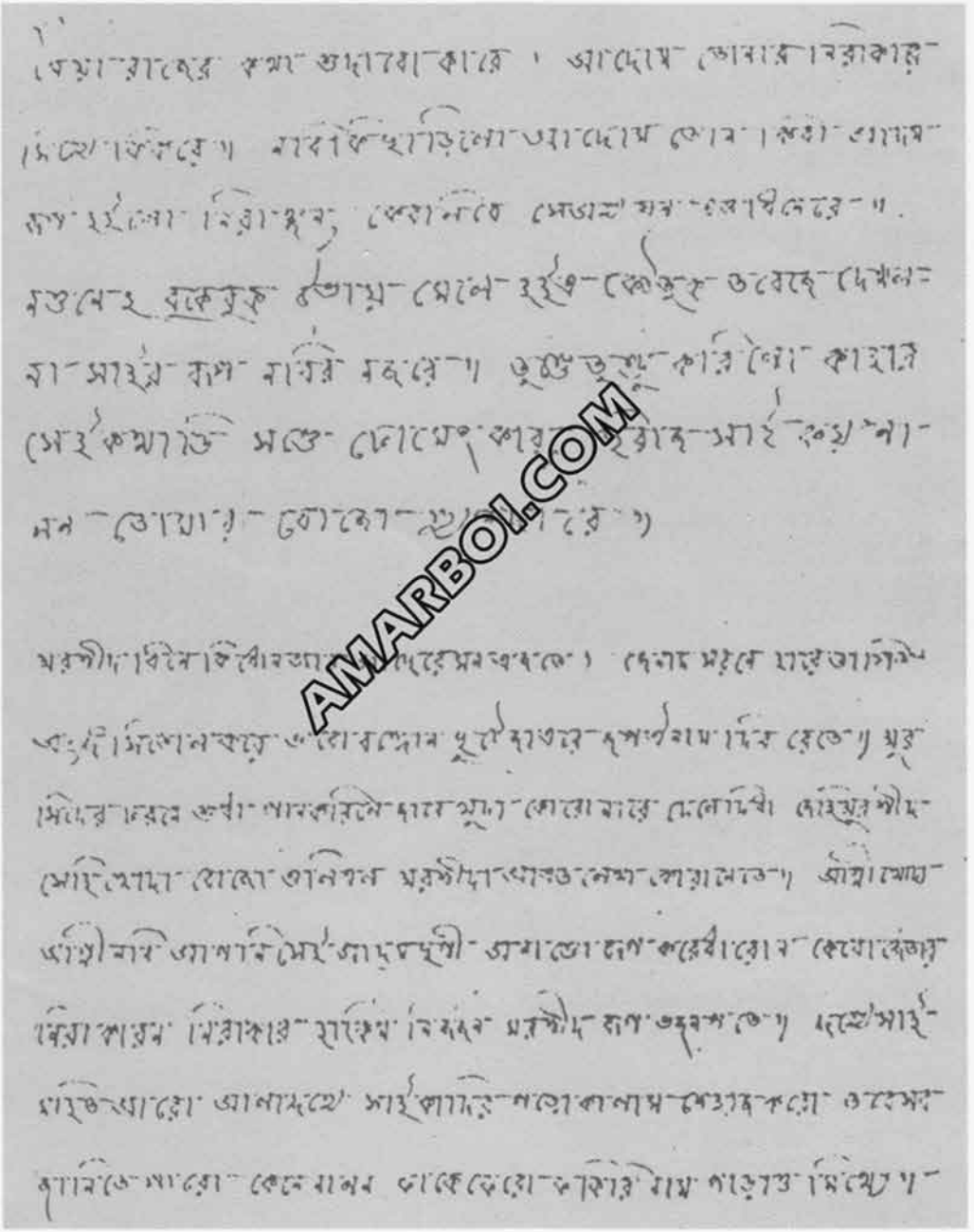

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

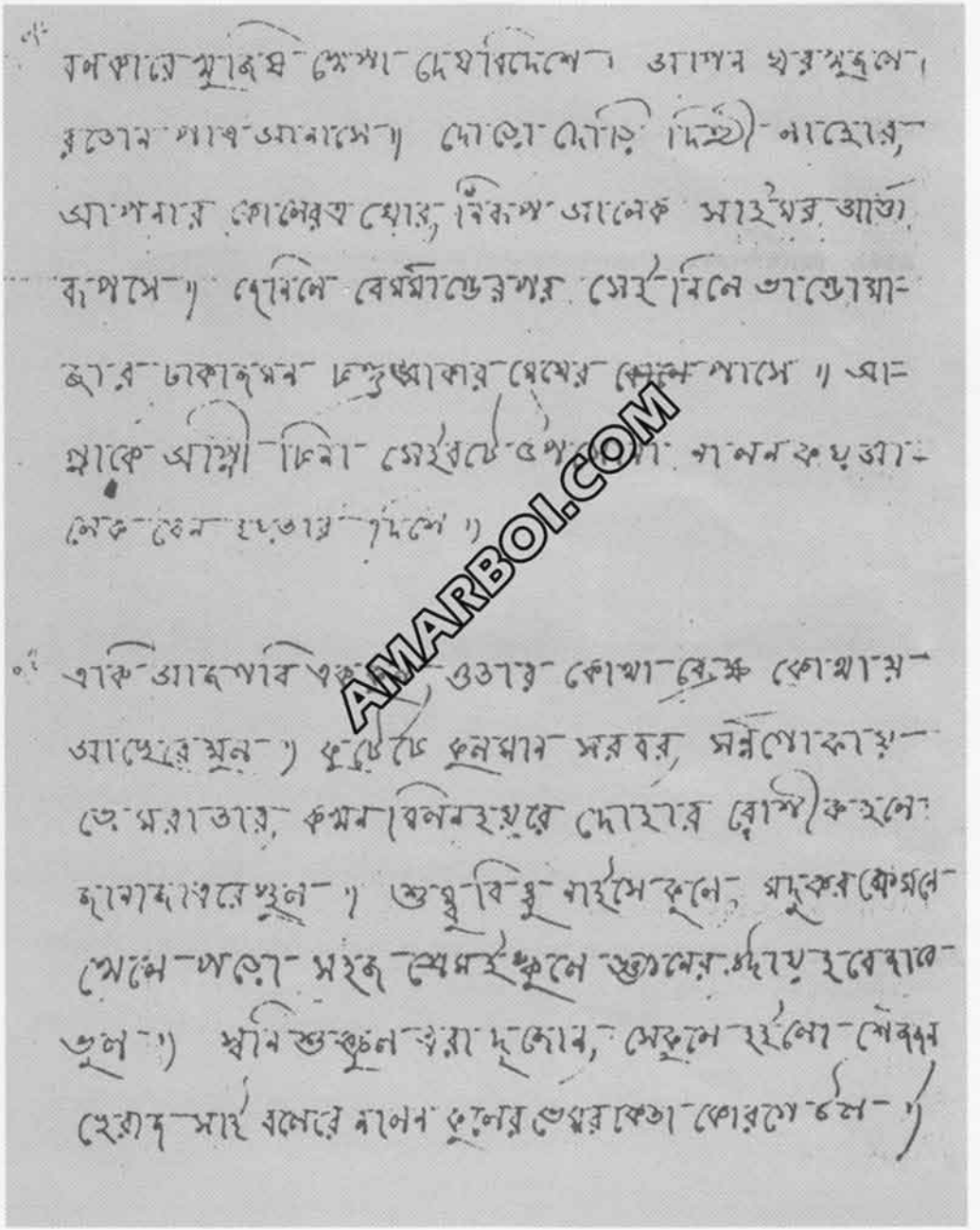

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

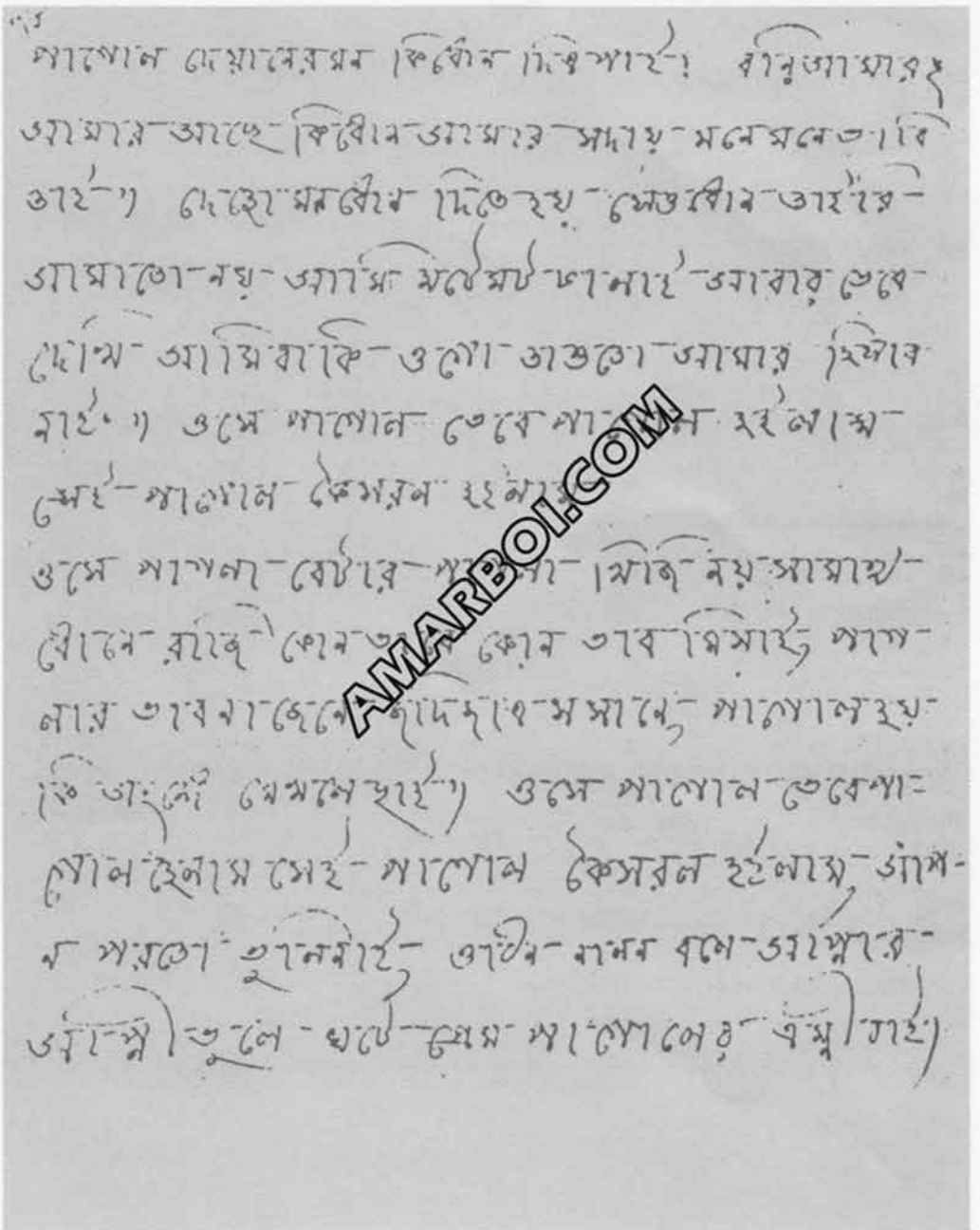

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

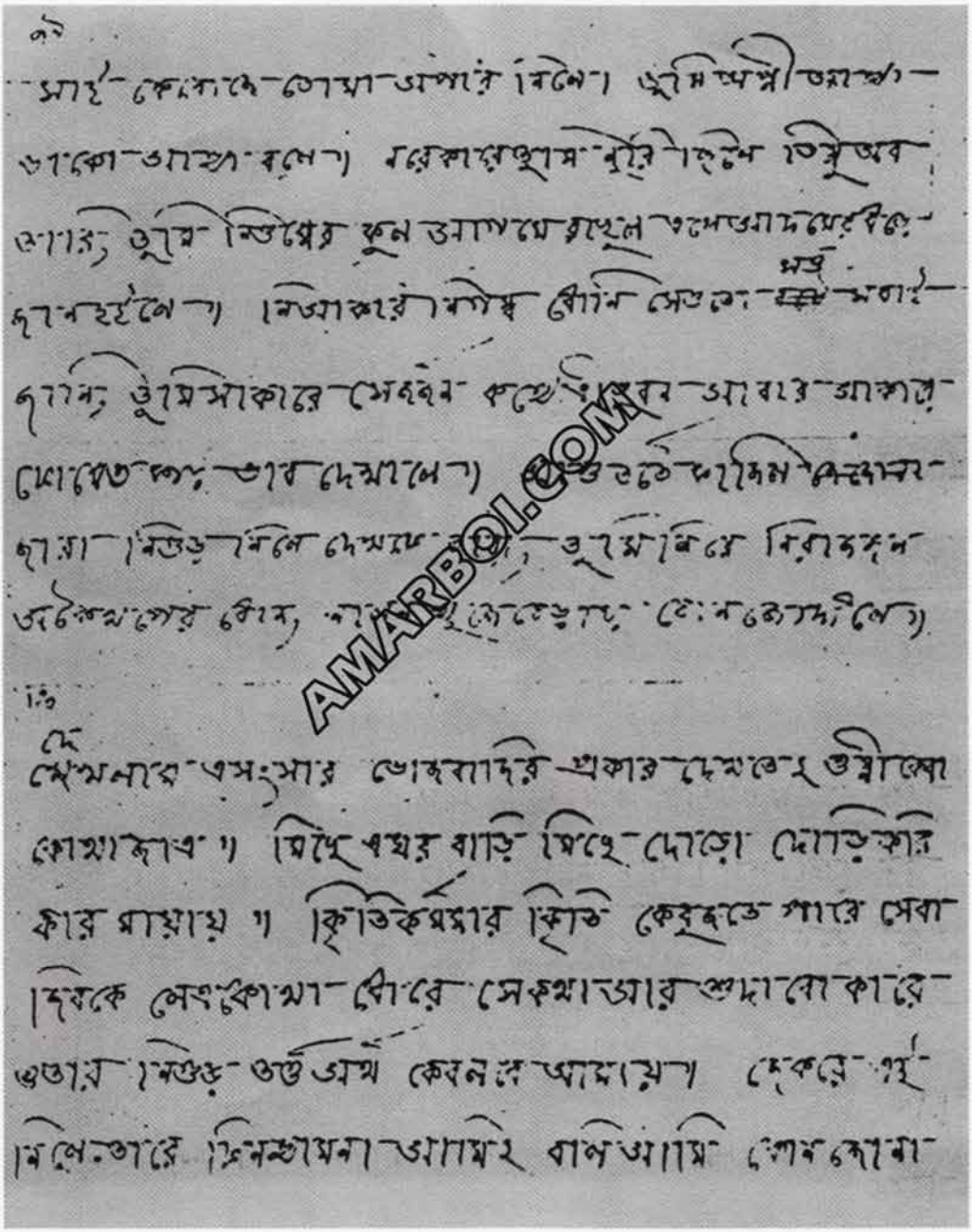

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

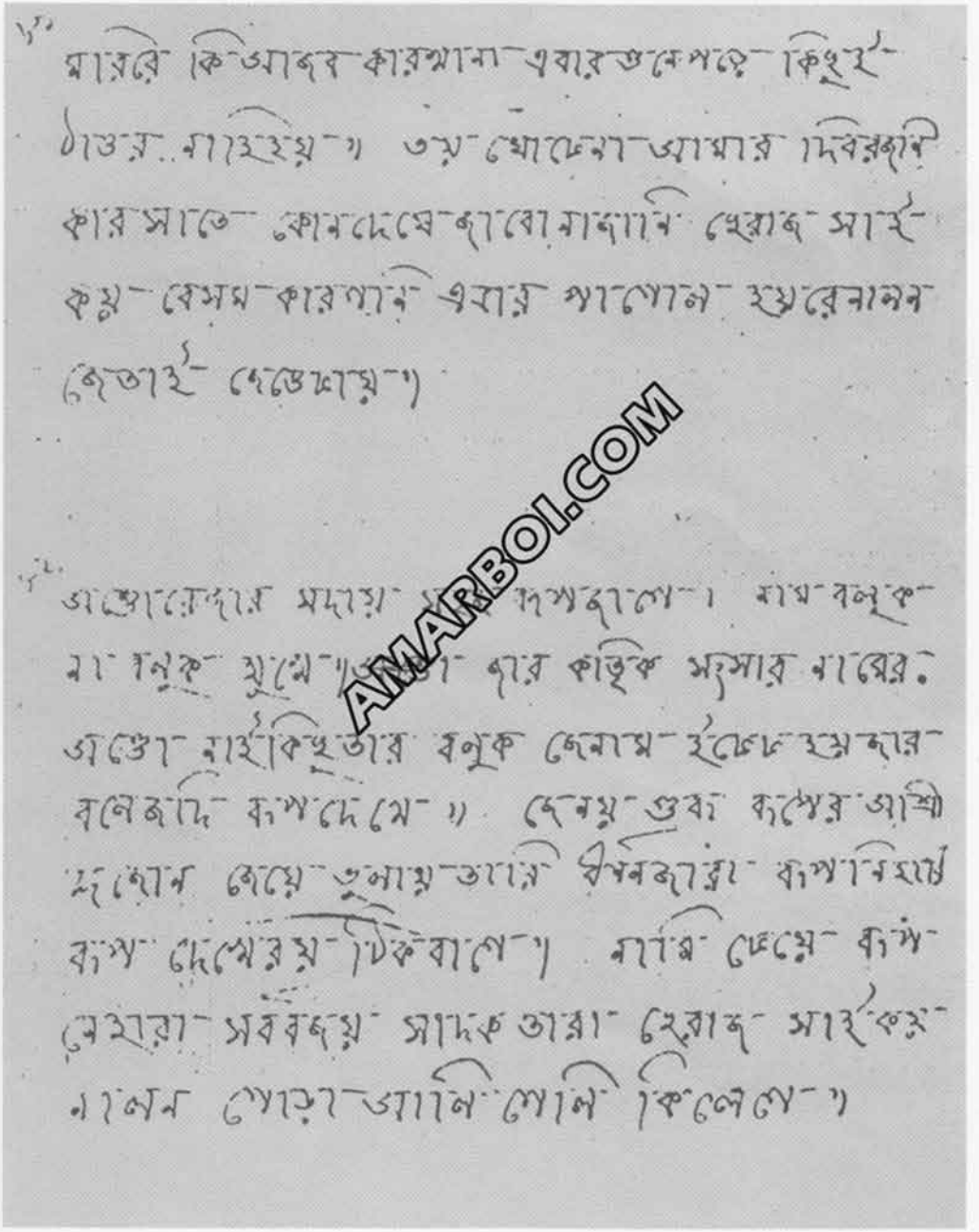

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

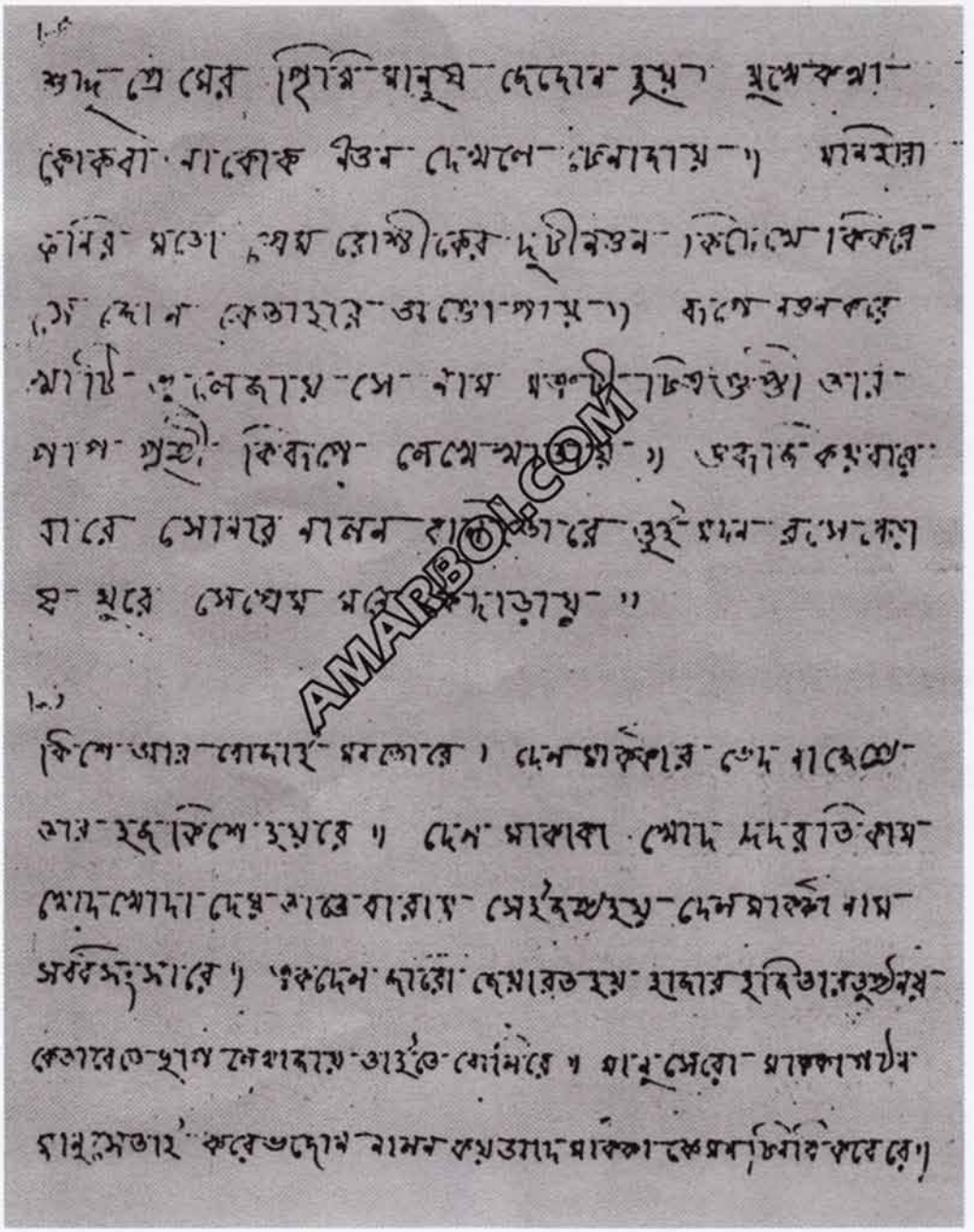

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

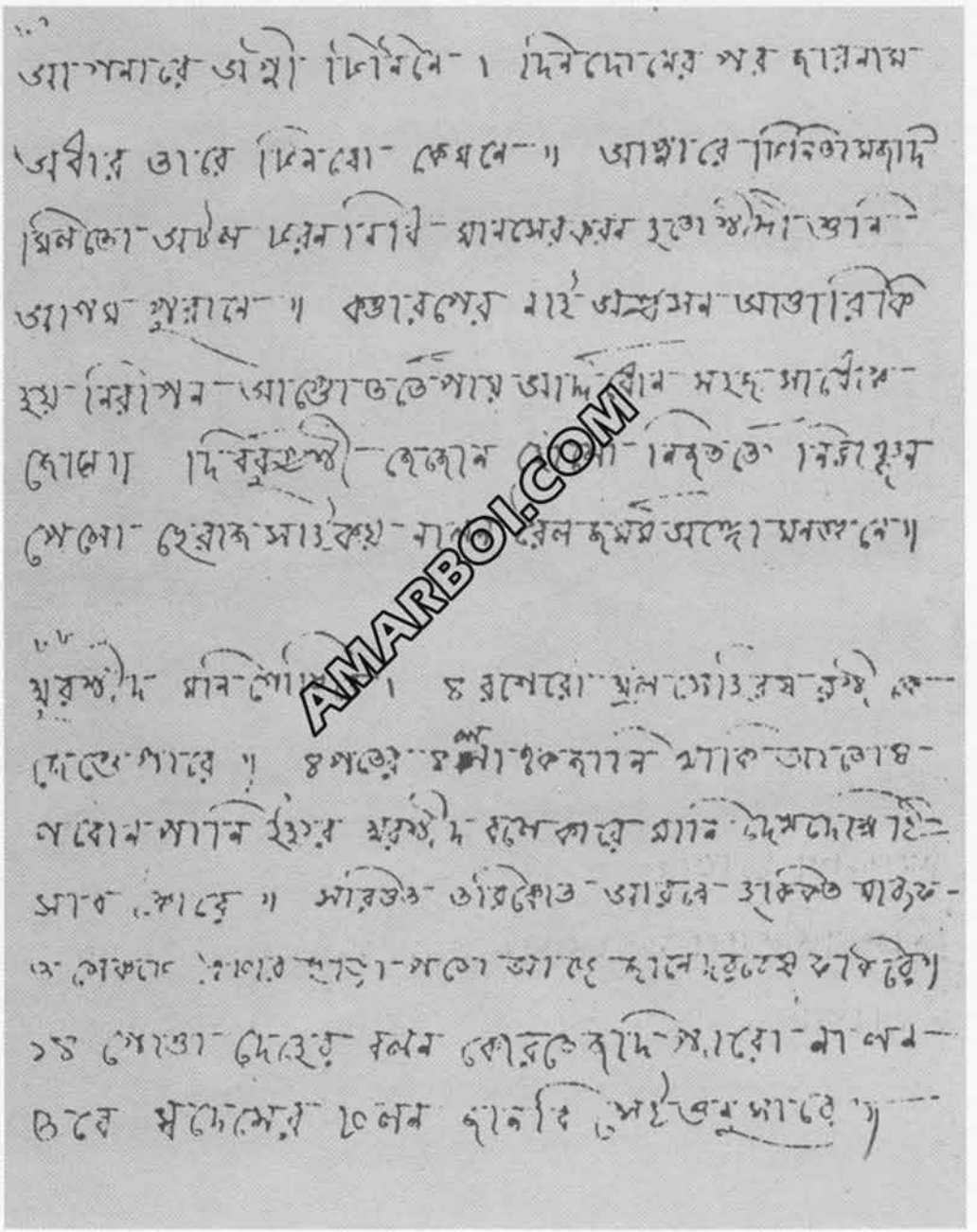

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

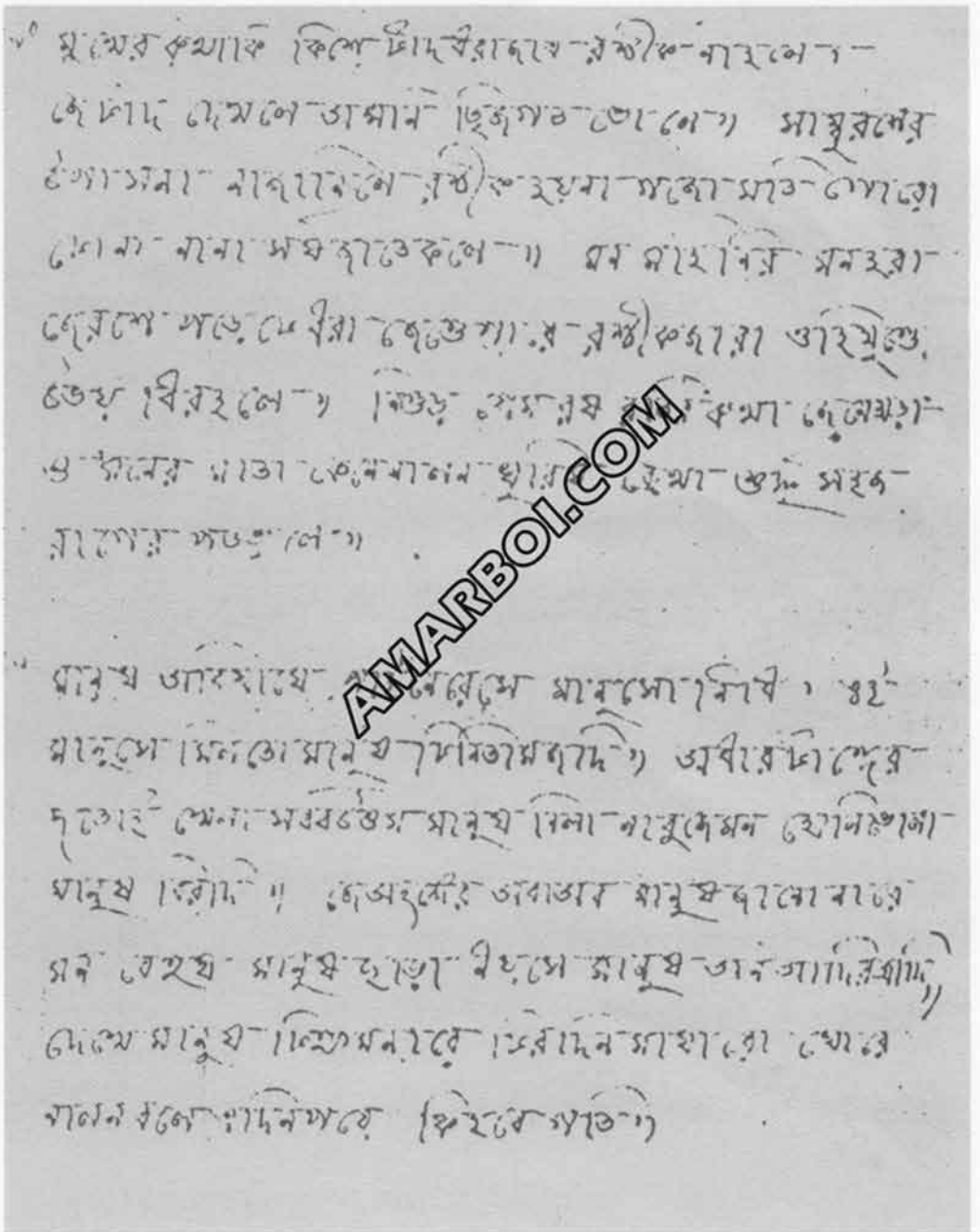

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

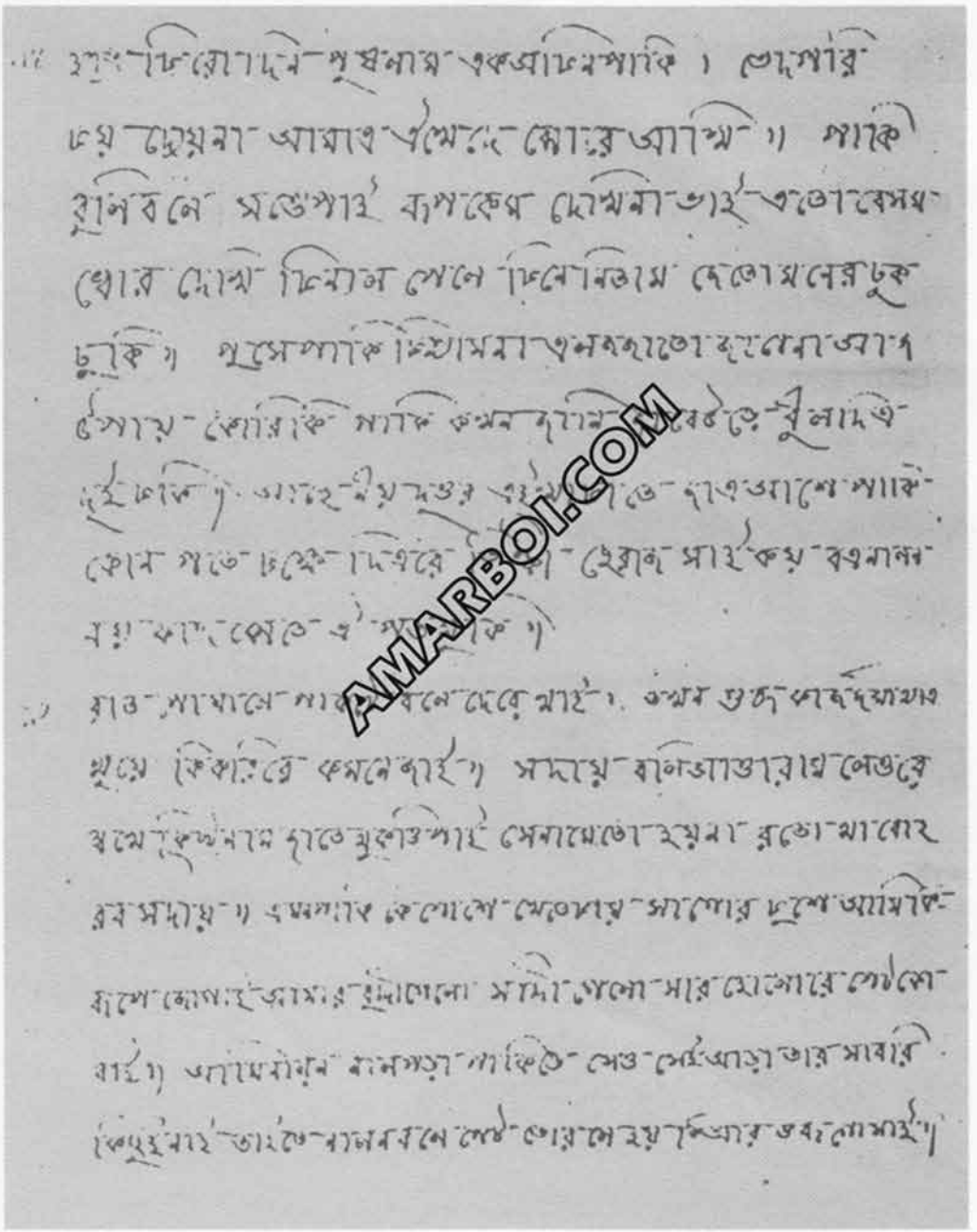

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

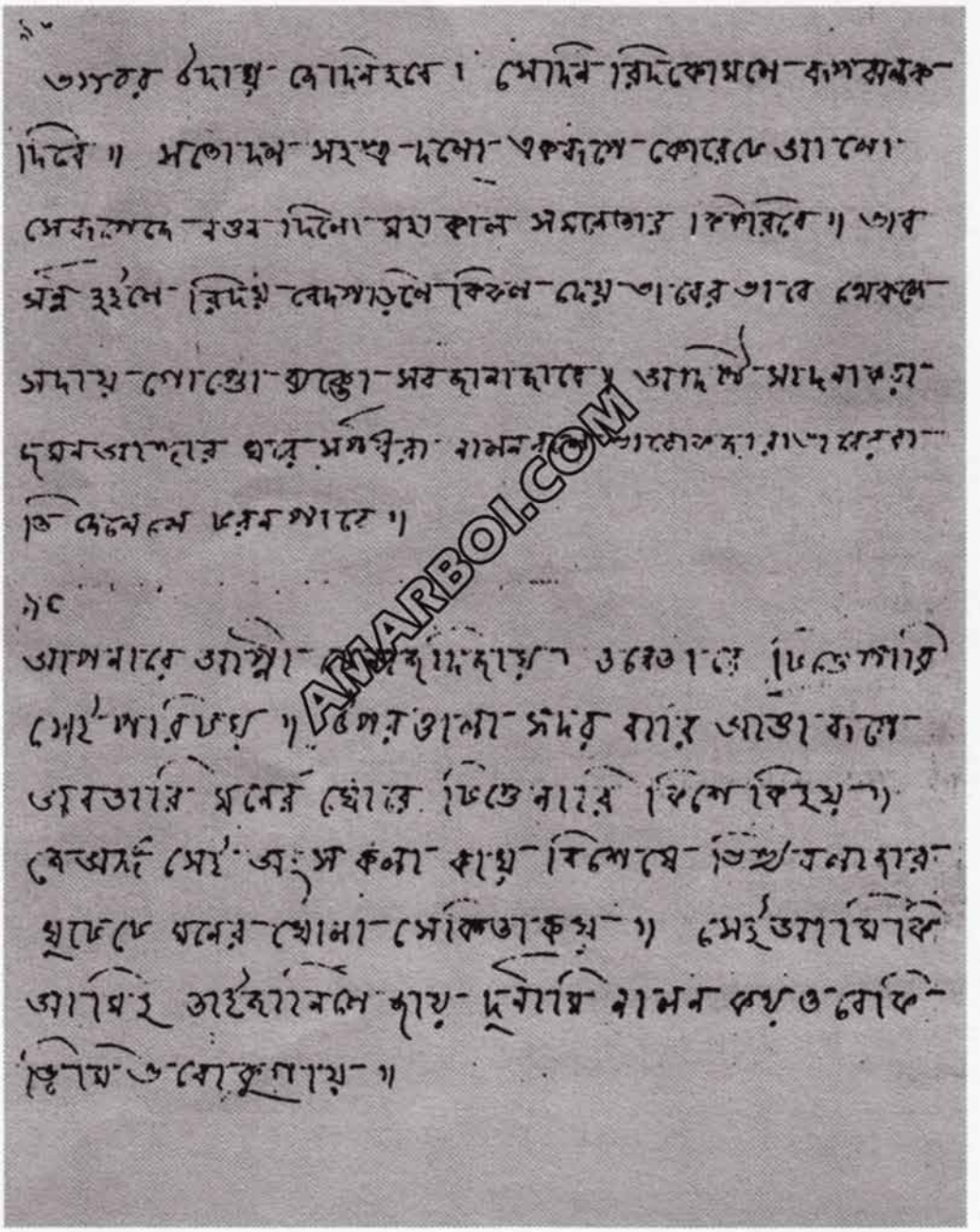

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

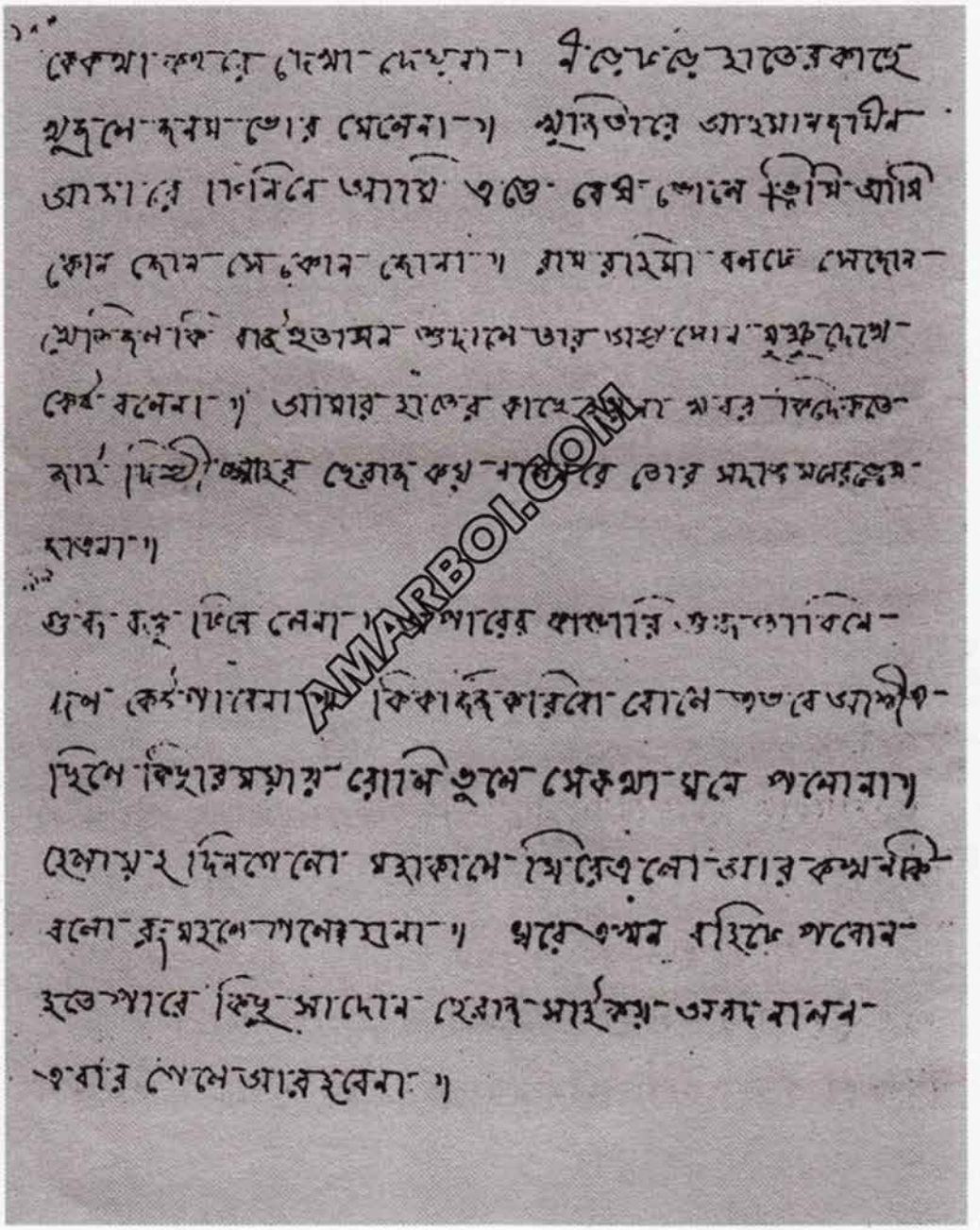

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

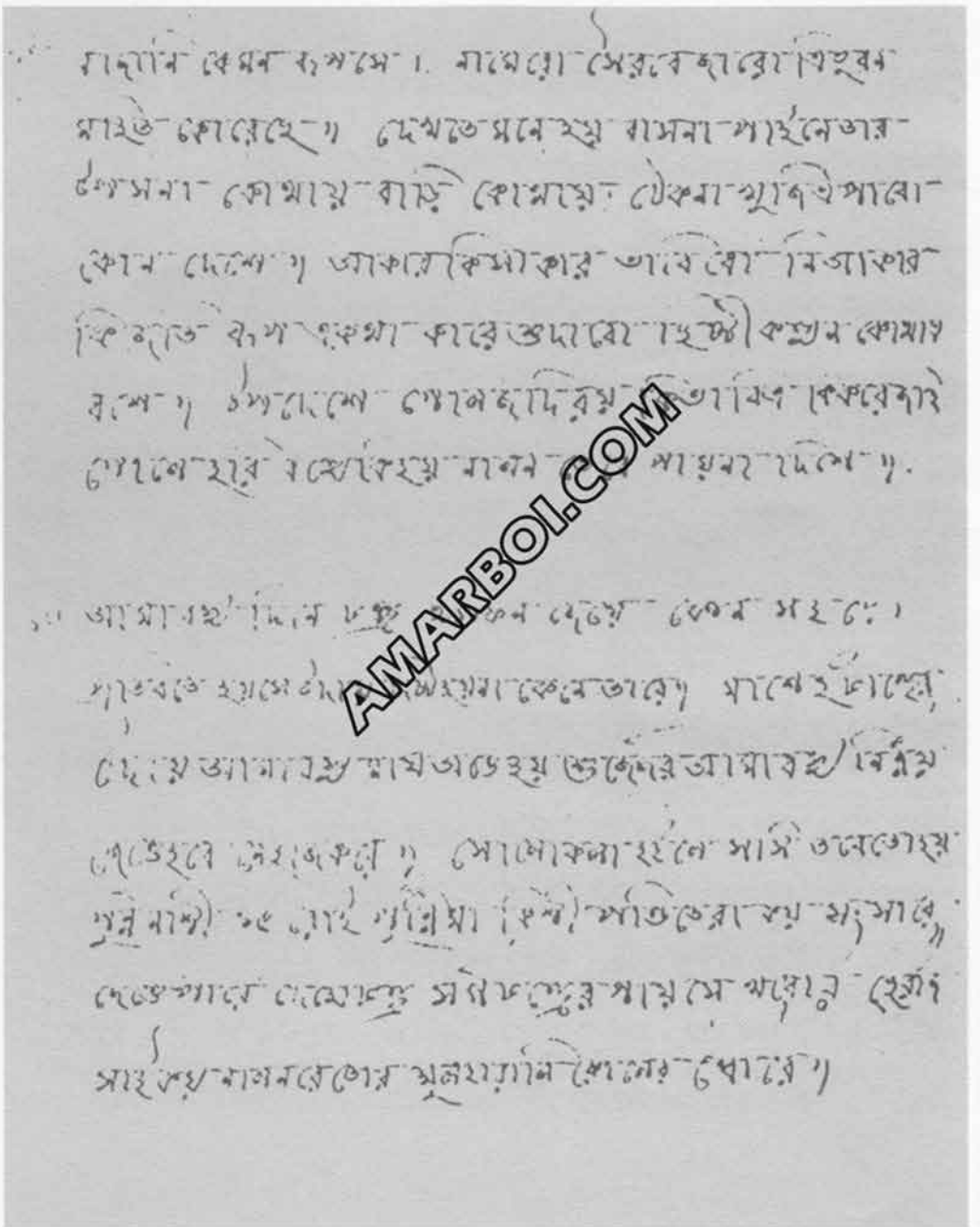

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

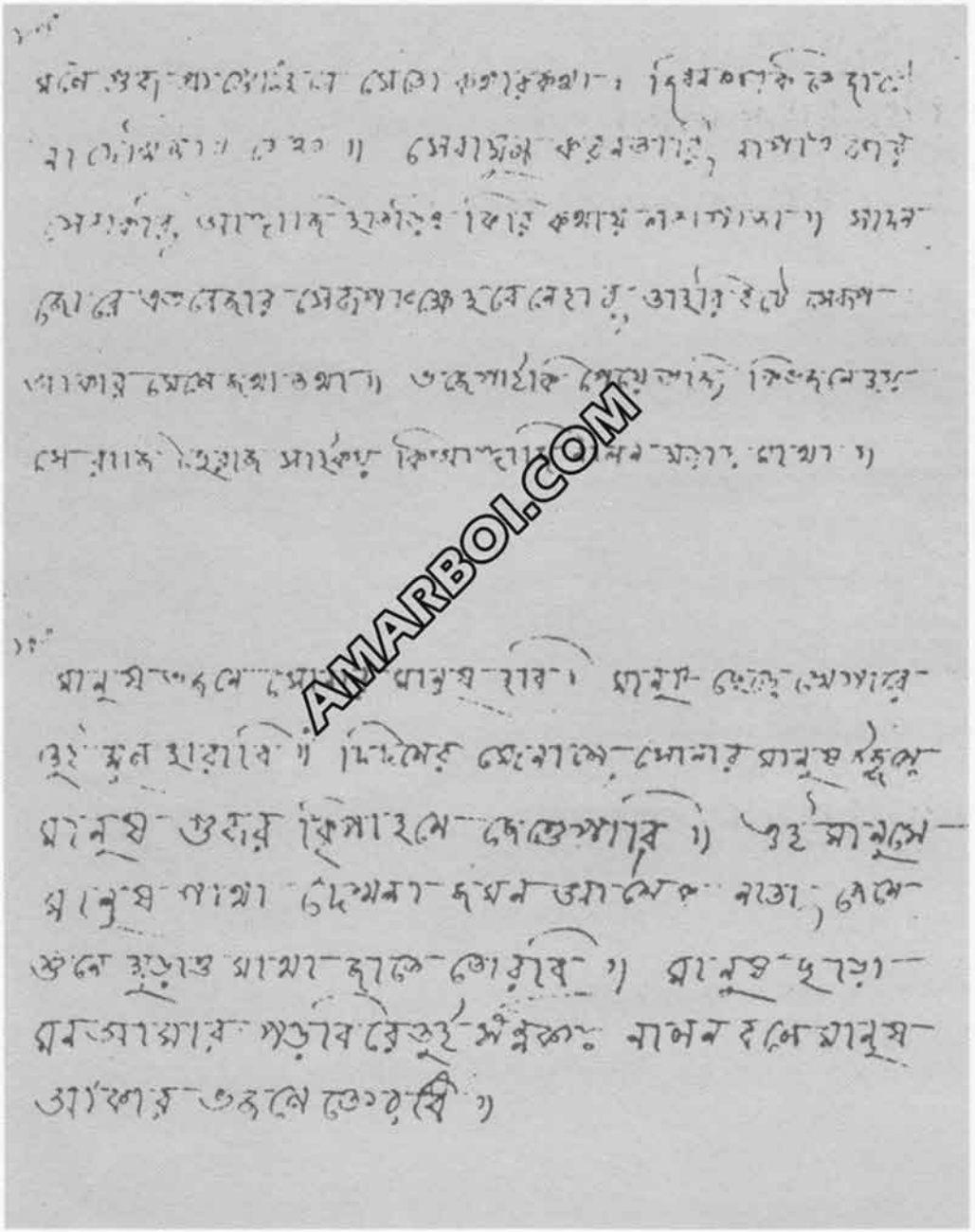

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

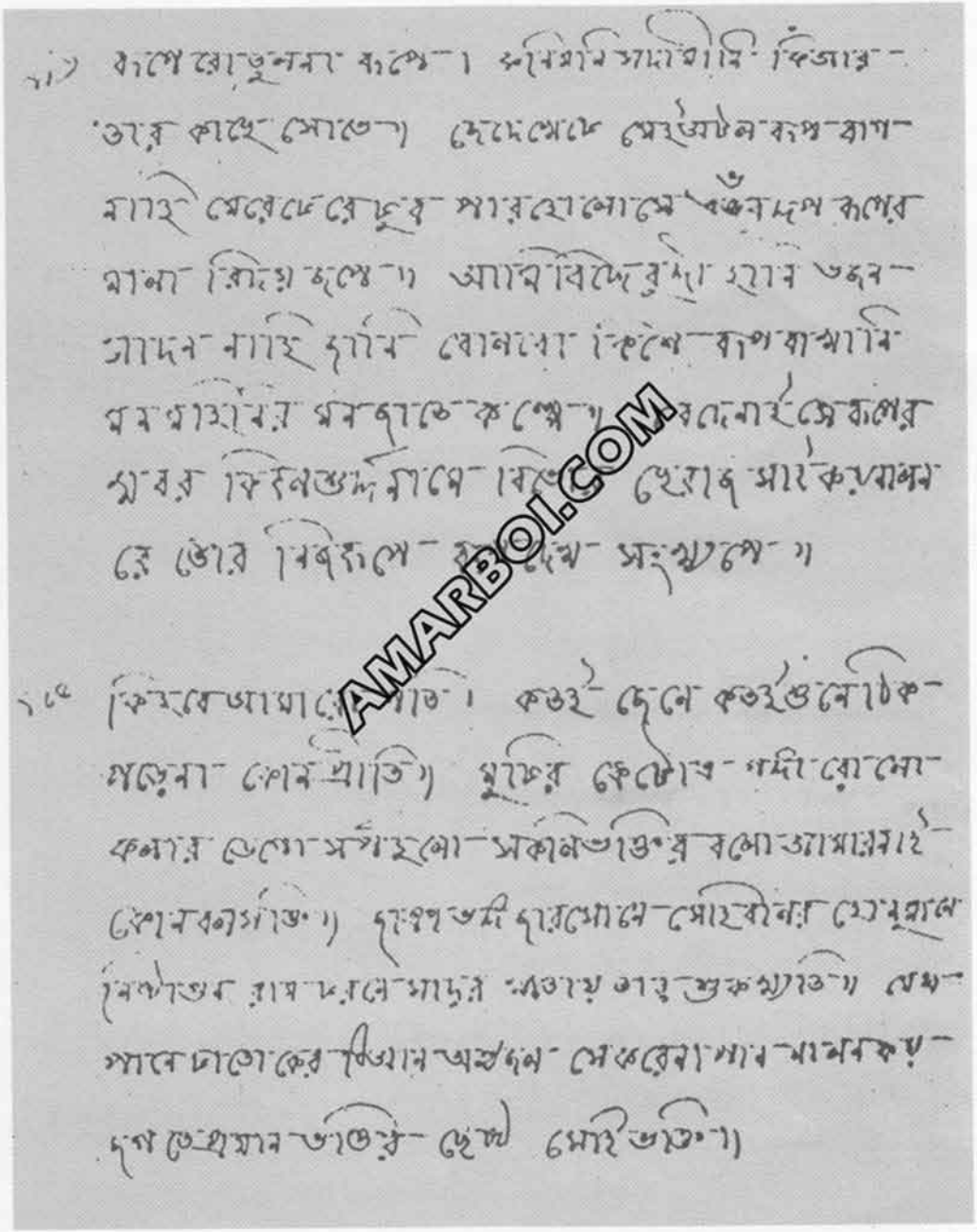

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

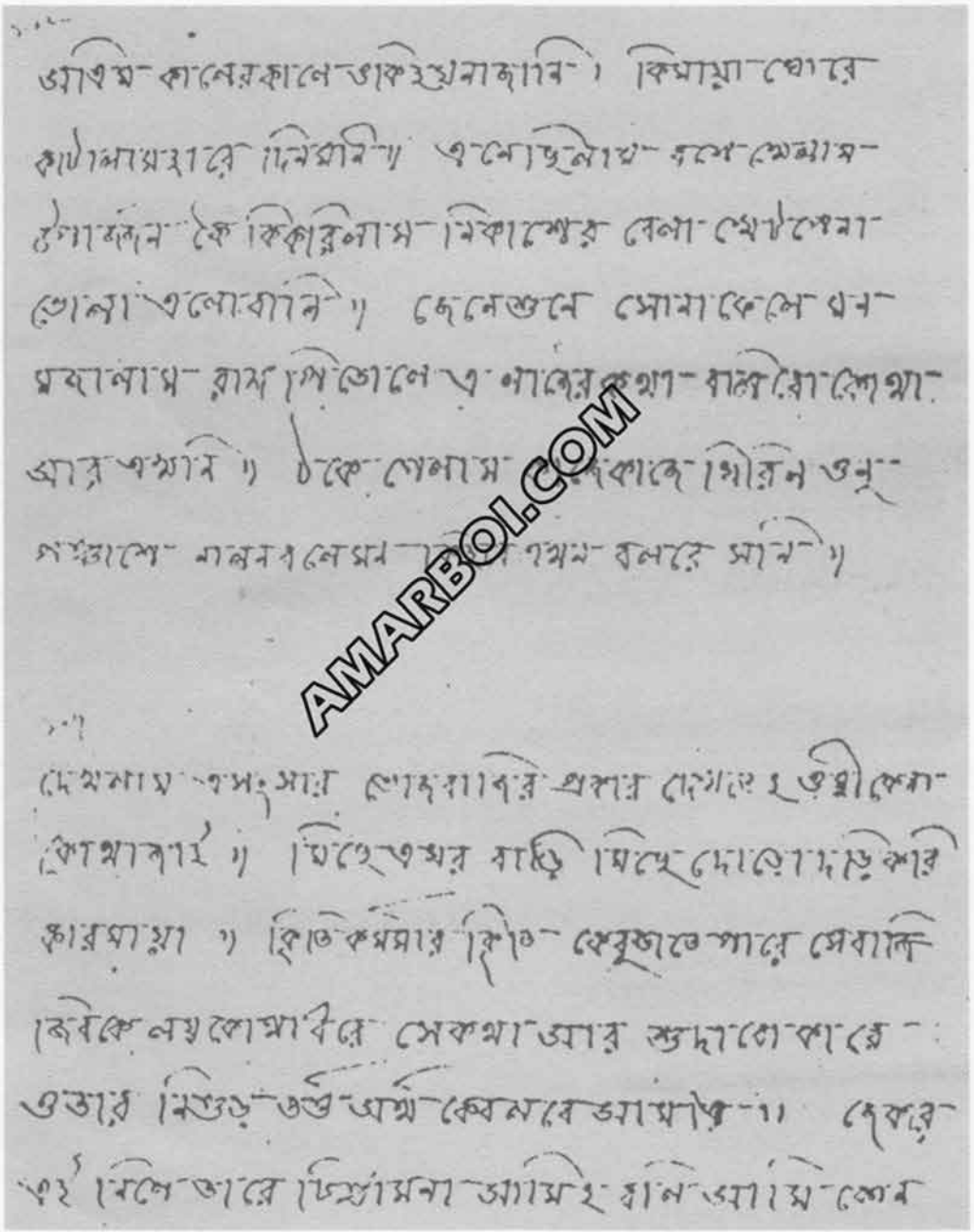

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

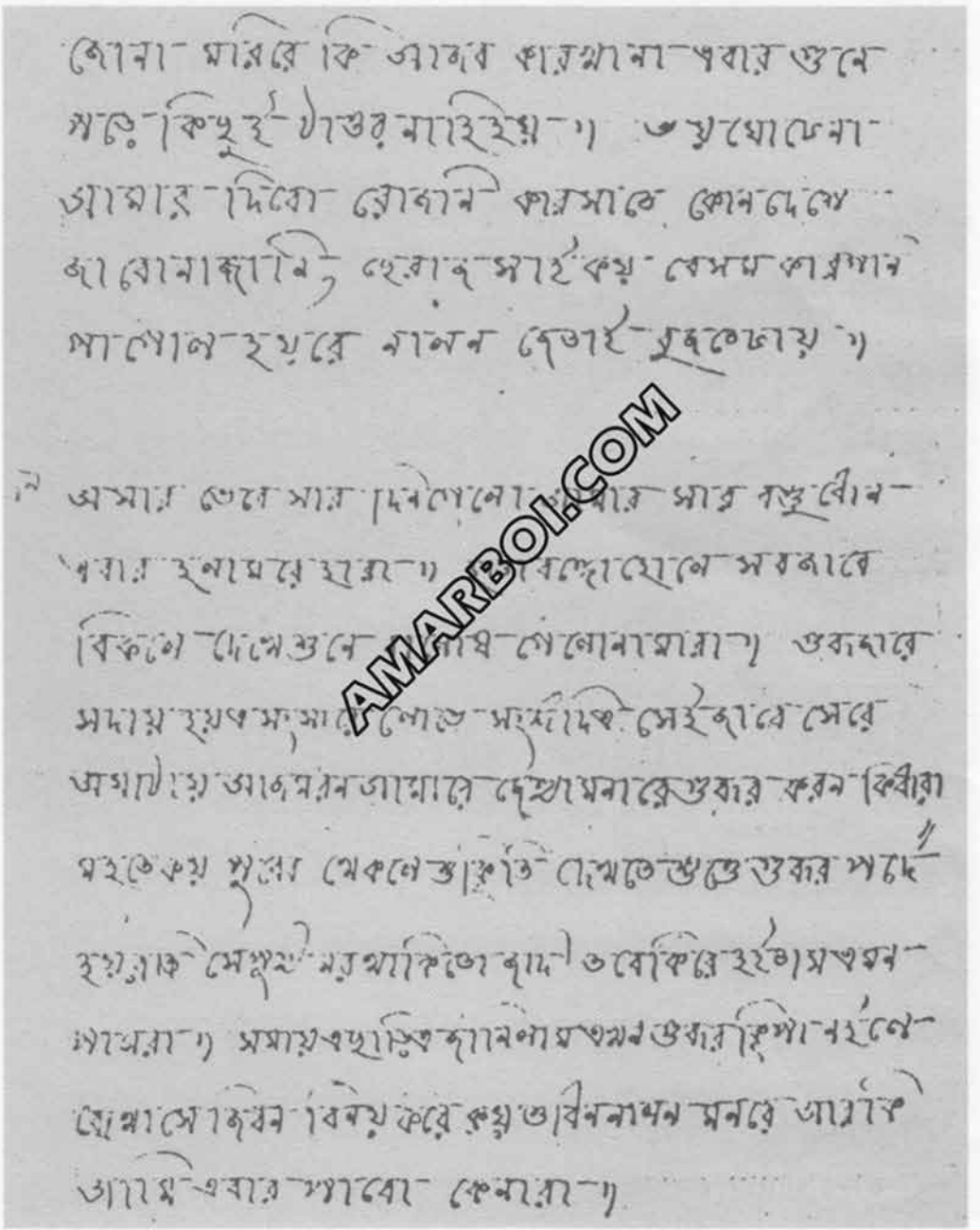

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

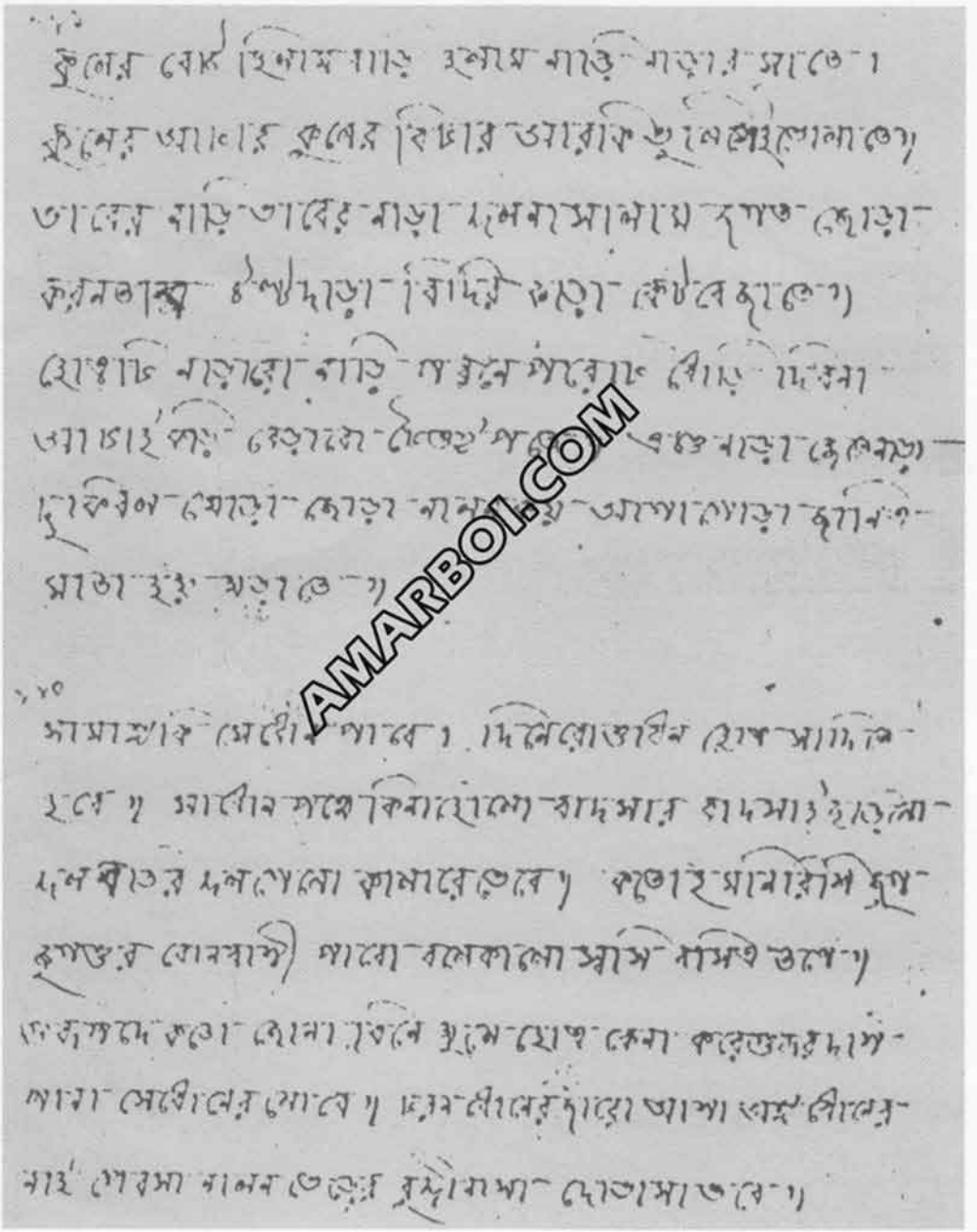

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

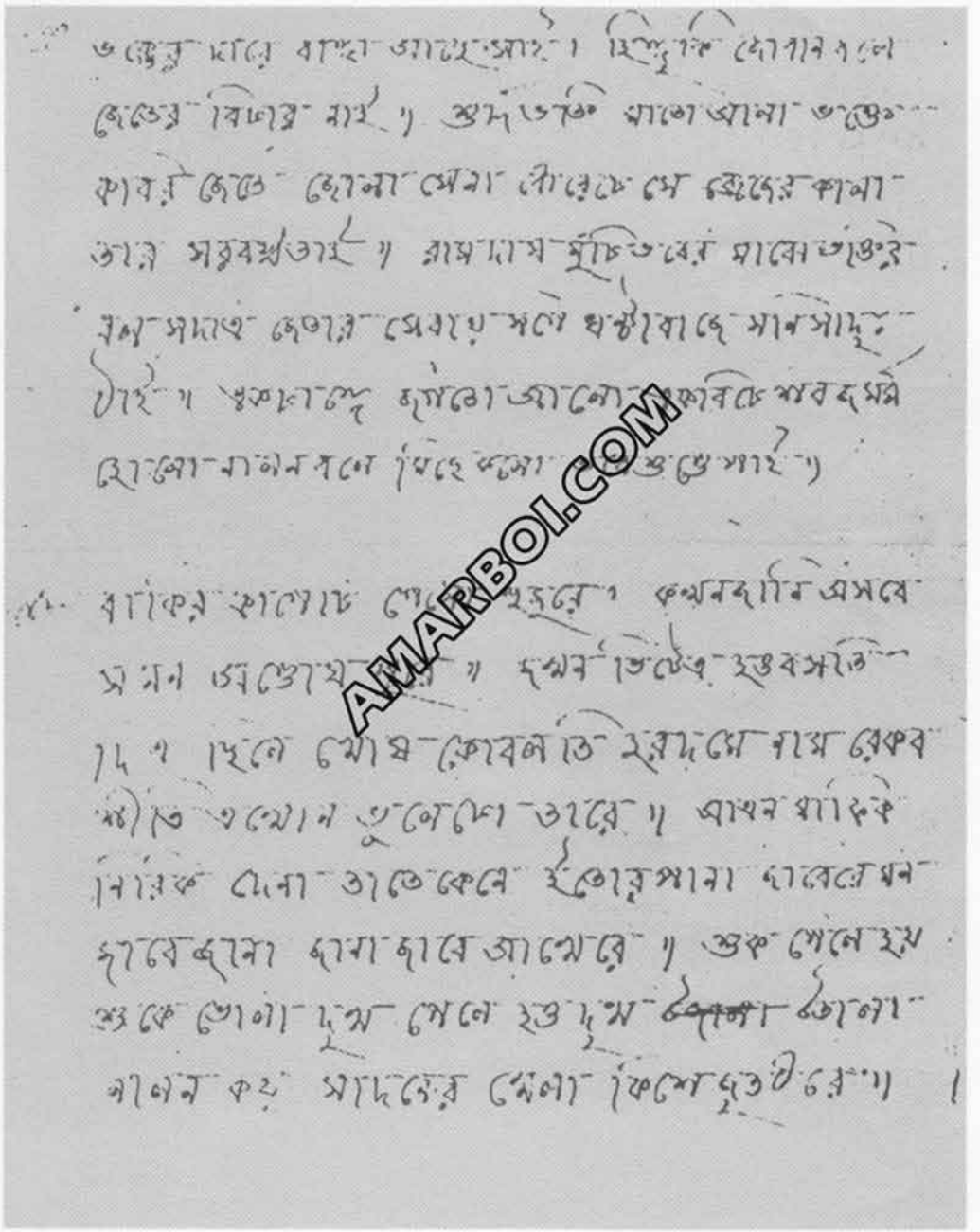

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

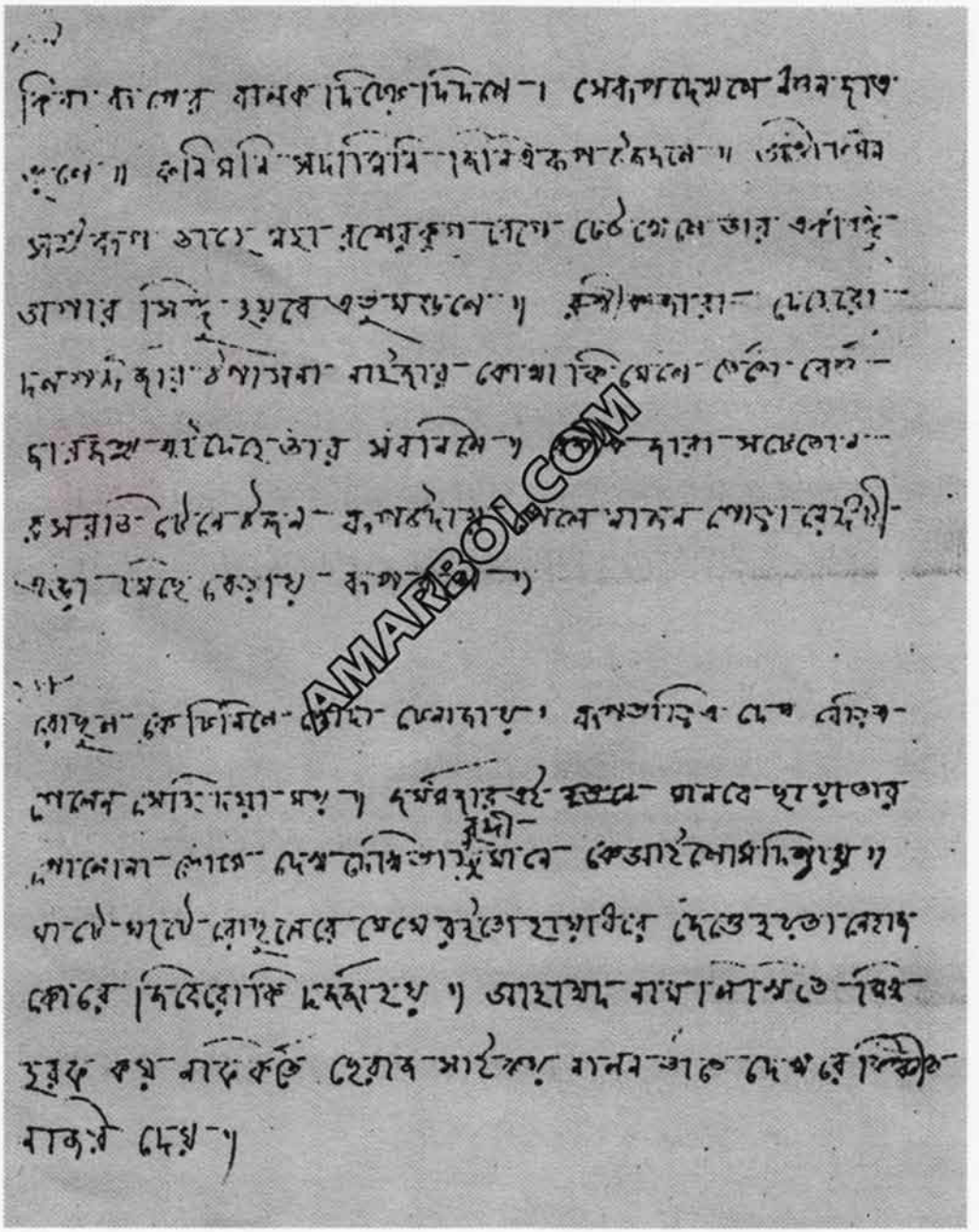

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

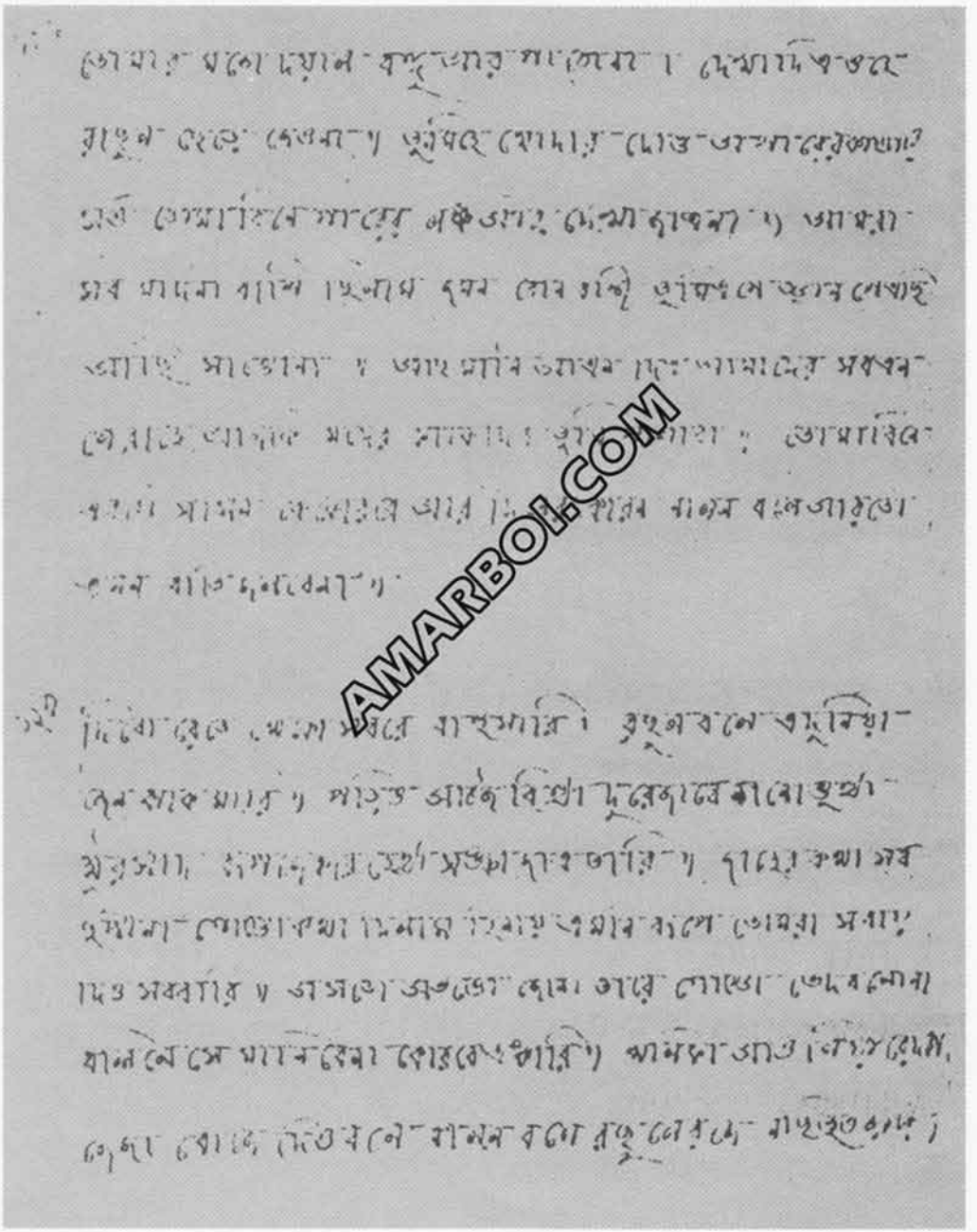

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

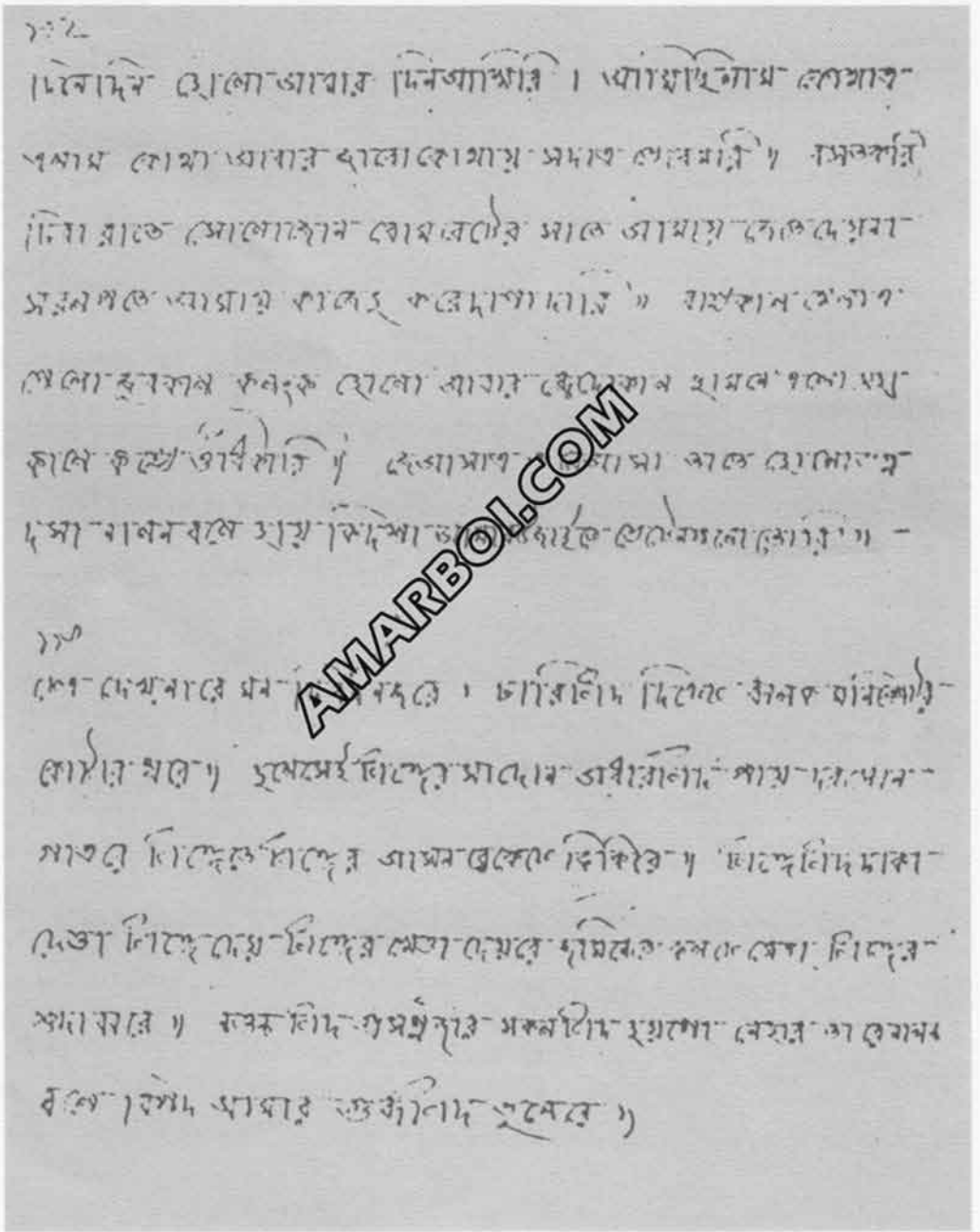

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

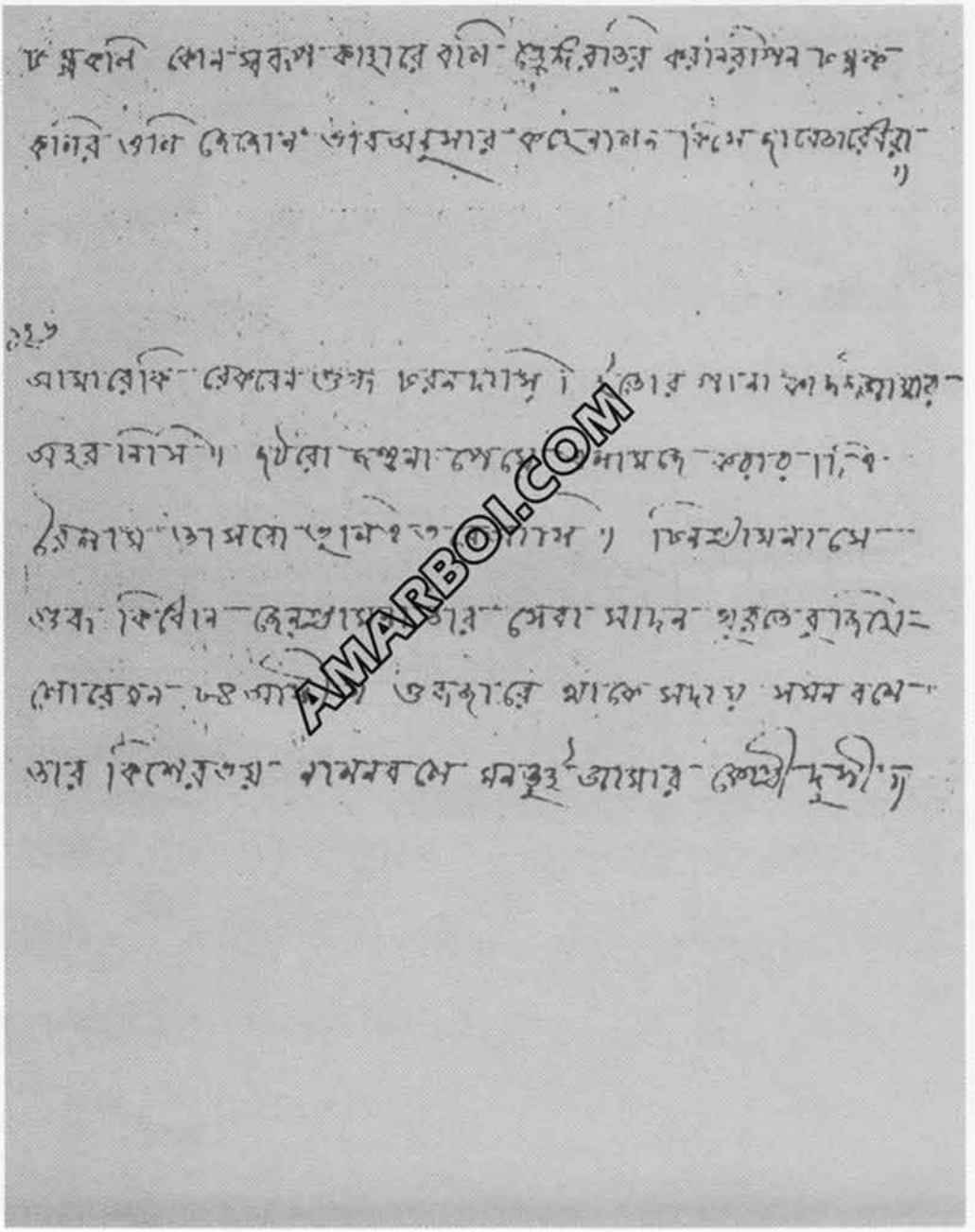

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতা : দুই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

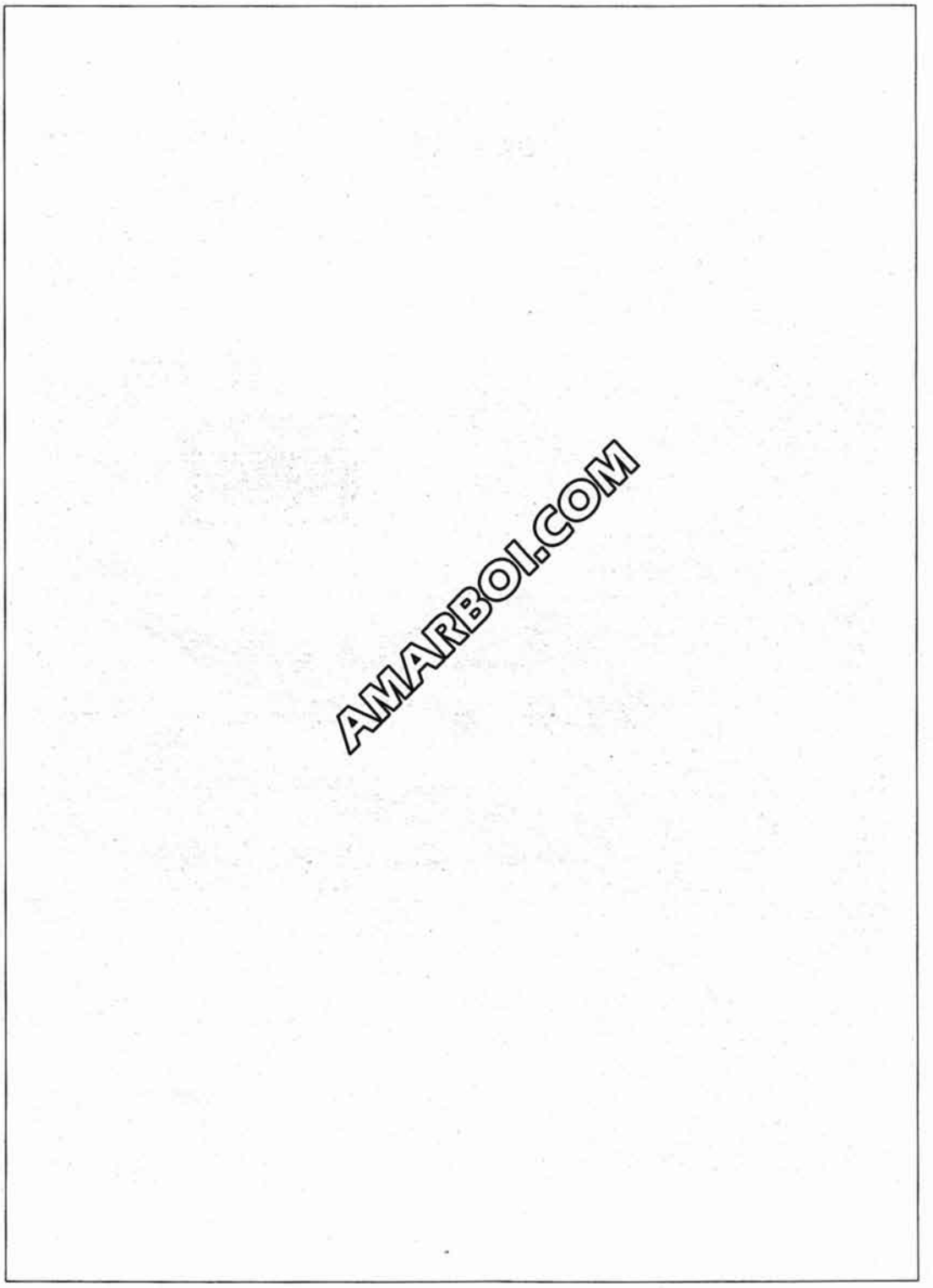

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

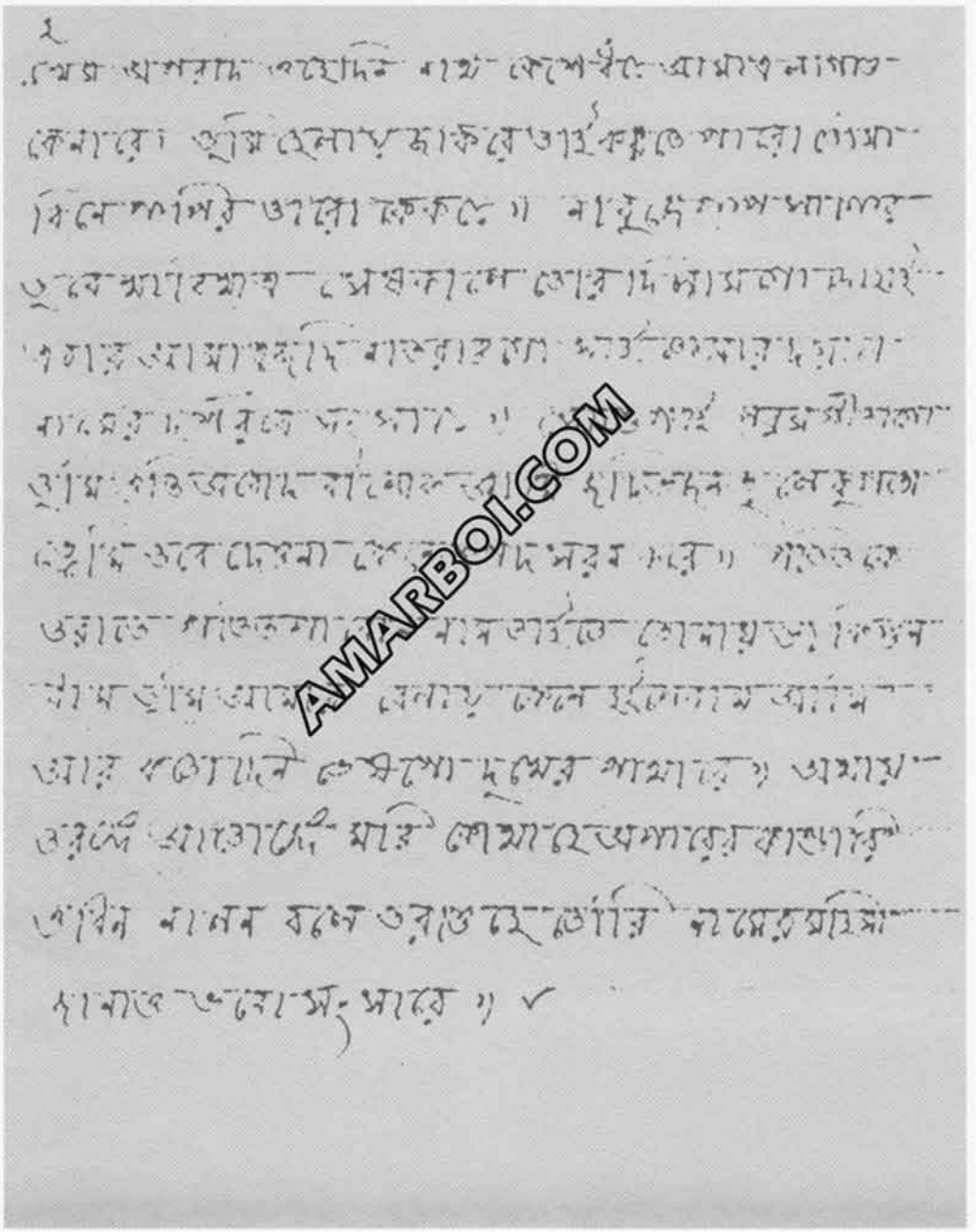

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

পার করো দয়াল আমায় কেশেবারে। দোহাই তোমার
আমি মোর সাগোরে।। মন তোমা হয় কোন গোর
তার শেষ ফকা ডোবায় ডুরালি মাই মুখোবাম
তাই তোমারে।। ভবো নদীতে আমি ডুবে মোলাম
যাতনা পাই অপারের কাণ্ডার তুমি নেও কেনারে।।
আমি কার সেবা আমার বুঝে বুঝ না এবার অমারকে
তারেও সার গলায় হেরে।। তারেও সকল ঠাঁই
সেসে তোর দিনাম দোহাই লালন কয় দয়াল নাম
সাঁই জেনো তাকে

৪

এ মোহে অপারের কাণ্ডারি। আমি পতিত পামর
পাথারে নেও আমায় চরণ তোর।। প্রাণু পতে ভুলেও
এবার ভবোরোনে কোন বো করো আর তুমি নিরগুনে
পার করে নেও ও বেদন শেষ পাপী।। কোথা হইতে আই
লাম হেথায় আবার জানি নাই আমি কোথায় তুমি
মনরাগের সারাও হোয়েছে স্বদেশে নেও মনোরি।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

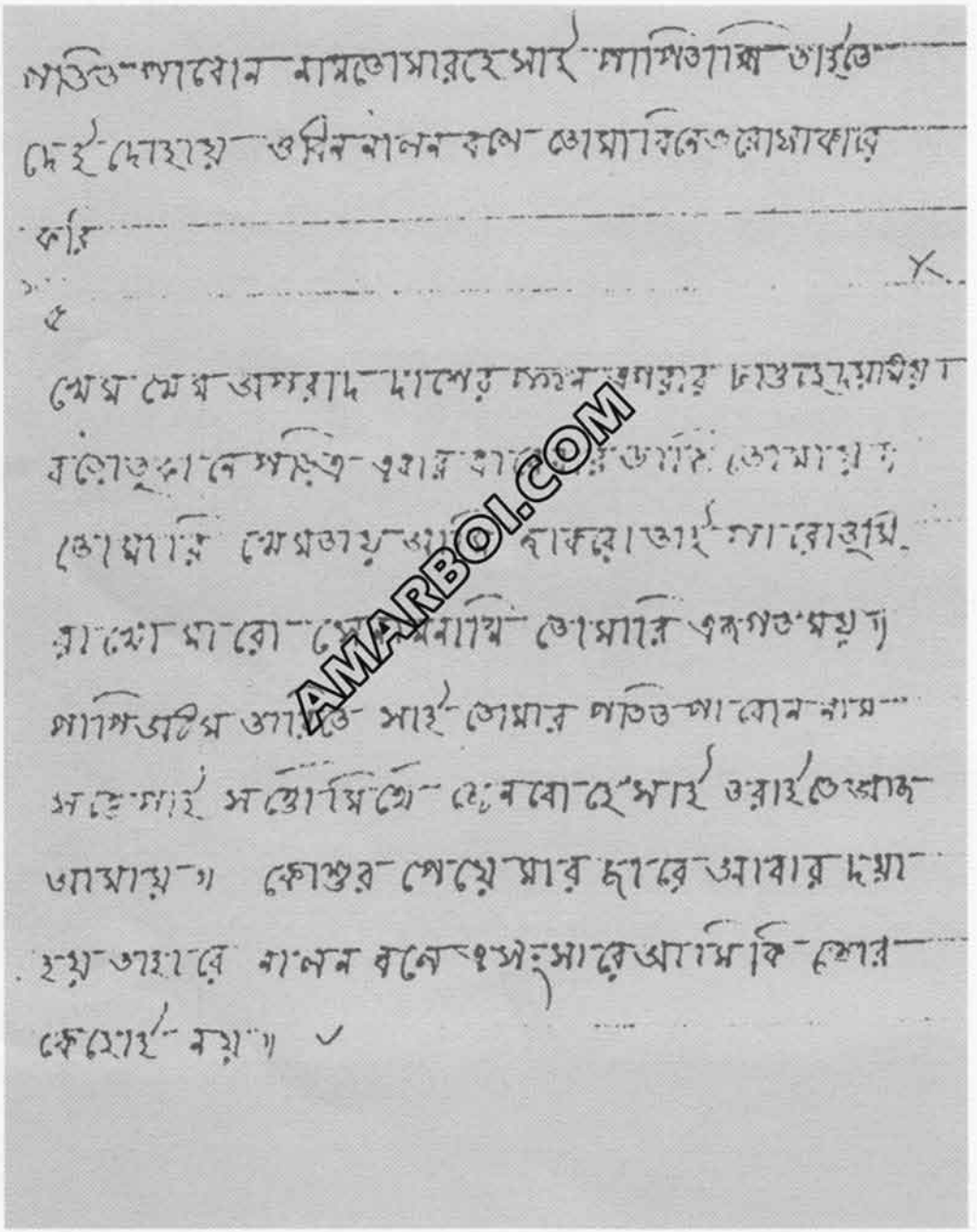

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

পার করো হে দয়াল চাঁদ আমারে। ক্ষেমহে অপরাধ আমার
এ ভবো কারাগারে ॥ পাপি অধিম জিব তোমার না কদি
করো হে পার দয়া প্রকাশ করে পতিত পাবোন পতিত নাশা
বোলবে লোকে বাদ তোমারে ॥ না মেলে তোমার কৃপা
সাধোন সিদ্ধি, কোথা বা কে কোরিতে পারে আমি পাপি
তাইতে ডাকি ভক্তি দেও মোর অন্তরে ॥ দেখে শুনে
সব জাগায় তোমার সব [illegible] ছিষ্টি সংসারে
নারকি অবোদ লালন [illegible] লোবেঠম ঘোরে তরে ॥

৭

কোথা রৈলে হে ওদয়ান কাণ্ডার, এ ভবো তরঙ্গে আমার
দেখে হে ডরঃ তোর ॥ পাপিকে কোরিতে তারোন নাম
ধরেছো পোতিত পাবোন, সেই ভরোসায় আছি অধম দাসে
নেহার ॥ জগাই মাধাই অপরাধী ত আমি হে তুমি
না খো মারিলে মার নিতাইও বাচাতে বেচে পার ॥
সকোলিকে নিলে পারে আমায় তো ফেইলেনা ফিরে
লালন কয় আমি সংসারে পোরকি এই তারি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

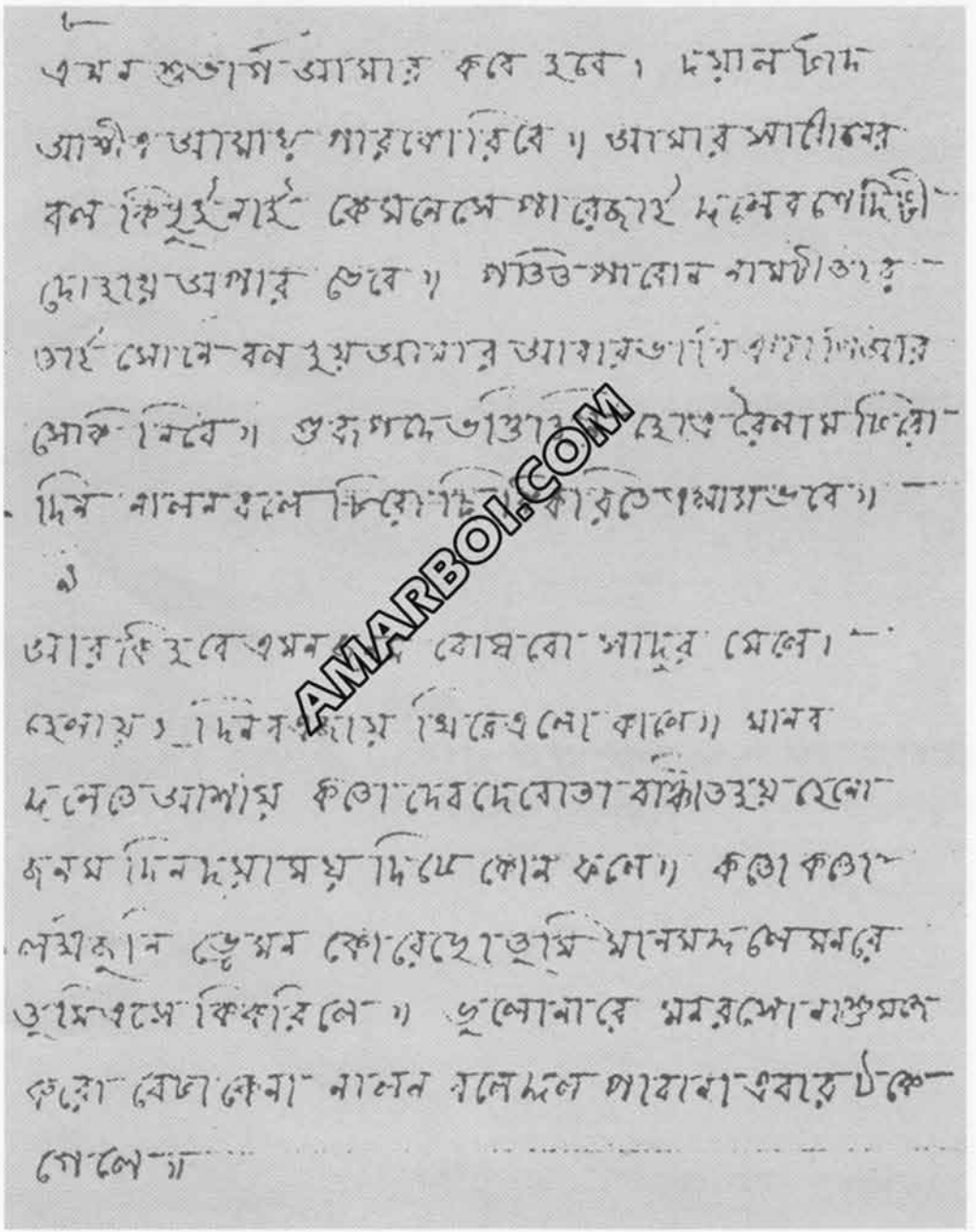

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

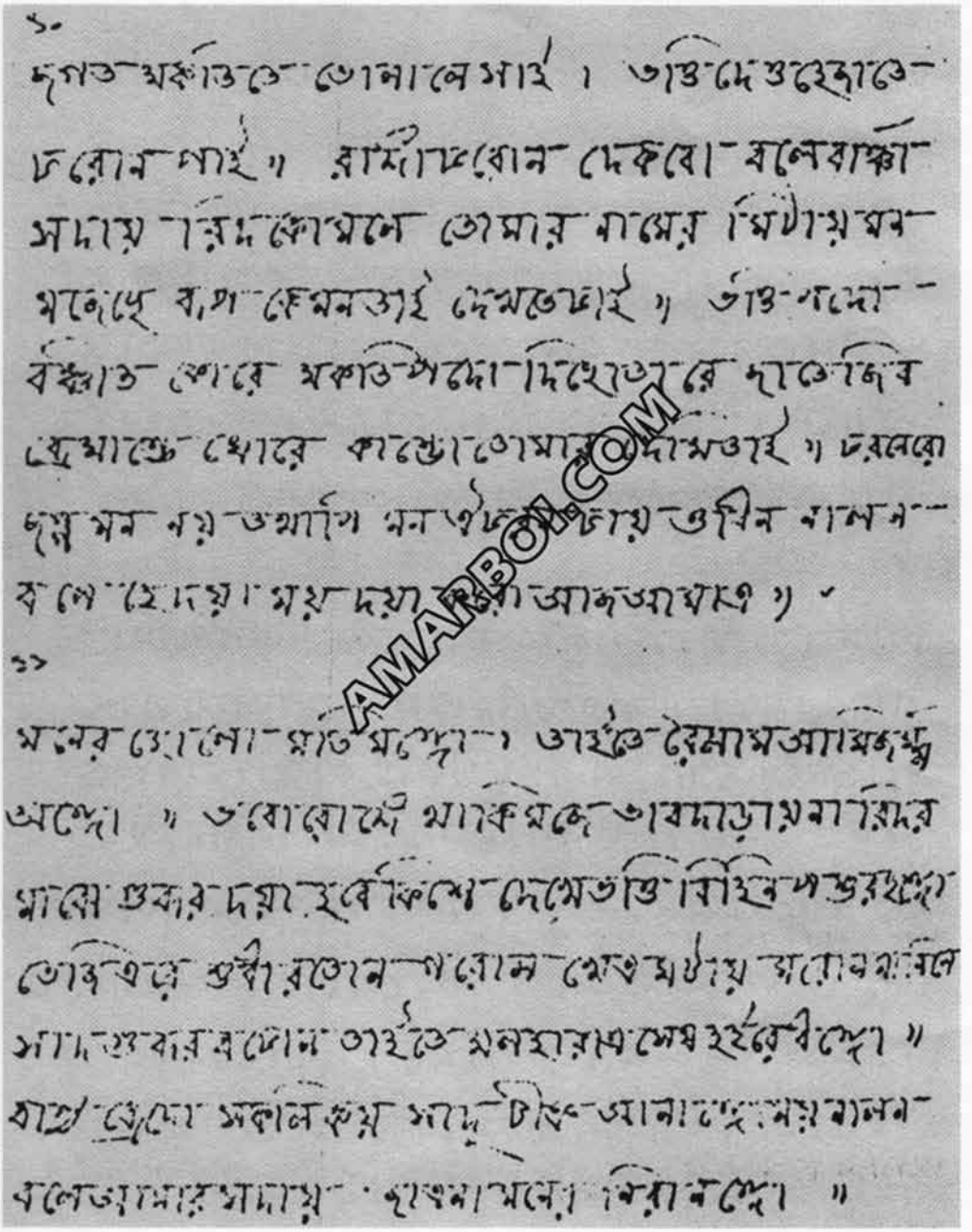

১০

জগত মুক্তিতে ভোলালে সাঁই । ভক্তি দেও হে জাতে
চরোন পাই ॥ রাখিবে কোন দেশে বলে রাখো
সদায় [illegible] কোমলে তোমার নামের সিঁড়ায় মন
মজেছে বাপ কেমনতাই দেখতে চাই ॥ ভক্ত নন্দো
[illegible] সকলি [illegible] দিখেতারে দাওজিব
[illegible] ধোরে কান্দো তোমার নাম তাই ॥ চরনেরো
[illegible] নয় [illegible] মন [illegible] চায় [illegible] লালন
বলে [illegible] দয়া [illegible] ॥

১১

মনের [illegible] মতি মন্দো । তাইতে [illegible]
অন্দো ॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] তাইতে মনহারা [illegible] ॥
[illegible] লালন
বলে আমার সদায় [illegible] মনো নিরানন্দো ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

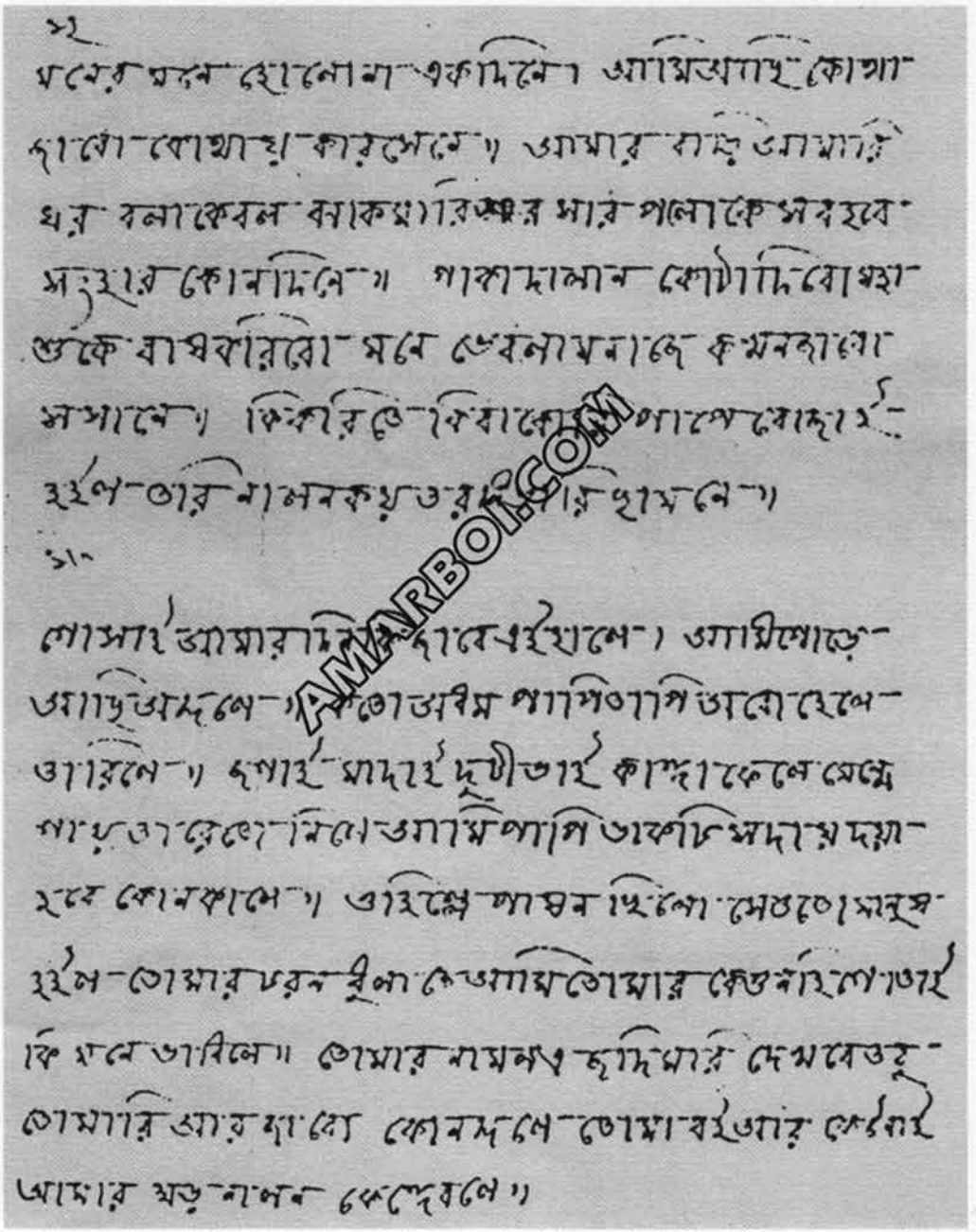

৮২

মনের মতন হোলো না একদিনে। আমি আছি কোথা
রাখো কোথায় কার সনে॥ আমার বাড়ি আমার
ঘর বলা কেবল বাকোয়াজ সার পলকে সব হবে
সংহার কোনদিনে॥ পাকা দালান কোঠা দিয়ে বোসে
সুকে বাসবার বো মনে ভেব না মনরে কখন জাবো
সসানে॥ কি করিতে কি বা কোরে পাপে বোকা হয়ে
রইল তার লালন কয় তরাতে ঠাই নে॥

১৮

গোসাই আমারা দিন কি দাবে এইখানে। আমি পোড়ে
আছি অসৎ সনে॥ কত অধম পাপী তাপী তারো হেলে
তারিলে॥ জগাই মাধাই দুখী তারাই কান্দা ফেলে সেয়ে
পায় তারা তেরো নিলো আমি পাপী তাকি সদায় দয়া
হবে কোন কালে॥ ওই শুনে আশান ছিলো সেইতো মানুষ
রইল তোমার পরম ভুলা কে আমায় তোমার কেউ নাই লো তাই
কি মনে ভাবিলে। তোমার নাম লয় জগাই মাধাই দেখ সেতো
তোমারি আর থাকো কোন সনে তোমা বই আর কেহ নাই
আমার মত লালন কেন্দে বলে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

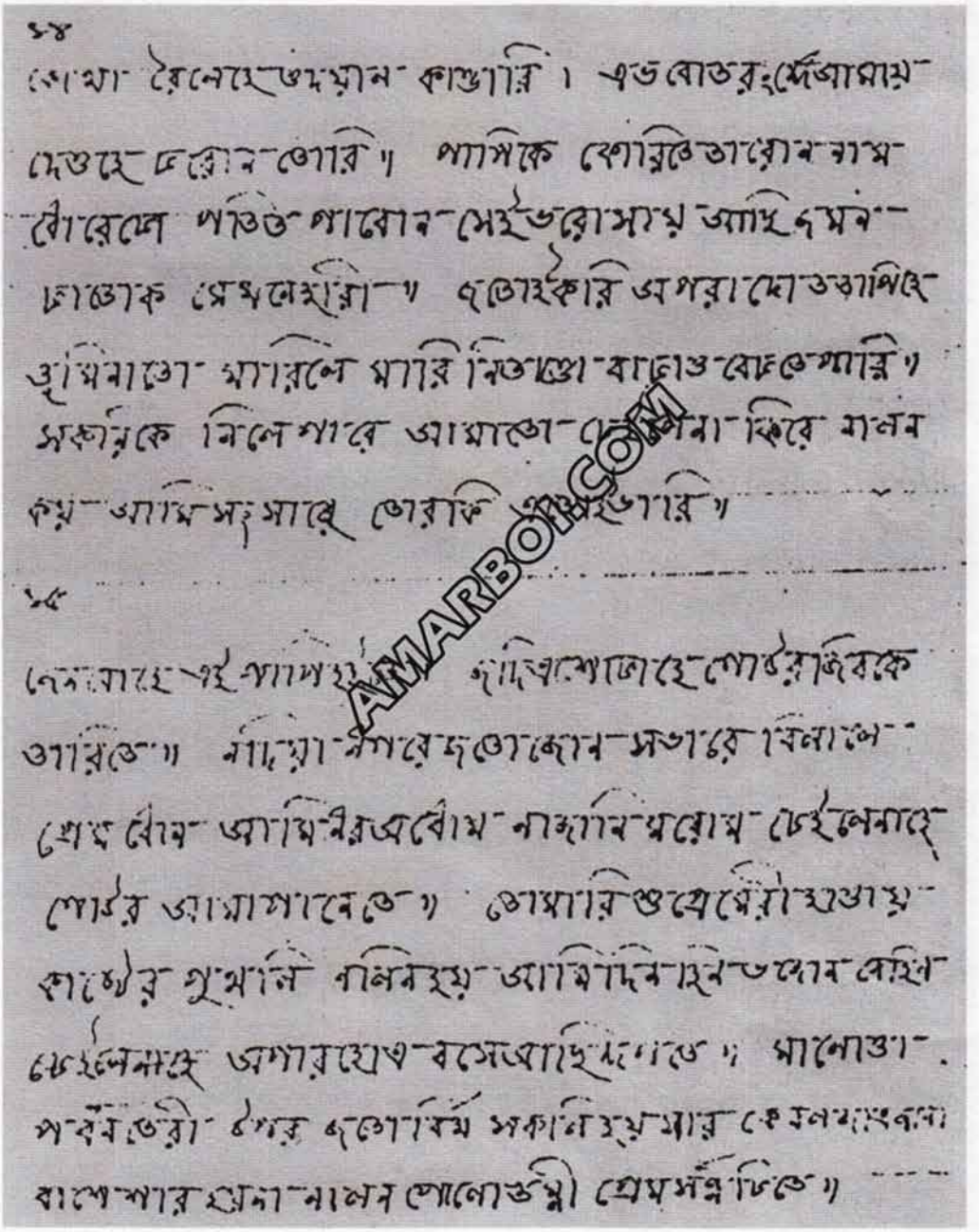

১৪

সেথা রৈলেহে উদয়ান কাণ্ডারি। এত বোতরং দেঁআমায়
দেওহে চরোন তোরি॥ পাপিকে যোদি তারোন নাম
রৌবেদে পতিত পাবোন সেই ভরোসায় আমি দমন
চাতোক [illegible]॥ [illegible] আমরা সো [illegible]
[illegible] মারলে মারি [illegible]॥
[illegible] নিলে পারে আমাতো [illegible] ফিরে মানন
কয় আমি সংসারে তোরাকি [illegible]॥

১৫

[illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]॥

AMARBOI.COM

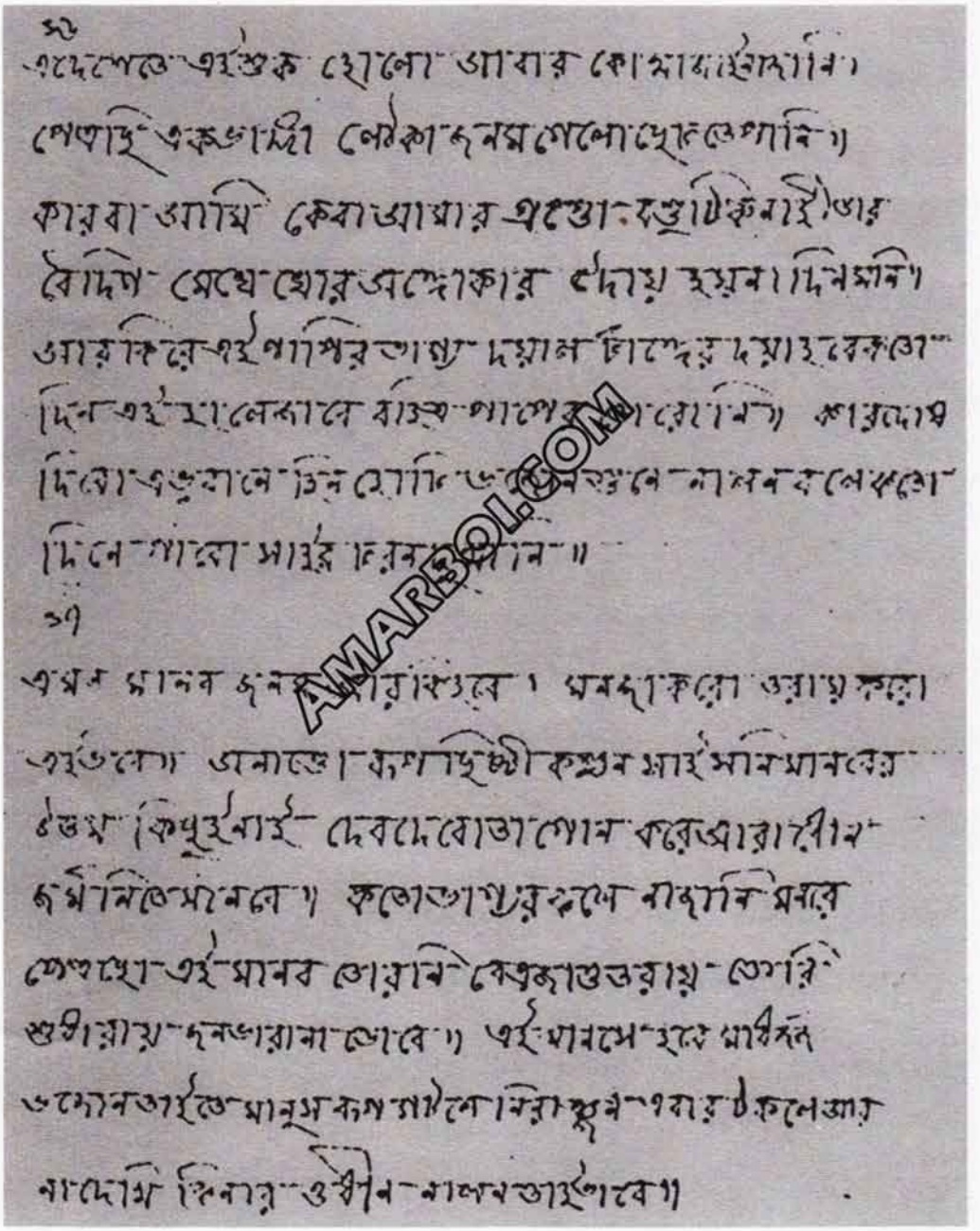

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮ —
আমি কি দোষ দিবো কারেরে। আপন মনের দোষে
পলাই ফেরেরে॥ গুরুদী শুসভাব পেলো কালের সবার মনের
মেলো তোদের অগ্রে তো ফল খাবার কলে মন মাদলোতে॥
কোআশায় বতরে আশা আমি দোরে আশার বাসা মটালোর
দিবদশা তাহার পেয়েছে বাদোর হোলোরে॥ এক বধু
ডিবানে মন অসমাব কি কোরাবি তখন [illegible] কোরে লোনতে।
লালন দুঃখের দুঃখে কুঁড়ায় মেলো॥

১৯
কারে দিবো দোষ নাহি পরের দোষ মনের দোষে দেখি
আমি পলাম রে ফেরে আমার মন বোঝে না বুঝিতে লোকের
দেখ দেখি তো পরে কতো আমায় বিরাজ পরে॥ মনের গুলে
ফেলে হলো মহাদের বেশার করে গেলেন অমূল্য রতন
আমারে তো বাদি অবোধ মন এবার খারের মধ্যে কিছুই
না পেলাম মনে রে॥ অন্তিম কালের কালে কি হবে
হায় একদিন ভেবে দেখলে না অবোধ মন রায় ভেবে দেখো নাই
পদ্মা নিরঞ্জনে হায় মকোন জানা জাবে কোন দিন মরণেরি রে॥
কাঙ্গাল হতো মনরে আমার শুধু ভেবে এ তোন মনেশে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

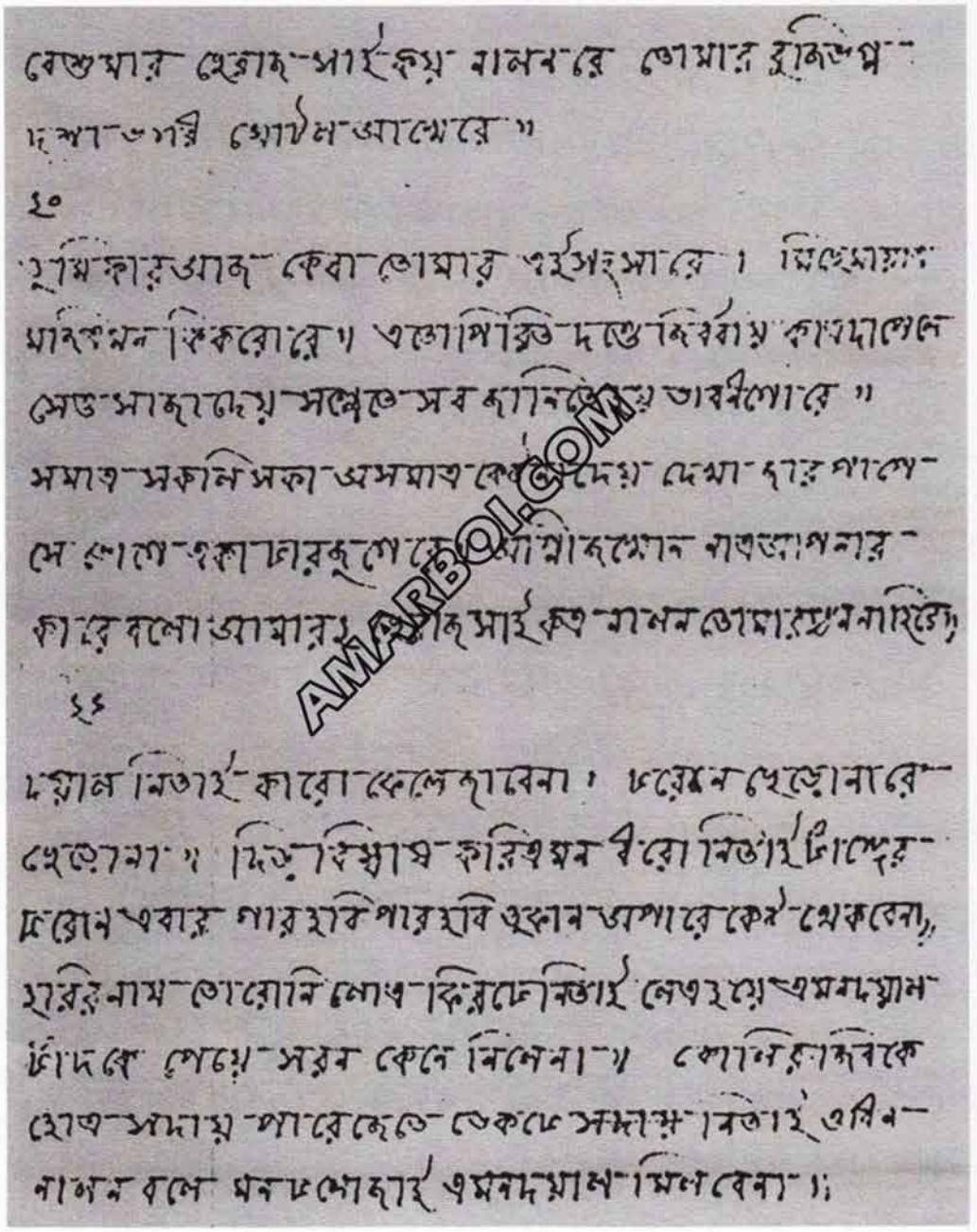

বেশুমার খেরাজ সাঁই দয় লালন রে তোমার তুমি জন্ম
দশা ভাঙ্গি খোটল আমেরে॥

২০

তুমি কার আর কেবা তোমার এই সংসারে। মিছে মায়ায়
মজিয়ে মন কি করো রে॥ একো মিষ্টি দন্ত বিবরায় কান্দালেন
সেত সাজা দেয় সকলেতে সব জানিয়ে ভাবলো রে॥
সমাত সকাল সকা অসমাত কেউ দেয় দেখা তার পাছে
সে লোক একা চারকুল গেছে আমি মনের নেবেনার
কারে বলো আমার আমার সাই কত লালন তোমার মন নাইরে॥

২১

দয়াল নিতাই কারো ফেলে জাবেনা। চরেন খেড়োনারে
খেড়োনা॥ দিড় বিশ্বাশ করিএ মন ধরো নিতাই চাঁদের
চরোন এবার পারহবি পারহবি তুফান অপারে কেন থেকনা॥
হরিনাম তোরোনি লোএ ফিরচে নিতাই নেএ হয়ে এমন দয়াল
চাঁদকে পেয়ে সরন কেনে নিলেনা॥ কোলির জিবকে
হোএ সদায় পারেজেতে ডেকচে সদায় নিতাই ওই দিন—
লালন বলে মন ফোলোদায় এমন দয়াল মিলবেনা॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

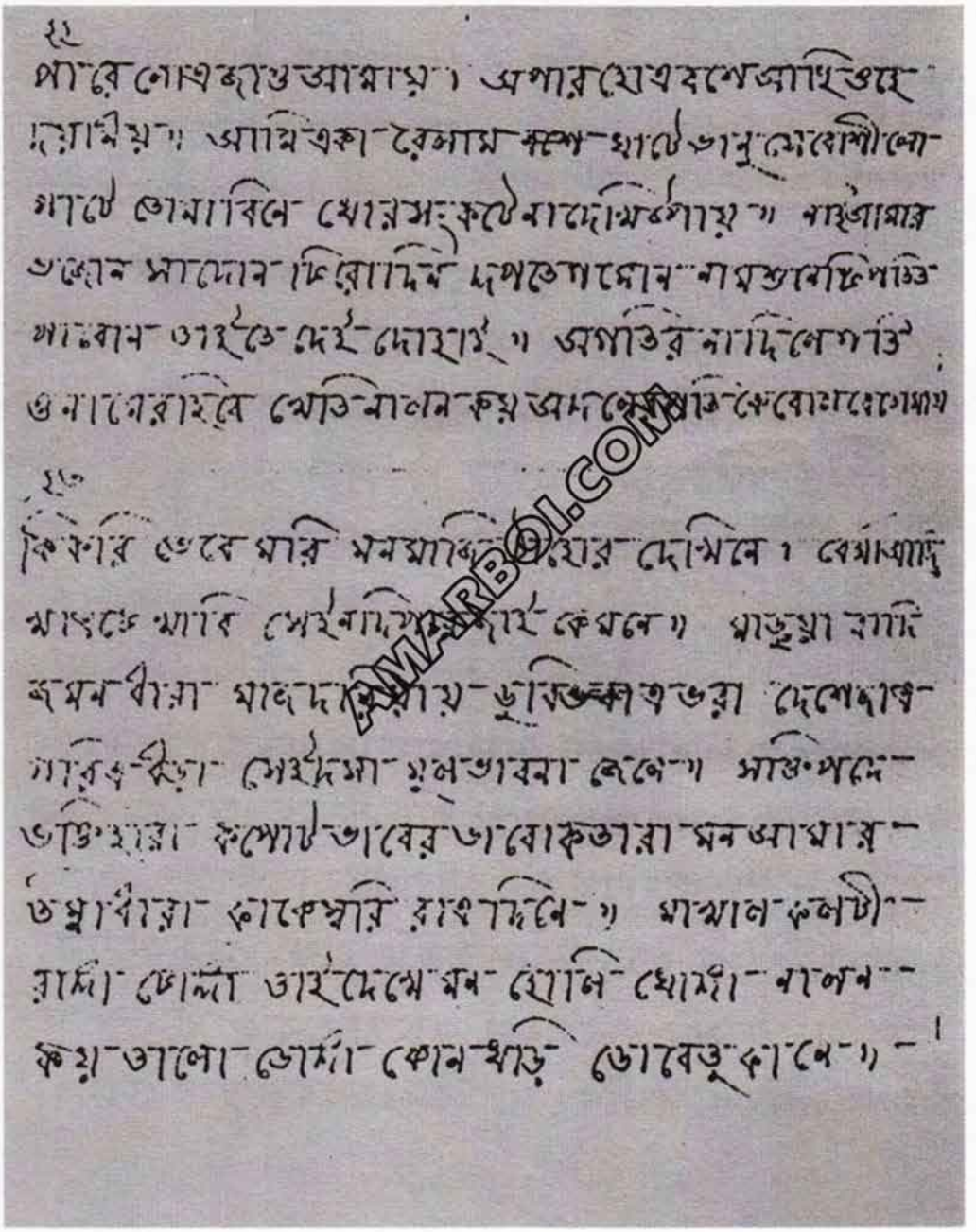

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

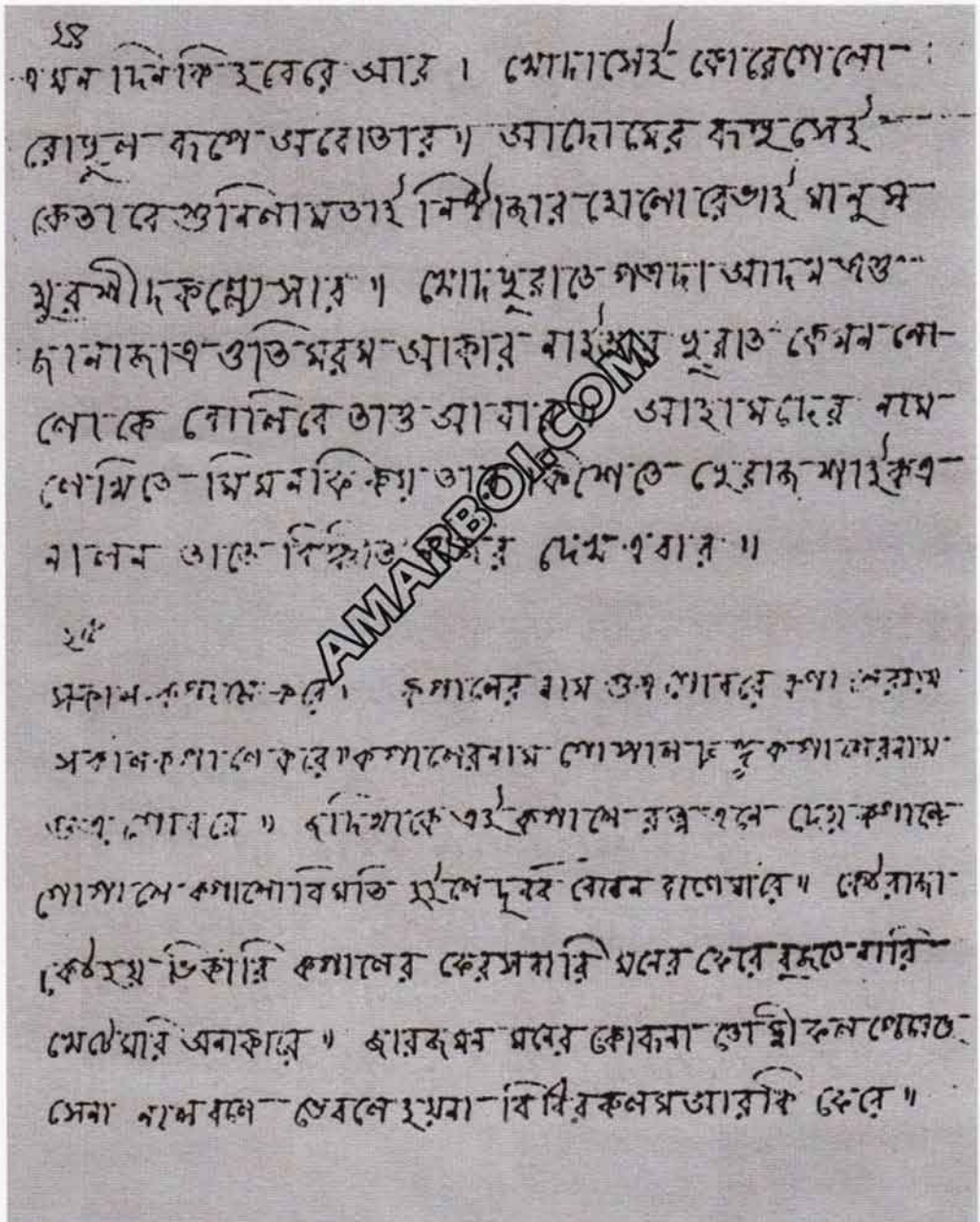

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

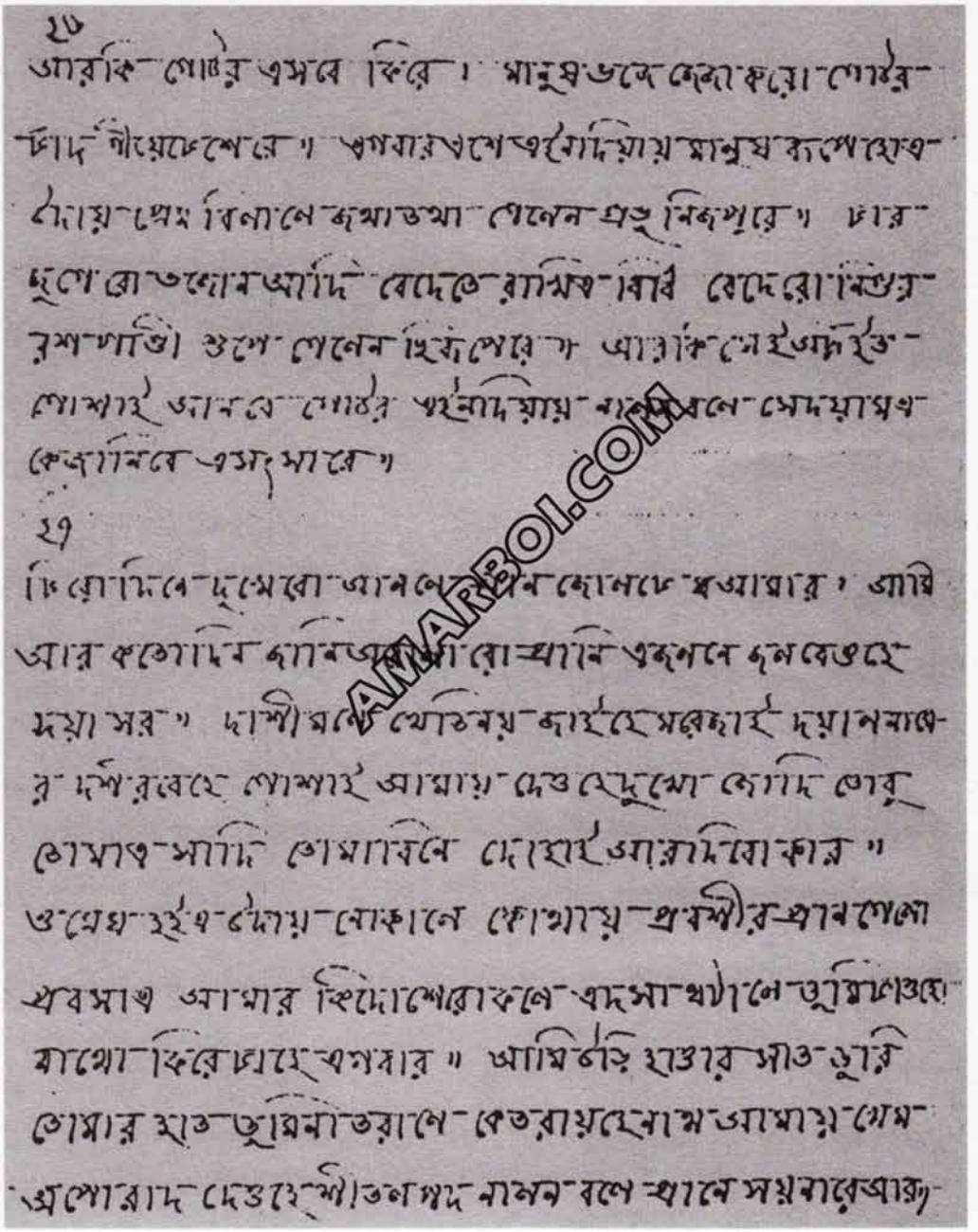

২৬

তারকি গৌউর এসবে ফিরে। মানুষভজে জেন্দা করো গৌউর
চাঁদ পাঁয়েদেশেরে॥ একবার এসে নদিয়ায় মানুষ রূপে হেথা
হোয়া প্রেম বিলালে জথা তথা গেলেন প্রভু নিজপুরে॥ চার
যুগে জে ভজন আদি বেদেতে রাখিল বাধি বেদেরো নিগুড়
রস পাতি। গুপে গেলেন ছিদ্দি পেয়ে॥ আরকি সেইরূপ হবে
গোসাই তানবে গৌউর পইনদিয়ায় লালন বলে সেদিয়াসব
কেঙ্গানবে এসংসারে॥

২৭

কি রোদিনে দেখেবো আনলে প্রান জোলদে খআমার। তারি
আর কতোদিন জানজালা রোখানি একলে জল দেওহে
দয়া সর॥ দাশী বলে খোটনয় জাইহে সরেজাই দয়ালনামে
র দর্শ রবেহে গোসাই আমায় দেও হেদুমো জোদি তোবু
তোমাত সাদি তোমাবিনে কোহায় আরাদিবো কার॥
ও মেঘ হইব হোয়া নোকানে কোথায় প্রবঞ্চীর প্রান গেলো
প্রবসাথ আমার ফিদোশেরোকলে এদসা খাঁনে তুমিতাওহে
যাথো ফিরে যাবে একবার॥ আমিতো হাতার সাত ডুরি
তোমার হাতে তুমিনা তরালে কেতরায়হে নাম আমায় যেম
অপোরাদ দেওহে শীতলপদ লালন বলে থানে সয়নারেআর॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

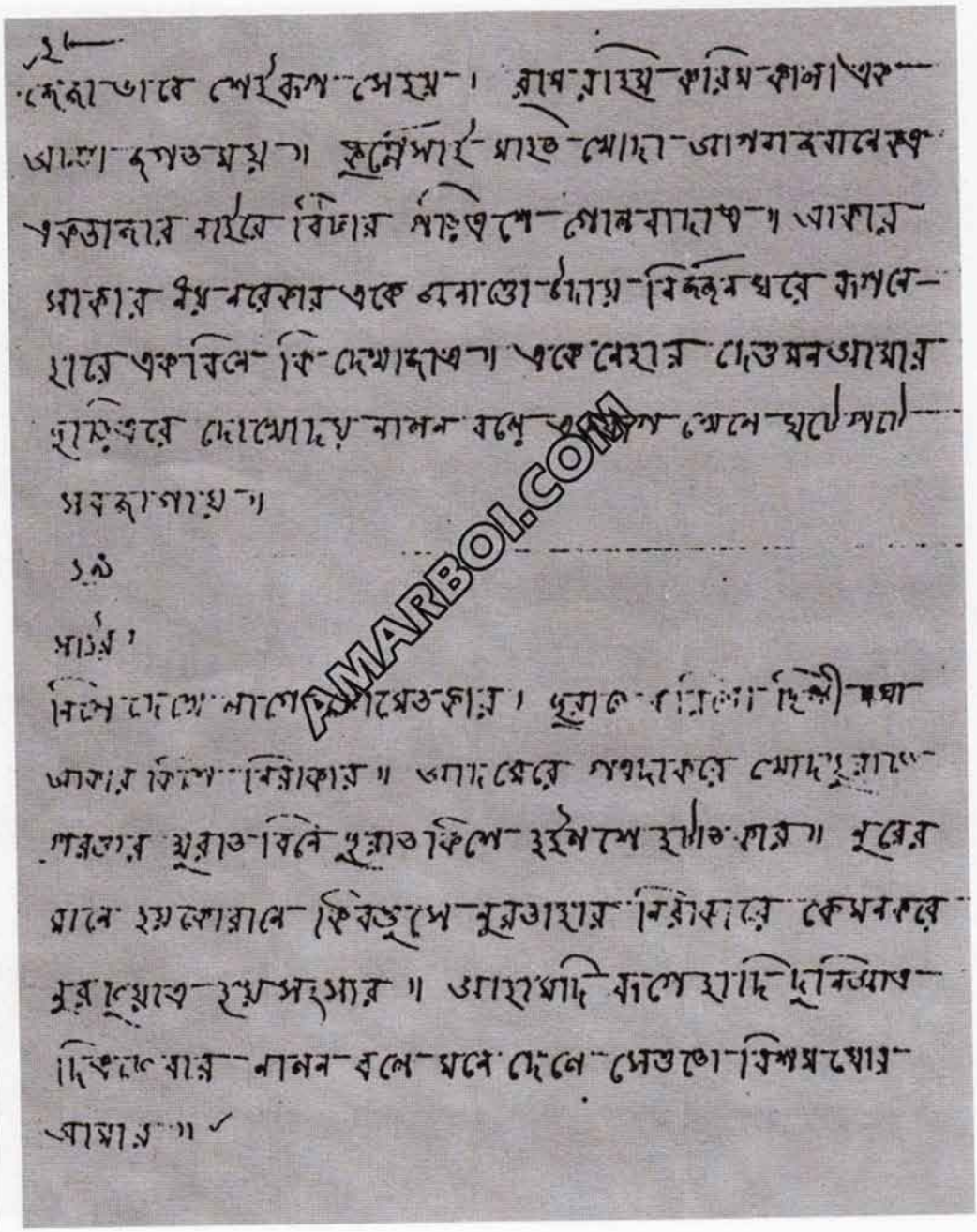

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০
এখন মানব বলোম আরকি হবে। মনদা করোওরাও করো
এইভাবে জনাস্তোরূপ যুদ্ধা কথেনসাই শুনিমাবরের
ওলোনা কিথুইনাই দেবদেবোতা গোম করে আরা বৌন
ধর্মনিতে মানবে। কতোভাগের কনোজ্ঞানি মরেপেয়ে-
খো এইমানব তোরোনি বেবজাত ওরায় তারিশুধারায় গেনো
তারানা জোবে। এইমানসে হবে মাবিনি ভগোন তাইতে-
মানুষ রূপগঠনে নিরাঙ্গন এবার কলেজার মাদোখিকিনার
নানন কর কাতোর ভাবে।
৩১ ভুন বোনা হবনি, কালেরনিয়ম ঠিক থাকেনা। আমিমানি
ভলবোনারে, সভ্যতারে নানরে, কথাকে মন পাপোশ
করে দিবিস্থানে দেখহানা। সংদিগুলে রদ্দীরে জানি-
নাম কালে ওরসারে দসংদে সমস্তোভুচ্ছ শুদ্ধতোমোরপেশা
খেয়ে মাবিমেনাম্র আপায় মরে এমবরা ধুলেওতোবাসনা,
কেদোরেরায় দেখা ওরি সেদোর দেখি সংদ্ধারি মানুষের
র তাঁকাভারি কামনালা দেয় অন্তোষ পুরি তুলেজাওয়র
মনকাওরি কিকারিরেওনারি জোনা। রদ্দেমেতে সংসারি
বোলে আমি মগন মোশ শুভাকারে মর্দকরে দেওয়াদাদিশ্রু
সংক্লেরে নানন বলেওবোকিরে মোছে মারেমালখানা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

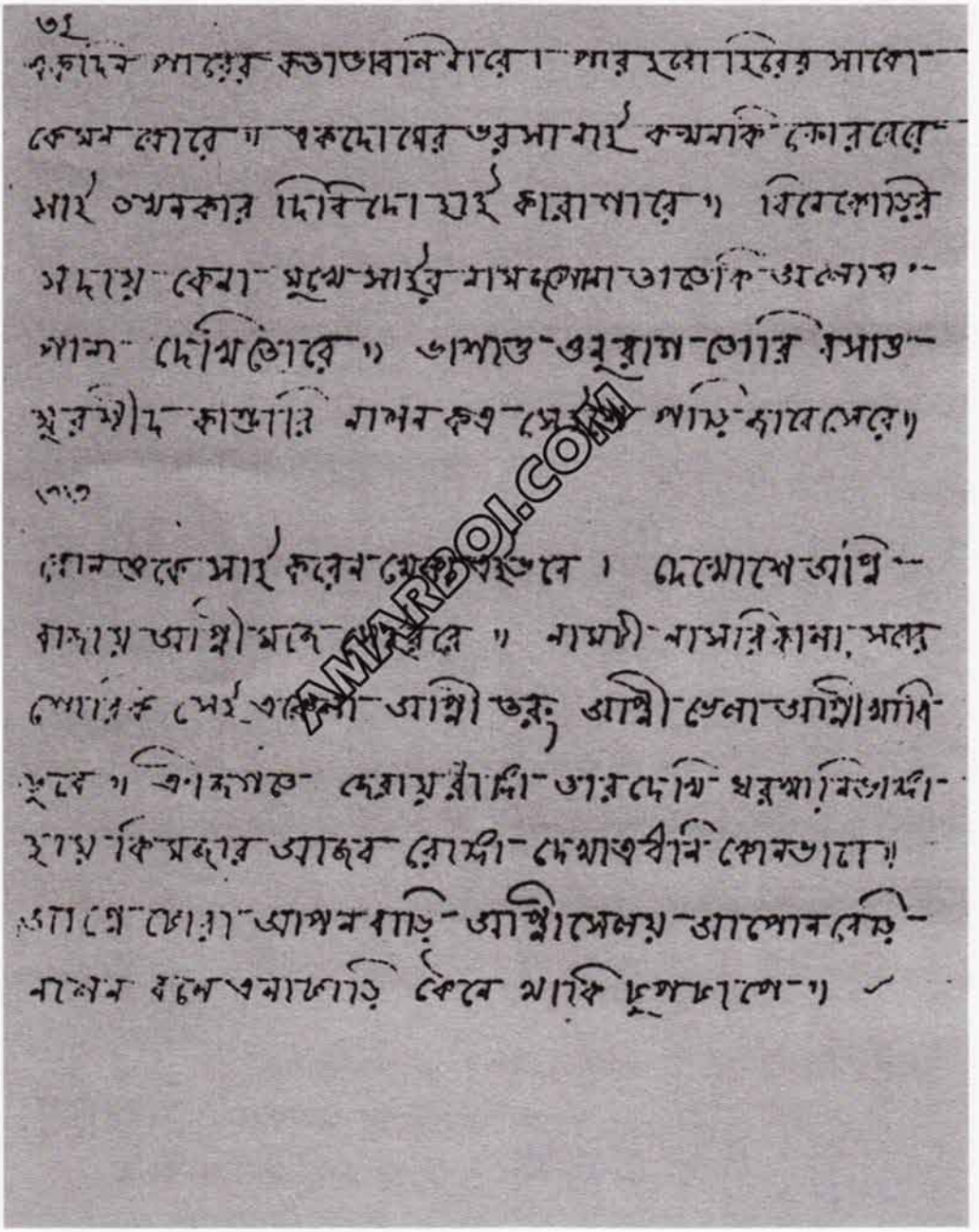

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪
মনকি তুই ভেড়ুয়া বাদাম অস্তান ধারা ॥ মদোরের
সাদ করলো সদায় পাচবাড়িতে যাইবেরে ॥ কোথা
বন্ধু কোথারে মন ঠৌকি পারা দেও হামেষ কোন কাদ
দেখি কাদ দেখি পা পোনের শুমান কথাব দমন কাটে .
ধারা ॥ কোন কোনায় ফিইচে ঘরে একদিনেতো দেখানে
নারে গৈবকি বৌন পেলো ঢোক ফেলিরে মন তুই
ঢোকুতারা ॥ পাঁচ বাড়ি ভাবনা করো ঘরদোরারে
চিনেবিরো লালন বলে কেও তোরো থেকবেনা মনথক্কয়া
৩৫
কাজীব আমার এখানে দিনে আমার গোষ্ঠ চাঁদ কেজাদি
মেলে ॥ মনচোরা পাশোরা গৌরা রায় আসলে রসুল
জগোত ময় নোবদন আশায় সেদন দোসায় বিবা
দ খোচবে আরকুনালে ॥ দলেকা নাফিতে ভোজলো
গৈই আচিংস কালে যাপ্তো বোজেই ভবো বন্দু দোন কি
ক্রোরবেতমন দিনরোদ্দুর দয়া নাইবে ॥ দনগৈরারিক্ষা
লোকজারা গুরু গৌরব কিন্দানে তারা ফেতাবেরজেলার
গানাজাবে সব লালন বলে আমের হিসাব কালে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

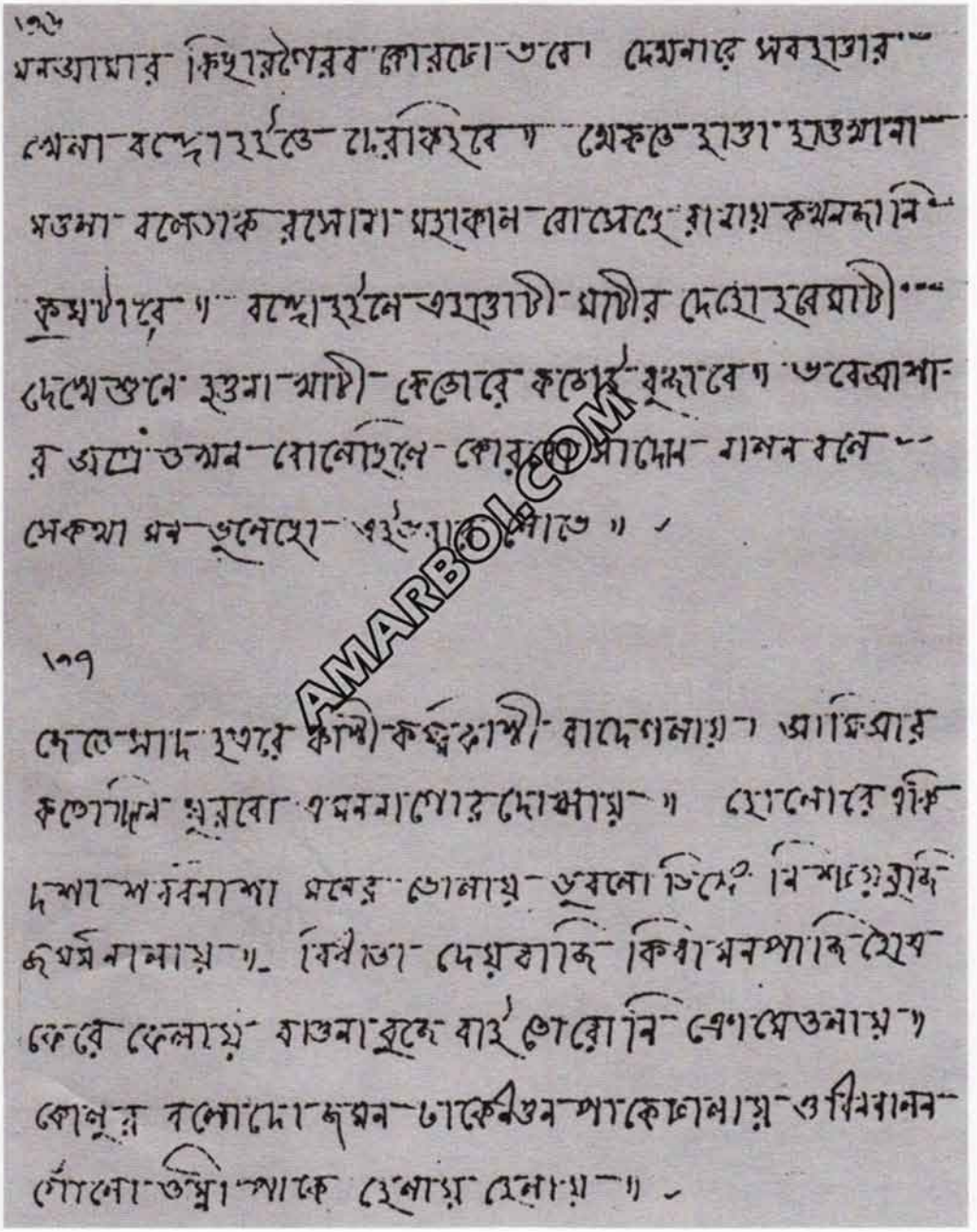

১৩৬
মনআমার কিছার গৌরব কোরছো ভবে দেখনারে সবহাওয়ার
খেলা বন্দো হইতে দেরিনাইরে॥ থেকতে হাওয়া হাওখানা
মওলা বলে ডাক রসোনা মহাকাল বোসেছে রাস্তায় কখন জানি
কুমপারে॥ বন্দো হইলে এহাওয়াটী মাটীর দেহো হবে মাটী
দেখে শুনে হুসনা আটী কেতোরে কতোই বুঝাবে॥ ভবে আশা-
র অগ্রে তখন বোলেছিলে কোরবো সাধোন যাসন বলে
সেকথা মন ভুলেছো এই ভবে আসিতে॥

১৩৭
দেলে সাধ হইতে কাশী কর্দ্দ কাশী বাদে গনায় আমি সার
কতো গিলে শুরবো এমন মাগোর দোশায়॥ হোলোনারে গতি
দশা অসর্ব্বনাশা মনের ভোলায় ডুবলো দিনে নিশায় বুদ্ধি
দুর্ম্মনামায়॥ বিধাতা দেয় বাকি কি বা মন পাকি হেথা
ফেরে ফেলায় বাওনা বুদ্ধে বাই ভোরো নি এস মেওলায়॥
লালন বলো দেখ জমন ঢাকে ঢেউ পাকে ফেলায় ও বিনোদন
গোলো ওম্বা পাকে হেলায় হেলায়॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮

ওমন কেওোথারো ধাবে সাতে। সোথা রবে ভাইবন্দ
সব পড়ি রবি জোদিন কালের হাতে॥ যেআশা রোআশায়
আশা হোনো না তার রাত্তআশা থটাল রে কিদুরদশা
সংসারে সবন্দে যেতে॥ নিকাশের দায় কোরে খাড়া
মারিবে আজোসের কোড়া সোদ্দা কোরবে বেকা তেড়া
জোর জব্বোর খেটবেনা তাতে॥ ওরে বোরে পাবিনিস্তার
তারেসদায় ভাবলে পর ফকির লালন কয় সাঁই তোমার
সারে ভবের কুটুম্বিতে॥

৩৯ মন তোর আপোন বলিতে কেআছে। কারকান্দায়
কান্দো মিছে॥ থাকিসে ভবের ভাইবেরা দার প্রানপাখি
সে নয়আপনার পরের মায়াতে মজিও এবার যাতে তোর ঈমান
হারায় পাছে॥ সারানিশী দেখমনুরায় নানান পক্ষি
এক বৃক্ষেতে রয় যাবার বেলায় কে কারে কথা দেয়ে প্রান জোল্লী
সেদে॥ মিছে মায়ায় মজ খেওনা প্রাচীন পথ ভুলে যেওনা
এবার গেলে আর হবেনা পড়বি কয়েদের পেচে॥ একেক
জানিরেমন কেতেকজারা বিষম ওমন খোদ সাঁই বলেরে লালন
কারবা দায় কান্দো মিছে॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

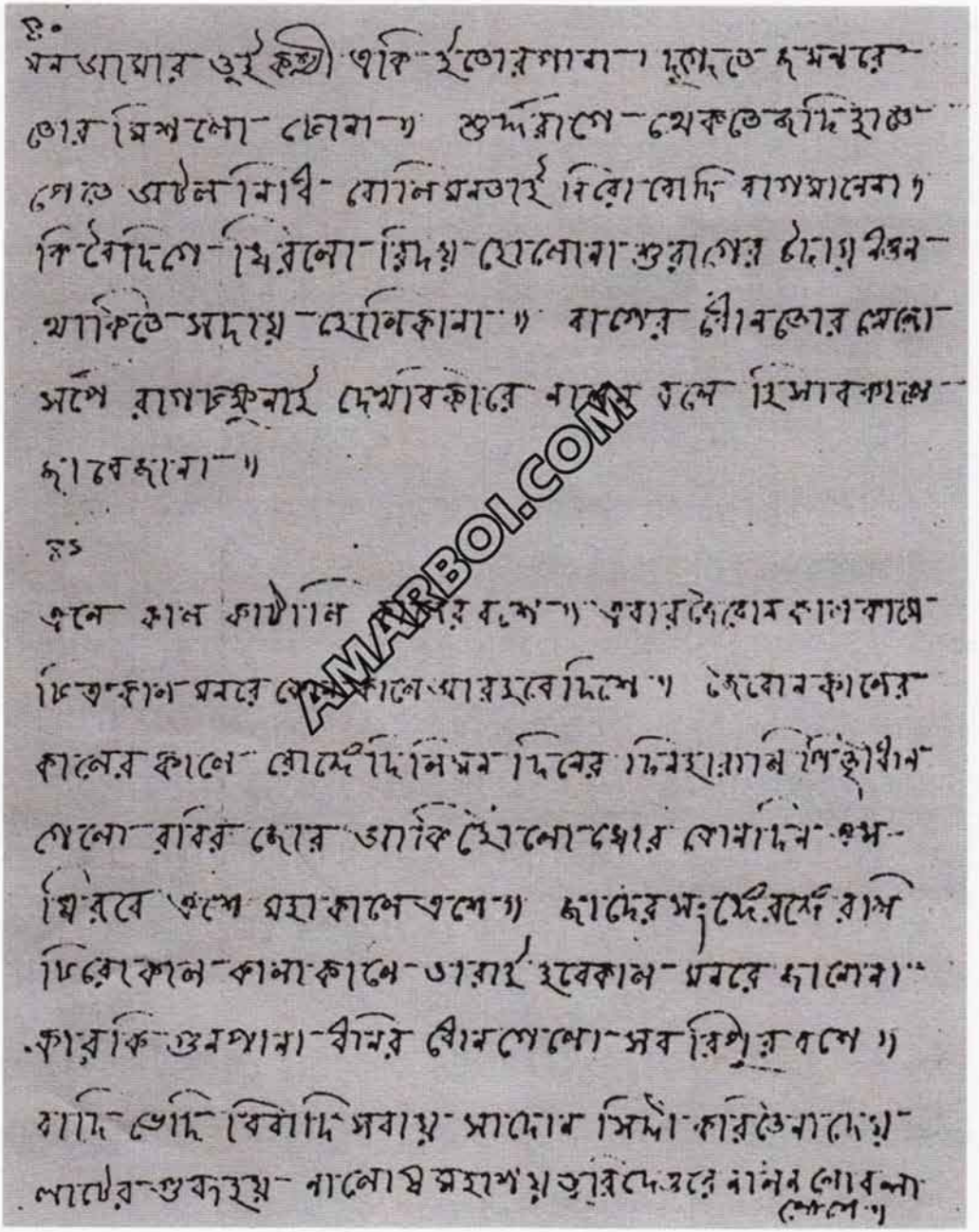

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪২

৪৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

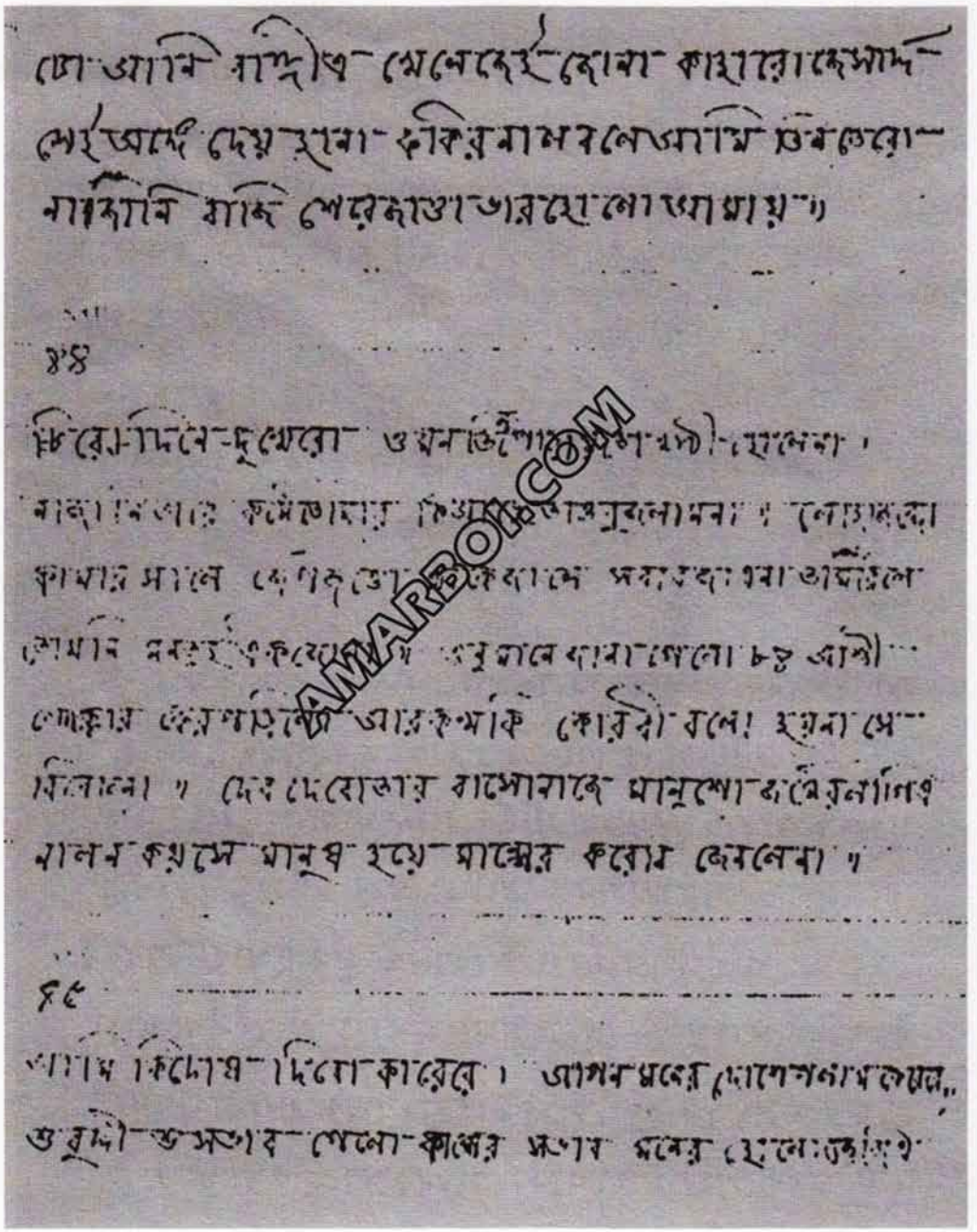

যো আমি গান্দীত মেনেছে বোনা কাহারো দেসাদ্দ—
সেই আন্দে দেয় হানা ফকির লালন বলে আমি চিনতেরো—
নারিলাম মাজি পেরে জাওা ভারযে নো আমায় ॥

৪৪

চিরোদিনে দুখেরো ও মন [illegible] হোলেনা।
[illegible] মনা ॥ [illegible]
কামার সালে [illegible]
[illegible] বোলে গেলো চক্ষু আঁধী
[illegible] কোরিবো বলো হয়না সে—
[illegible] ॥ [illegible] মানুশো [illegible]
লালন কয়সে মানুষ হয়ে মায়ের করোম জেনলেনা ॥

৪৫

আমি কিসের দিবো কারেরে। আপন মনে [illegible]
[illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

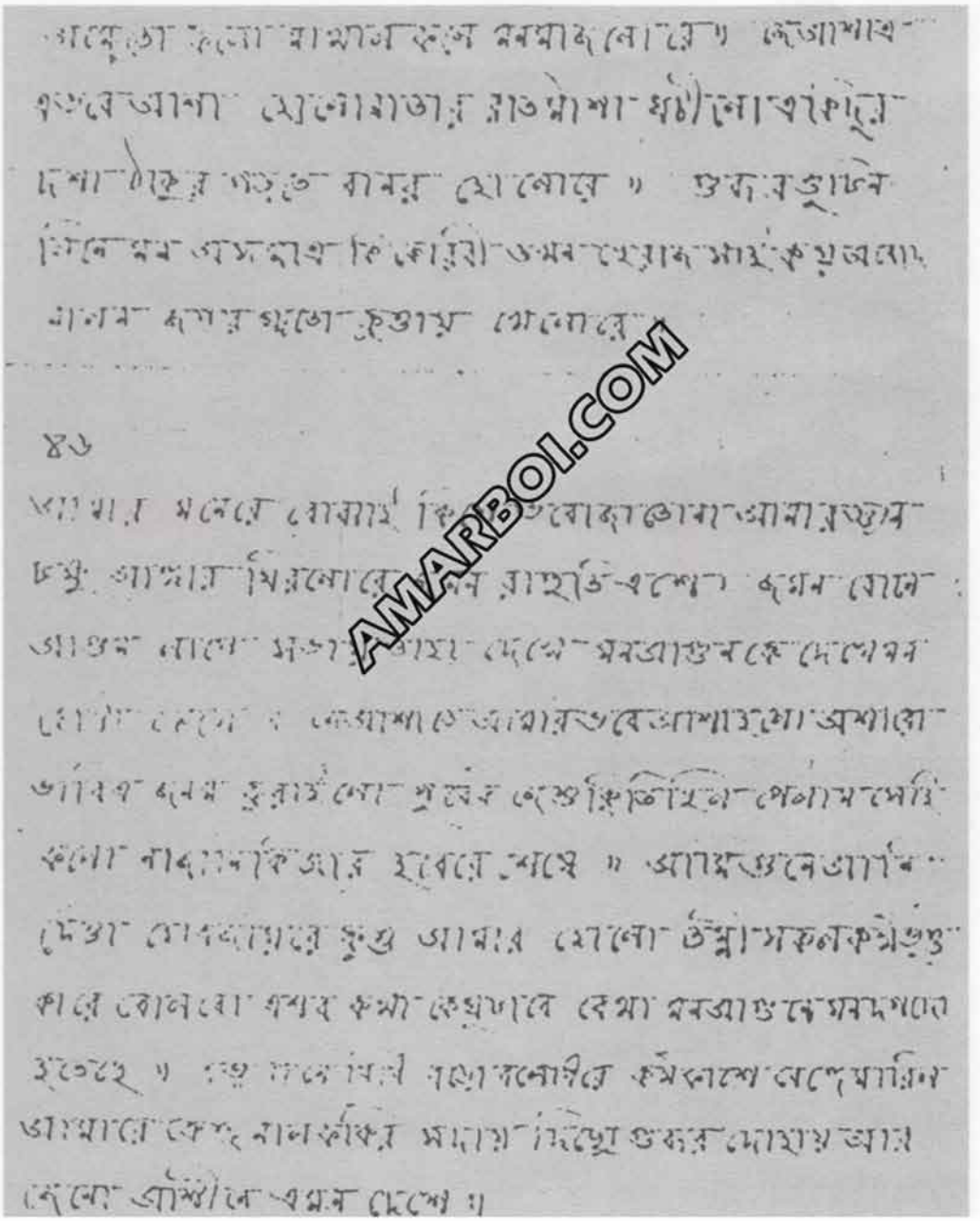

৪৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

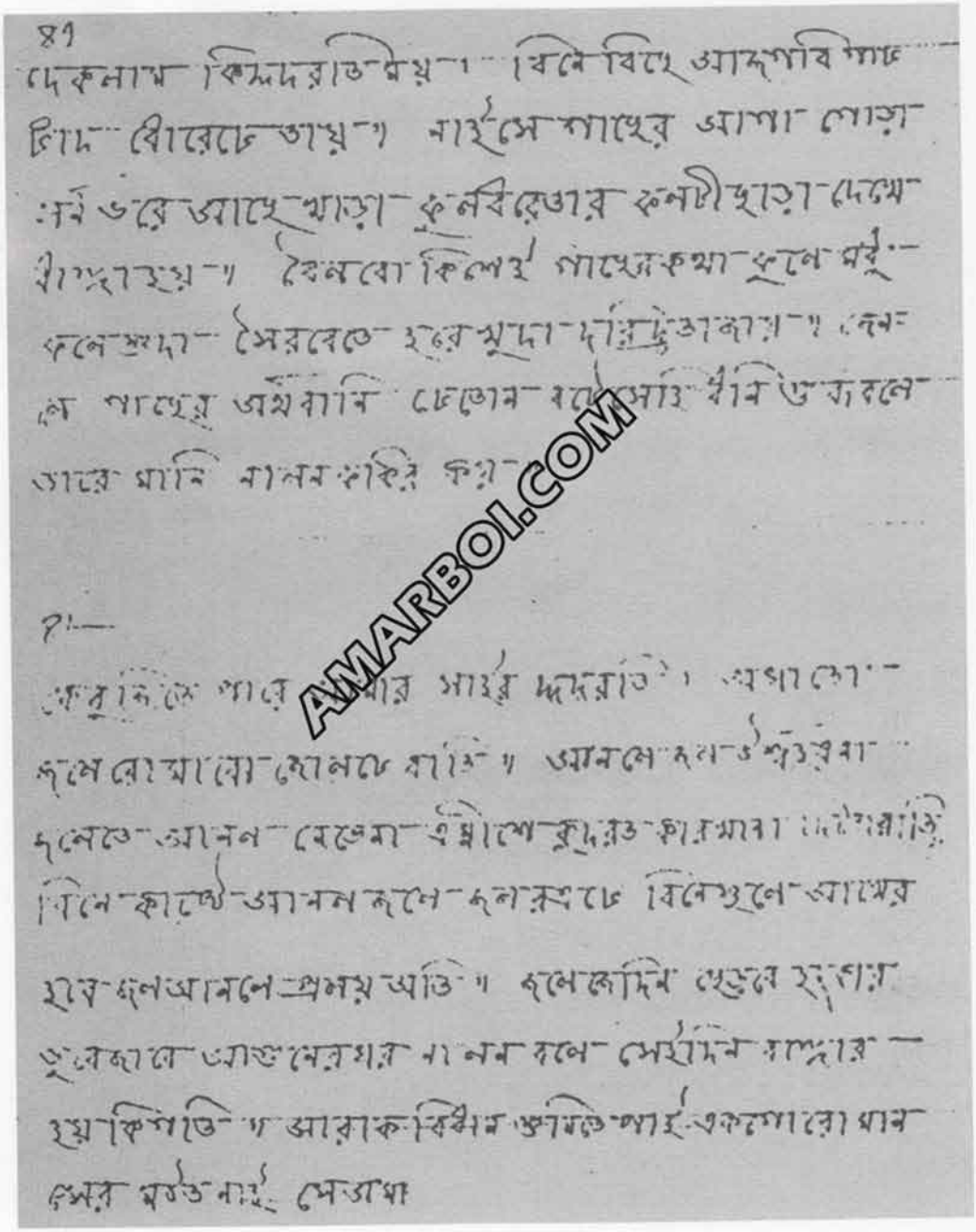

৪১

দেখলাম কি কুদরতি ময় । বিনে বিজে আল্লার গাছ
চাঁদ বেরিয়েছে তায় ॥ নাই সে গাছের আগা গোড়া
ফল ভরে আছে খাড়া ফকিরেরা ফলটী ছাড়া দেখে
হাঁসে হায় ॥ বলবো কি সেই গাছের কথা শুনে মরি
ফলে খোদা বেরিয়েছে হয়ে খুদা [illegible] ॥ [illegible]
[illegible] গাছের অর্থ জানি চেতন হলে সাঁই দিন ও ধরলে
তারে মানি লালন ফকির কয়

৪২ :—

কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইর কুদরতি । [illegible]
[illegible] ॥ আনলে [illegible]
[illegible] আনন [illegible] কুদরত [illegible]
[illegible] আনন [illegible] আমের
[illegible] আনলে প্রথম অতি ॥ [illegible]
[illegible] লালন বলে সেইদিন [illegible] —
হয় কি গতি ॥ আরাক [illegible] একলা [illegible]
[illegible] নাই সে [illegible]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৯

AMARBOI.COM

৫০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

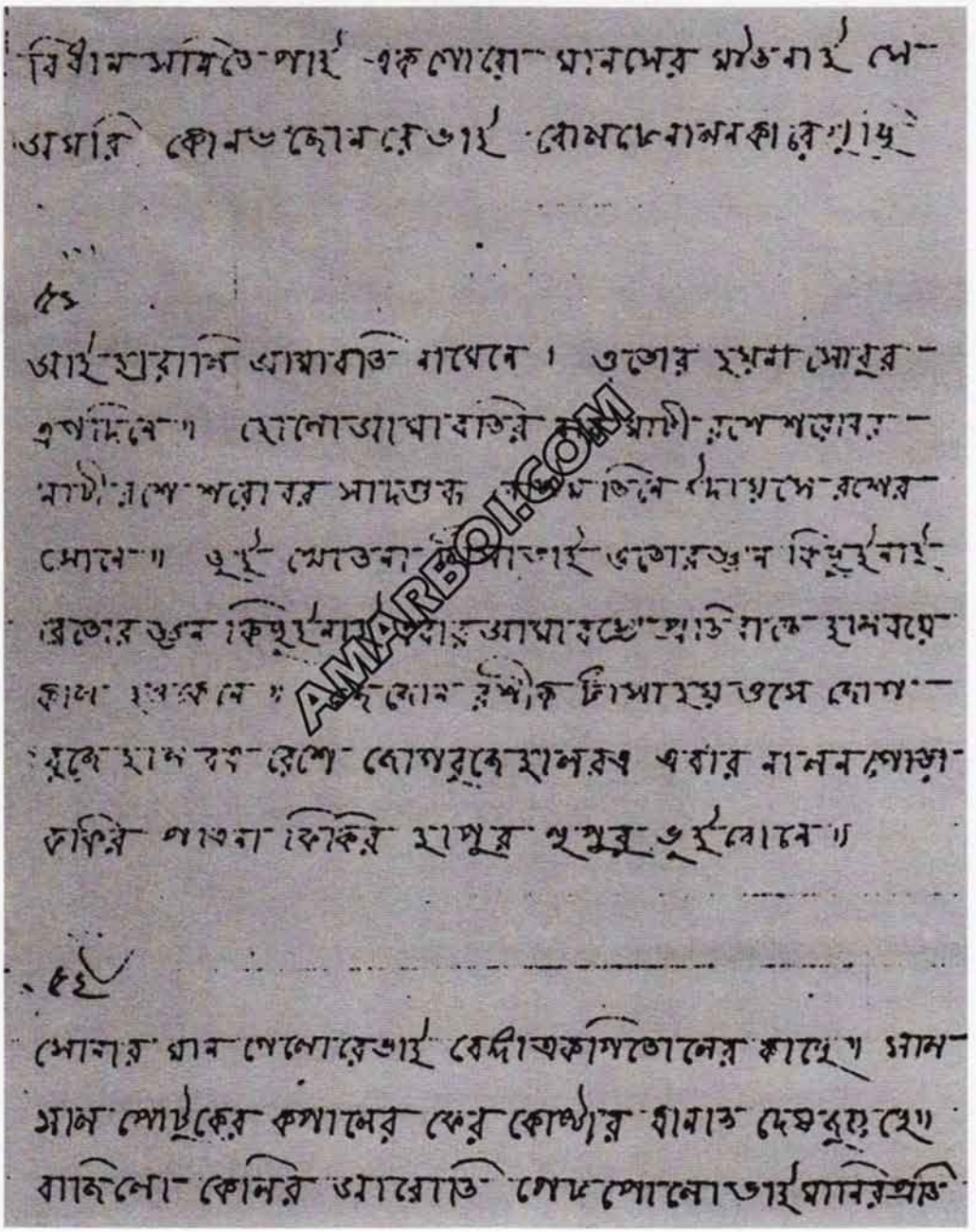

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

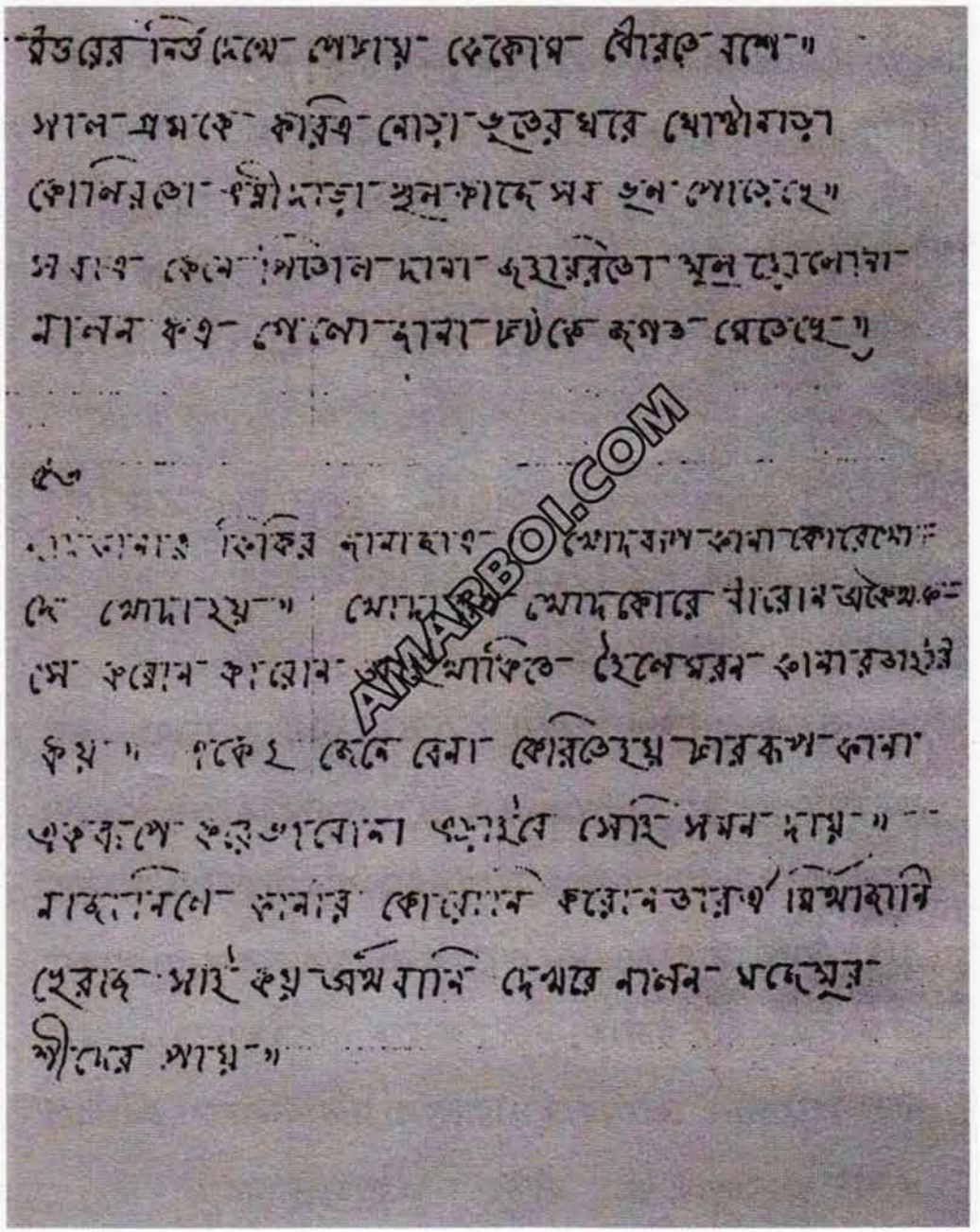

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

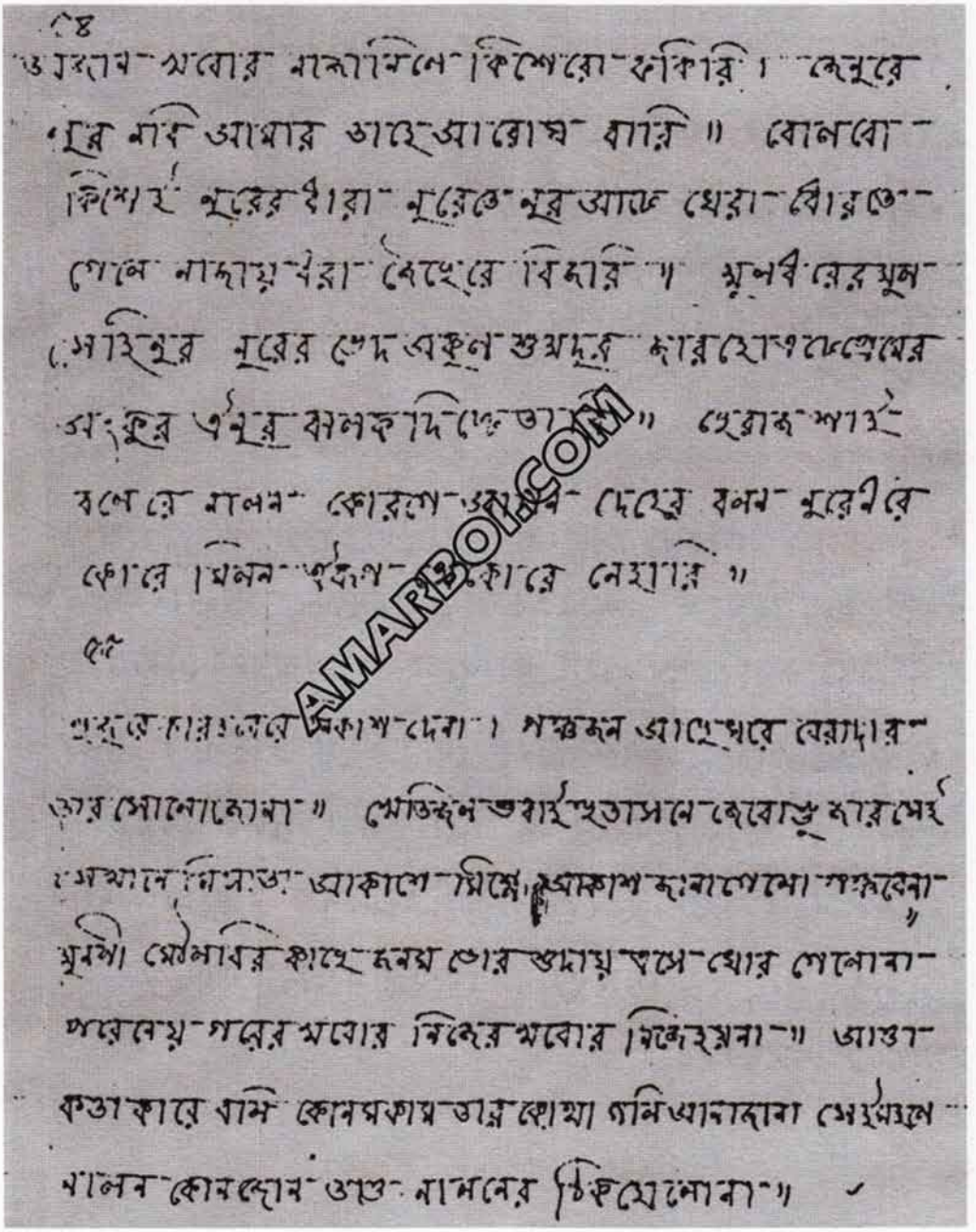

৫৪

ওহেতন খবোর নাজানিলে কিশেরো ফকিরি। জেনুরে
নুর নবি আমার তাহে আরোপ যারি॥ কোনবো
কিশের নুরের ধারা নুরেতে নুর আছে ঘেরা ধোরতে
গেলে নাজায় ধরা দেখেরে বিচারি॥ মুরশিদেরো মুল
সেই নুর নুরের ভেদ একুল শুমদুর কারহোশ মেরাজের
সংকুর এই নুর ফলকাদি তেতারি॥ সেরাজ শাই
বলেরে লালন কোরগো ওয়াবিন দেখে বলন নুরেতেরে
কোরে মিলন এবন কারে নেহারি॥

৫৫

গুরুরে চারজনের নিকাশ দেনা। পঞ্চজন আছেধরে বেরাদার
তার মোলোজোনা॥ যেদিন তবাই খতাসনে ভেবোদুর্মার সেই
যেখানে নিশাতো আকালে মিশে। আকাশ কানা গেলো পঞ্চজনা॥
মুরশি মেমাবির কাছে জনম তোর জুদায় বসে ঘোর পেলোনা
পরেনেয় পরের খবোর নিজের খবোর নিজেহয়না॥ আত্তা
কত্তা কারে বলি কোনমকায় তার কোথা গলি আনাদানা সেইমতে
লালন কোনদোর ওতো নালনের ঠিক হলোনা॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

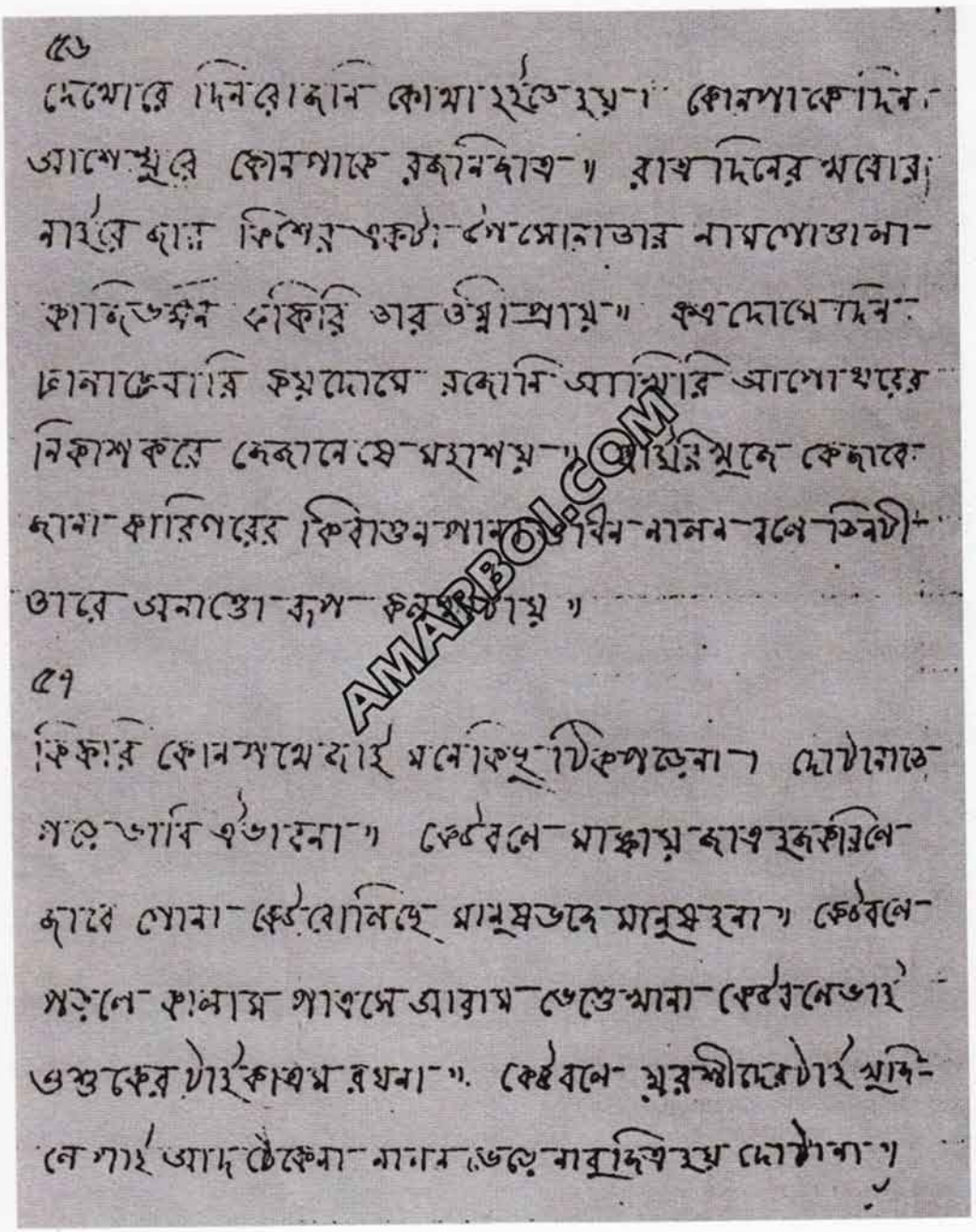

৫৬

দেখোরে দিনরজনি কোথা হৈতে হয় । কোনখানে দিন
আসে সুর্য্যরে কোনখানে রজনি যায় ॥ রাখ দিনের খবোর
নাইরে যার কিসের একটা সে সোনা তার নামগোত্তালা
কান্তি ভক্ষন ফকিরি তার উপ্পা প্রায় ॥ কথ দোষে দিন
চালাকেবারি কয় দোষে রজনি আন্ধারি আলো ঘরের
নিকাশ করে জেনানে সে মহাশয় ॥ আঁধারি সূর্য্যে কেজাবে
জানা কারিগরের কিরাতন পাসঙাইন লালন বলে ত্রিবী
তারে অনাস্তো রূপ কমেজায় ॥

৫৭

ফিকার কোনপথে যাই মনো কিছু ঠিক পাইনা । দোটানাতে
পড়ে ভাবি এ ভাবনা ॥ কেউ বলে মাক্কায় জাও হজ করিলে
জাবে গোনা কেউ বোলিছে মানুষ ভজে মানুষ হনা ॥ কেউ বলে
পড়লে কালাম পাবসে আরাম বেহেস্তখানা কেউ বলে ভাই
ওশুকের ঘাই কাএম রয়না ॥ কেউ বলে মুরশিদের ঠাই খুজি-
লে পাই আদ ঠিকেনা লালন ভেবে নাবুঝিতে হয় দোটানা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬০

মেরে মায়র আম্বরীলে খেলা তা কেউ বুঝতে পারে ॥

আল্লা রাসুল আপনি এক্তা ভেবে পরে ॥ আহাদ রূপ

নুকায় থাকি আহমদি রূপ ধরে এ মর্ম না জেনে বান্দা

গোনাগি করে ॥ বান্দার মুখ বলো নাচায় কথা কয়া-

য় আল্লা তারে দিয়েছে সাঁই চালায় ফেরায় সেই

প্রকারে ॥ আল্লারে চিনবে কেমন পশুর পেজন ভেদের

ধরে খোদার সাঁই কয় লালন ফিকির বেড়াও ঘুরে ॥

৬১

আছে তার মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা। অতি নির্জনে সে

বসে বসে দেখছে খেলা ॥ কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন

পাগেলা ওরে জেবা বোঝে তাই সে বুঝে থাকরে ভোলা ॥

জথা তার ব্যথা নেহাত সেইখানে হাত ডলামলা তেমনি

জেনো মনের মানুষ মনে তোলা ॥ জে জনা দেখে সেরূপ

করিবে চুপ রয় নিরালা ও সে লালন ভেরের লোক জানানো

হরিবোলা মুখে হরিহরি বোলা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

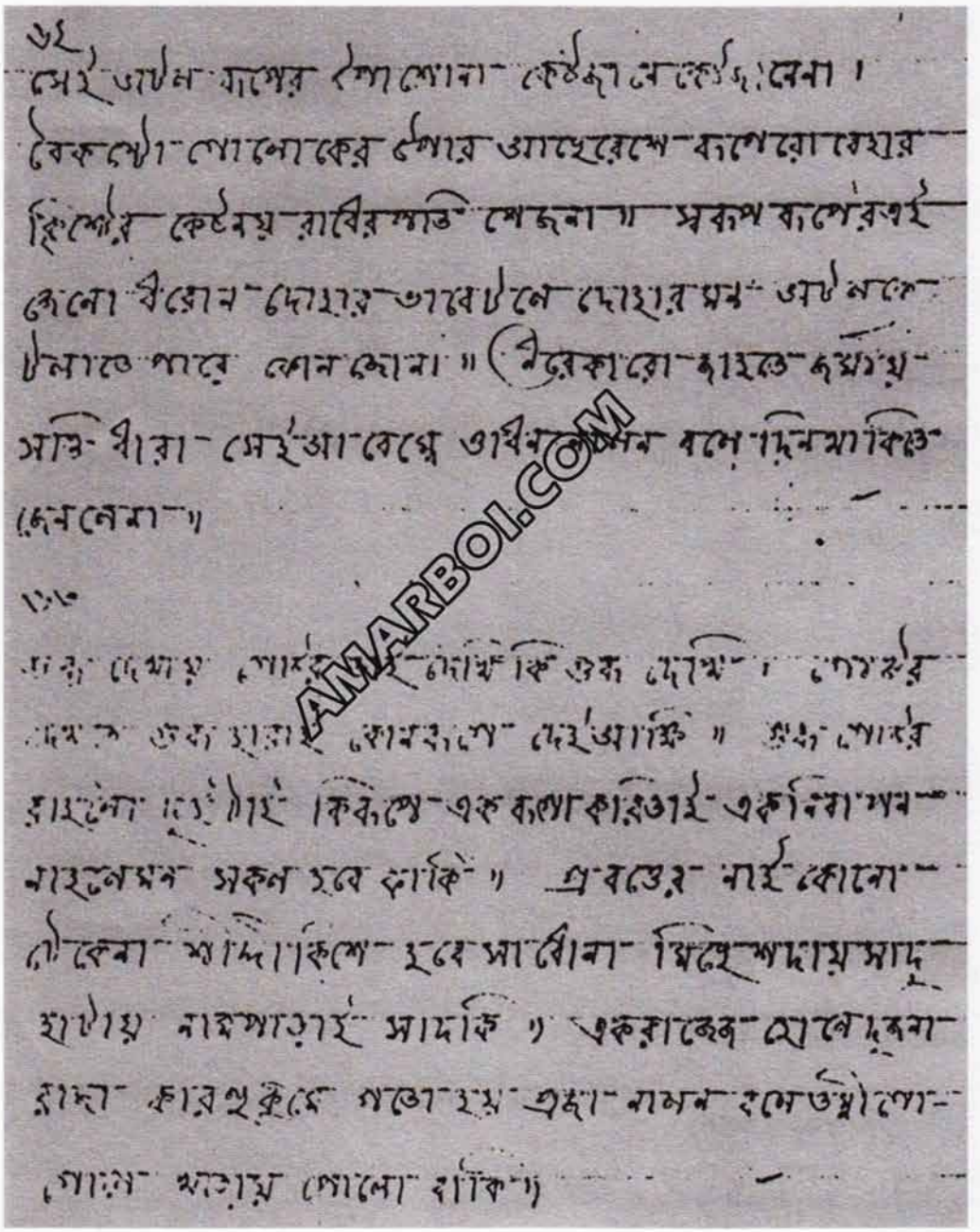

৬২
সেই অধম যাগের সোনা সোনা কেউ জানে কেউ জানে না।
বৈকুণ্ঠ গোলোকের উপর আছে রে সে বাগেরো বাহার
কিশোর কেউনয় রাবির শক্তি শেজনা॥ স্বরূপ বাগেরবই
কেনো বিরোন দোহার আবেবনে দোহার মন আবলকে
চলাতে পারে কোন জোনা॥ (নীরেকারো হাইতে দখায়
সাত্তি বারা সেই আবেশে অধিন লালন বলে দিনমাবিতে
চেনেনা॥

৬৩
যার দেখায় গোঁসাই এই দেখি কি গুরু দেখি। গোঁসাইর
দেখ কি গুরু ছাড়াই কোনখানে দেই আঁখি॥ গুরু গোঁসাইর
হাইলো দুই ঠাই কি রূপে এক কলো কারিতাই একলিলা পর
নাহলে মন সকল হবে ফাঁকি॥ এ বস্তের নাই কোনো
চৌকেনা শান্দাকিশে হবে সাবোনা মিশে শহদায় সাদু
হাতায় নারপারাই সাধকি॥ একরাজের যোগেদনা
রাম্মা কারগুরুরে গতো হয় এদা নামন বলে ওগ্রীপো-
গোনা মজায় গোলো বাকি॥

৬৪

আকারহীন নিরাকার সেই রববানা। আহাম্মদ আর আহাদ
নামের বিচার যেনে মাথা জানা। মাটির বান্দার দেহে
খোদাসে নুরাই। আহাদ নিরবসাথ আহাম্মদ বোলে
শেনা। আহাম্মদ নামে দেখি নিরহরোফ নেমে পাকামিম
গেলে আমার দীন আহাম্মদ নামমা পেয়া। বহুরূপে
সম্মুখে তোমার তুমি কোথা খুঁজিতে কি করো নাদন ভেদ
কাকস্যায় সই খোদেনা।

৬৫

ওদুষী নুরের ভেদবিচার আমাদিতবর্তে। নবিজীর
নিরূপ খোদা নুরসে কিশ্রকার। নবিরজেন আকারহিলো
আহাতে নুরতোআয় বলে। নিরাকারে কিশ্রকারে নুরতোয়ায়
খোদার। আকার বলিতে খোদা সরাতে নিশেদ সদাআকার
বিনে নুরতোআলে প্রমান কিপোতার। ধাত এলাহিহিলো
ভূতে কিফলে এলোহিতে নানবলে নুরাদিমিলে যেতো
ঘোর আন্ধার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

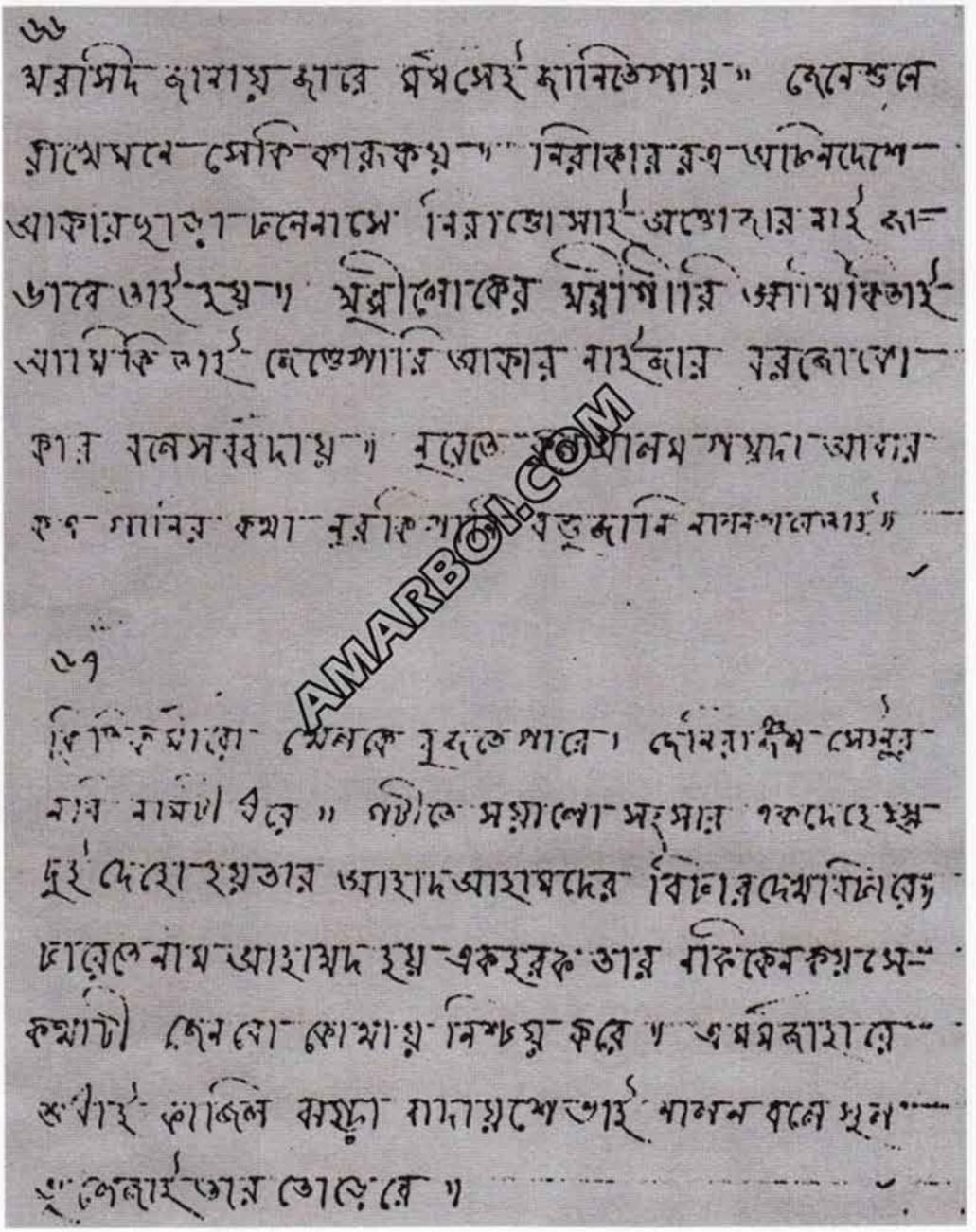

৬৬
মরসিদ জানায় জারে মর্ম্মসেই জানিতেপায় ॥ জেনেশুনে
রাখেমনে সেকি কারুকয় ॥ নিরাকার রূপ আছিনদেশে
আকারছাড়া চলেনাসে নিরাঞ্জোসাই অঞ্জোদার নাই জা-
ভাবে তাই হয় ॥ মুর্সিদোকের মর্সিদীর আমাকিতাই
আমিকি তাই সেত্তেপারি আকার নাইজার বরজোখে
কার বলেসর্ব্বদায় ॥ নুরেতে আলম পয়দা আবার
কত গানের কথা নুরকি পারি বড় জানি লালন বলে তাই ॥

৬৭
কি কিয় মারো সেনকে বুঝতে পারে। কোন রাগিনী সোনার
নার নামটী ধরে ॥ পটীতে সয়ালো সংসার হতেছে সুন্দ-
দুই দেহো হয়তার আহাদ আহাম্মদের বিচার দেখাচিদারে
চারেতে নাম আহাম্মদ হয় একহরফ তার নফি কেন কয়সে-
কথাটী জেনো কোথায় নিশ্চয় করে ॥ এমন জাহারে
সাঁই কাজিল মহবা জানায় শেষে তাই লালন বলে শুন
শুদ্ধ জেনাই তার তোরে রে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৮

কোথা আছেরে সেইদিন দোরোদি সাই। চেতোনগুরুর
সঙ্গোলোং খবোর করো ভাই॥ চক্ষু আন্দার দেলের ধোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লোকায় কি রঙ্গ সাই দেখচে সদায়
বশে নিগুম ঠাই॥ যেতেবাদি যাদেখবে আর কোথা কি-
রূপে পাবে মনেস্তক থাকতাহবে কিসে বুদ্ধিভাই॥ এখানেো
দেখলাম যারে চিনবো তারে কেমন করে ভাগ্যেতি আখে-
র তারে দেখতে যদি পাই॥ সমঝে ভবনে সাধন করো নিক-
টে ধন পেতে পারো লালন কয় নিজমকাম ঢোঁড়ো বহুদুরে নাই,

৬৯

আব হায়াতের নদি কোন খানে। জানে কেন্দ্রা পিরের খান্দান
দাও দেখিয়ে সন্ধানে॥ সেই নদির পিছোল ঘাটায় চাঁদ
লোটালে খেলচেরে ভাটা দিনদুনিয়া জোড়া একটা মিন
আছে তার মাজখানে॥ মওলার মহিমারে ইন্নাওসেনাদিতে
বহে অমূলো পানি তার একরতি পরশে পানি অমর হবে
সেই জোনা॥ আবহায়াতের মর্মজেনে পায় ইসনা আসা
আহারিয়ে খেরাজ সাইর আদেশে ওবিন লালন ফকির তাই ভনে॥

AMARBOI.COM

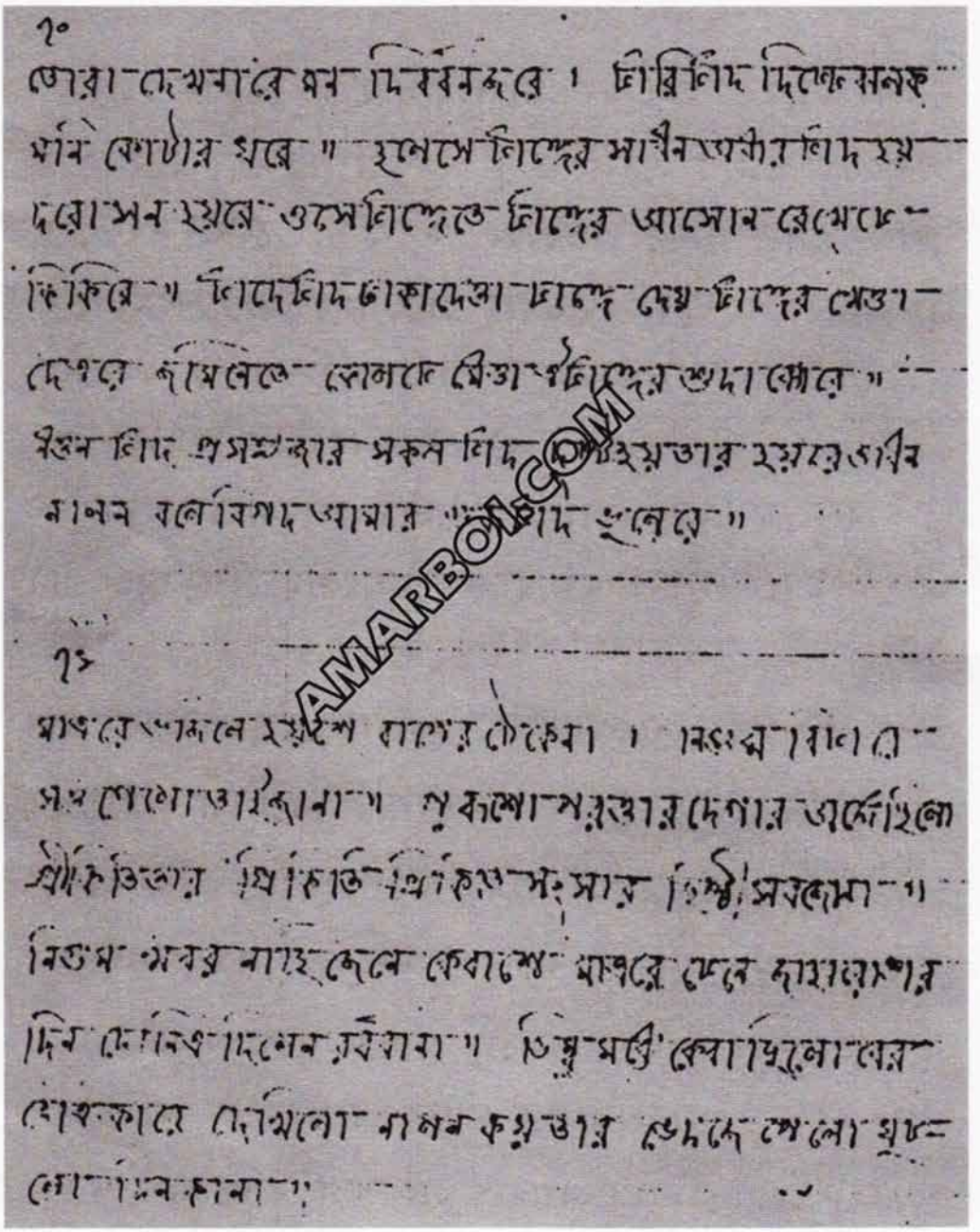

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

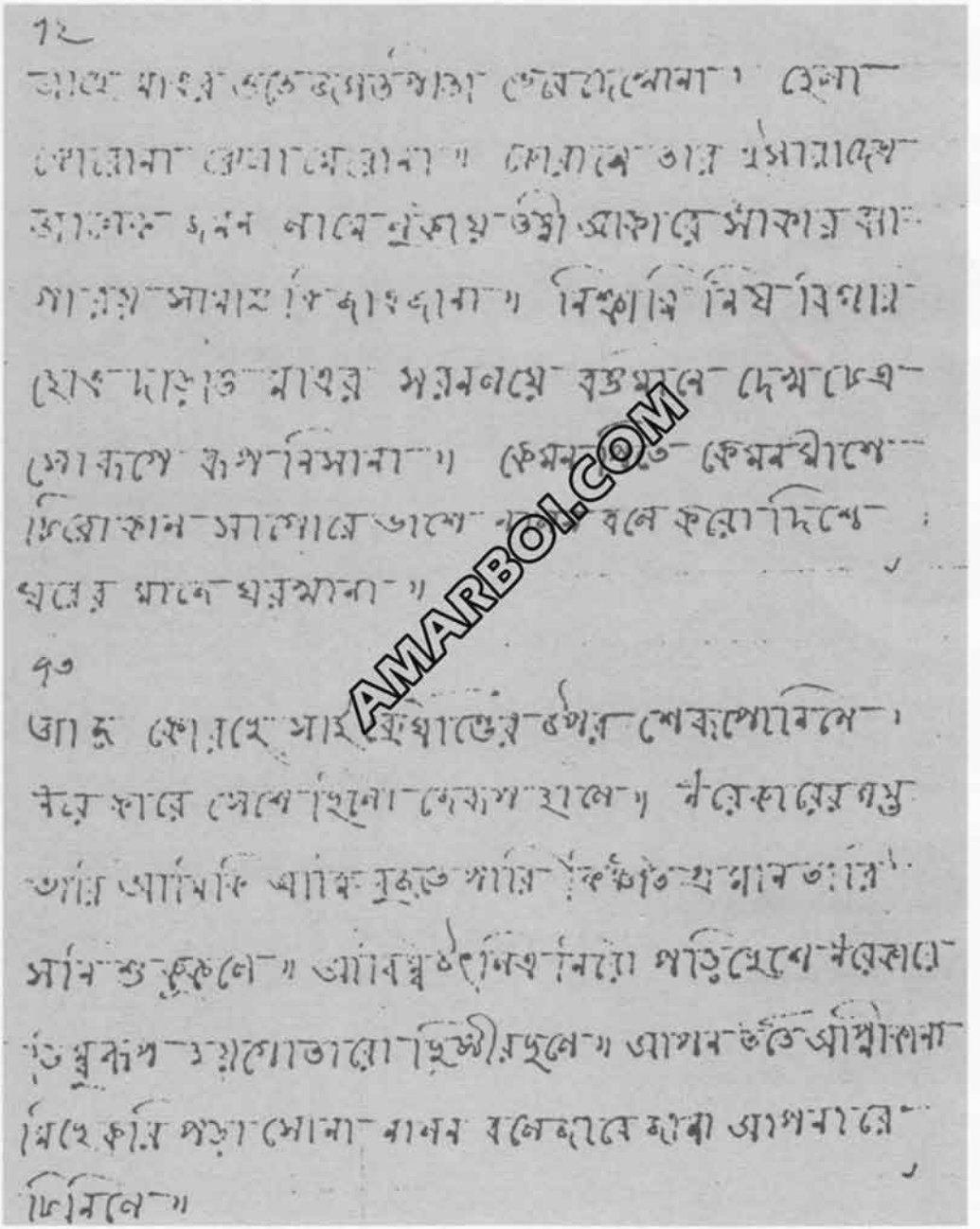

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

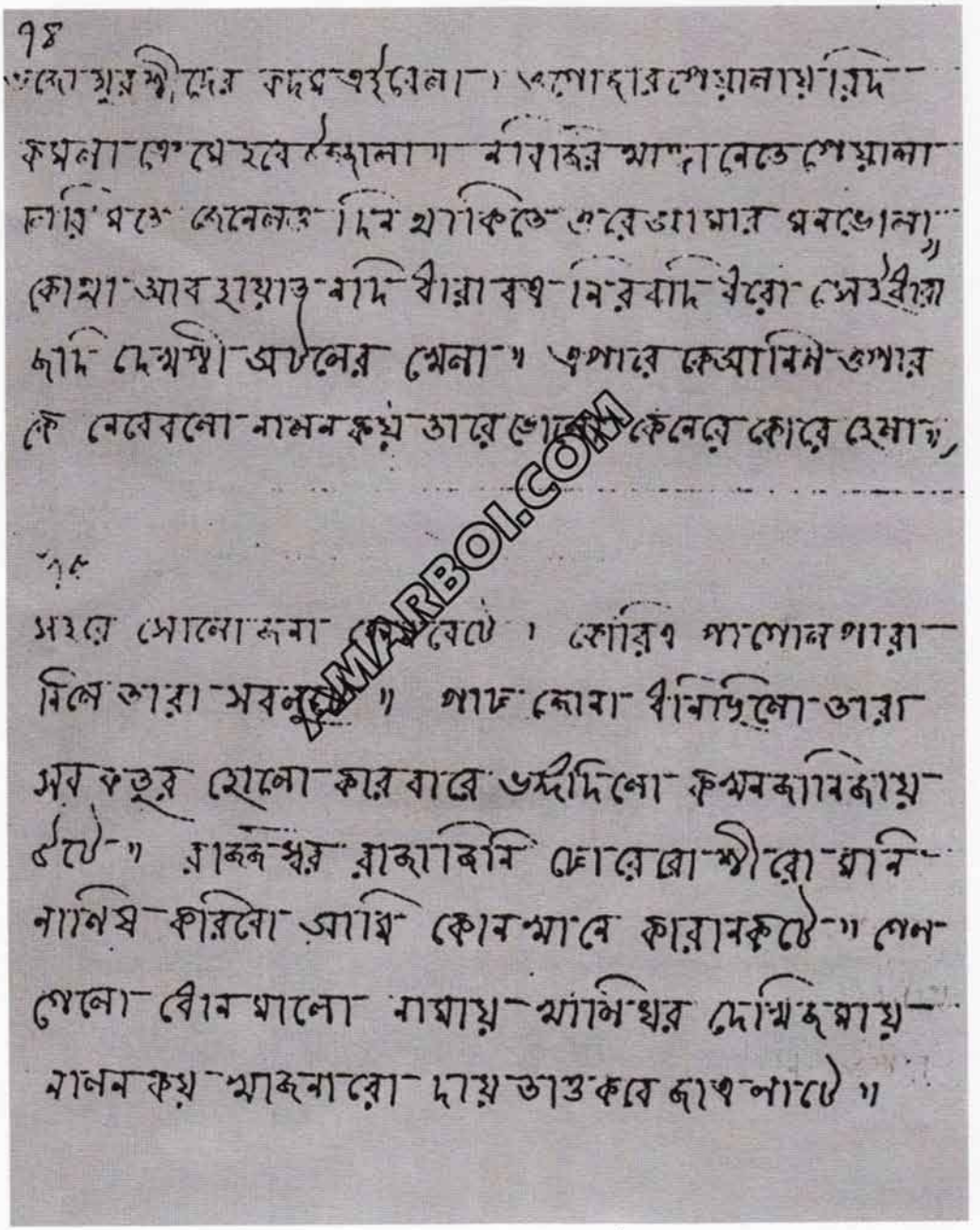

৭৪

ভবে মুরশীদের কদম হইলেনা। খোদার পেয়ালায় রিদ—
কখনো পেয়ে হবে উজালা।। যাঁহারা আপনি নিতে পেয়ালা
তারি মতে জেনেলও দিন থাকিতে ওরে আমার মনভোলা,,
কোথা আর হায়াত নাদি থাকা বত নিরবধি থাকো সেইখানে
জাদি দেখস্থী অথলের খেলা ।। এপারে কেআমিনে ওপার
কে নেবেবলো লালন কয় তারে ভোলা কেনেরে কোরে হেলা,,

৭৫

সহরে সোলো জনা বোম্বেটে। করিয়ে পাগোল পাগ্লা—
নিলে তারা সবলুটে।। পাচ জোনা ধনিতিলো তারা
সব বক্তুর হোলো কারবারে ভর্দিদিলো কখন জানি জায়
ছুটে।। রাজেশ্বর রাজাখানি জোরেরো শীরো মানি
নালিষ করিবো আমি কোনখানে কারানকুটে।। গেল
গেলো বোনমালো নামায় আমি ঘর দেখি কমায়
লালন কয় খাজনারো দায় তাস্ত কবে জাথলাটে।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

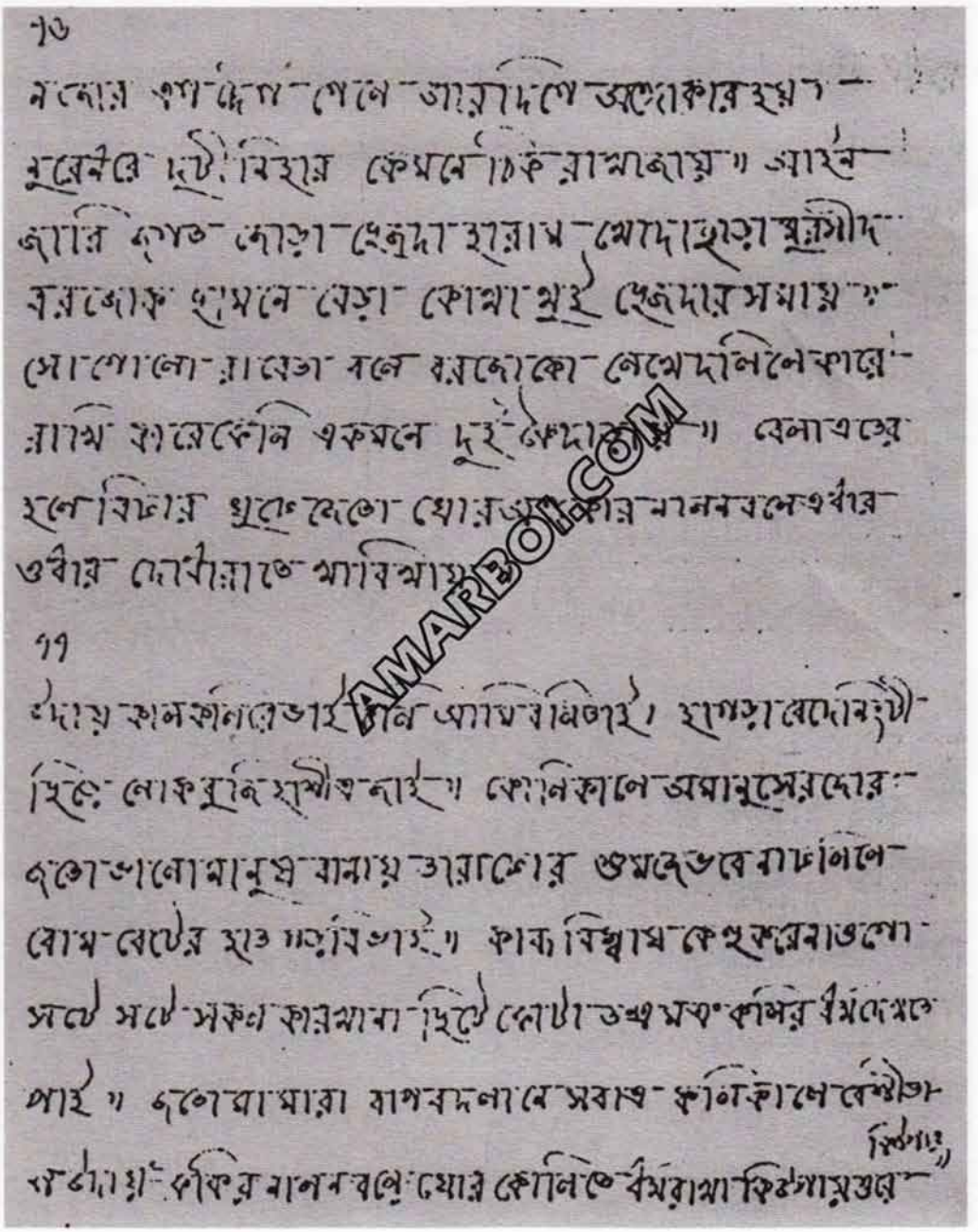

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

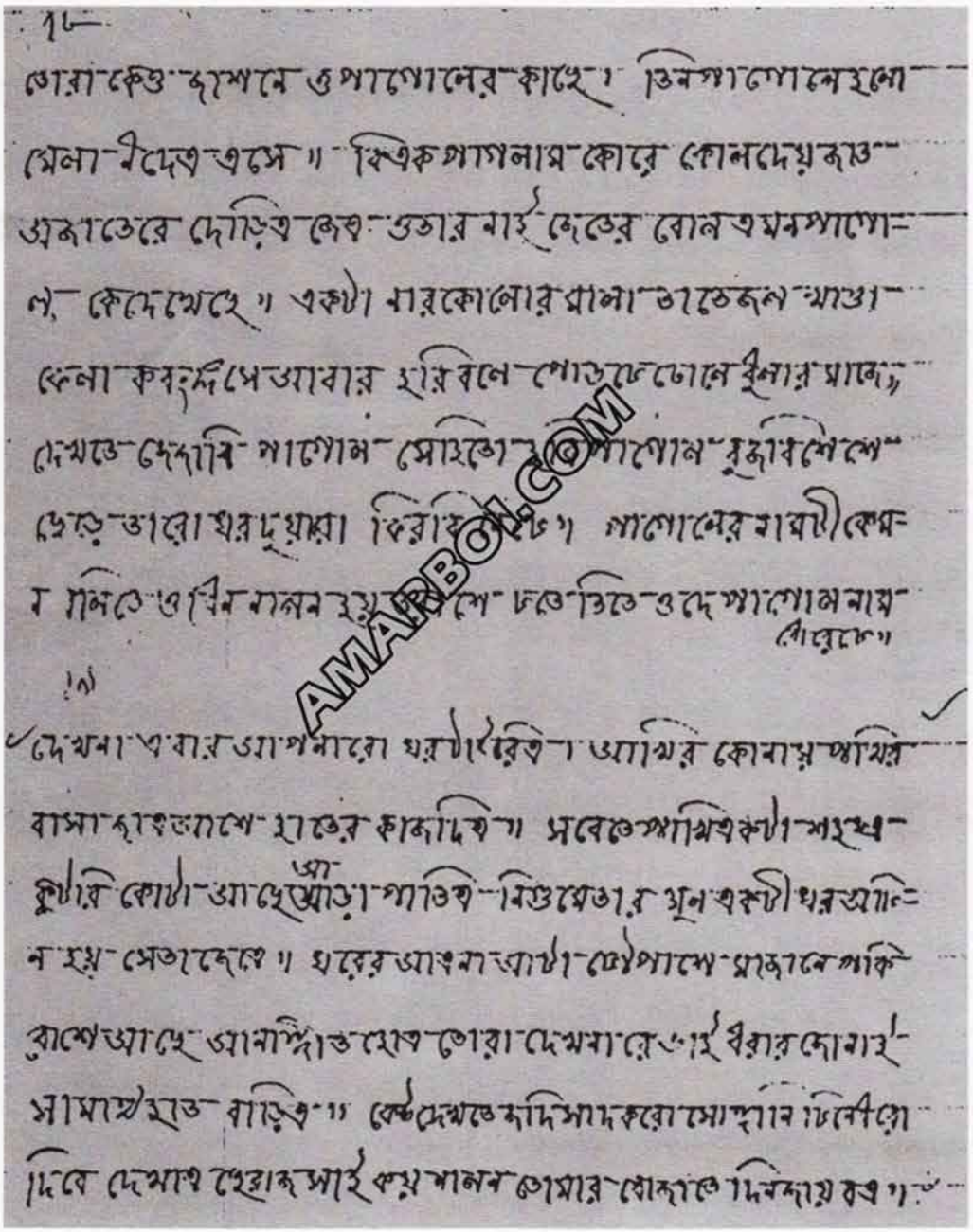

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

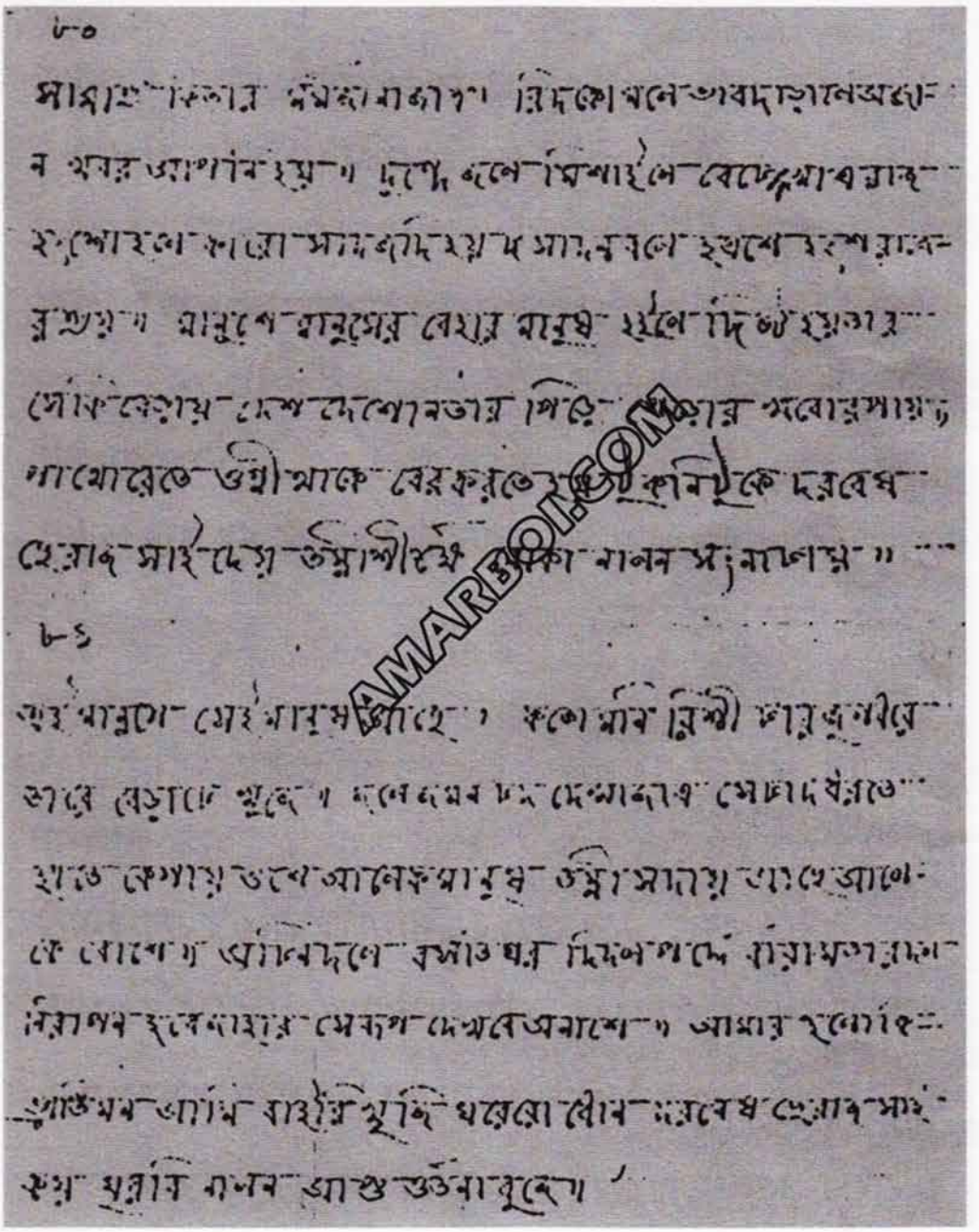

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

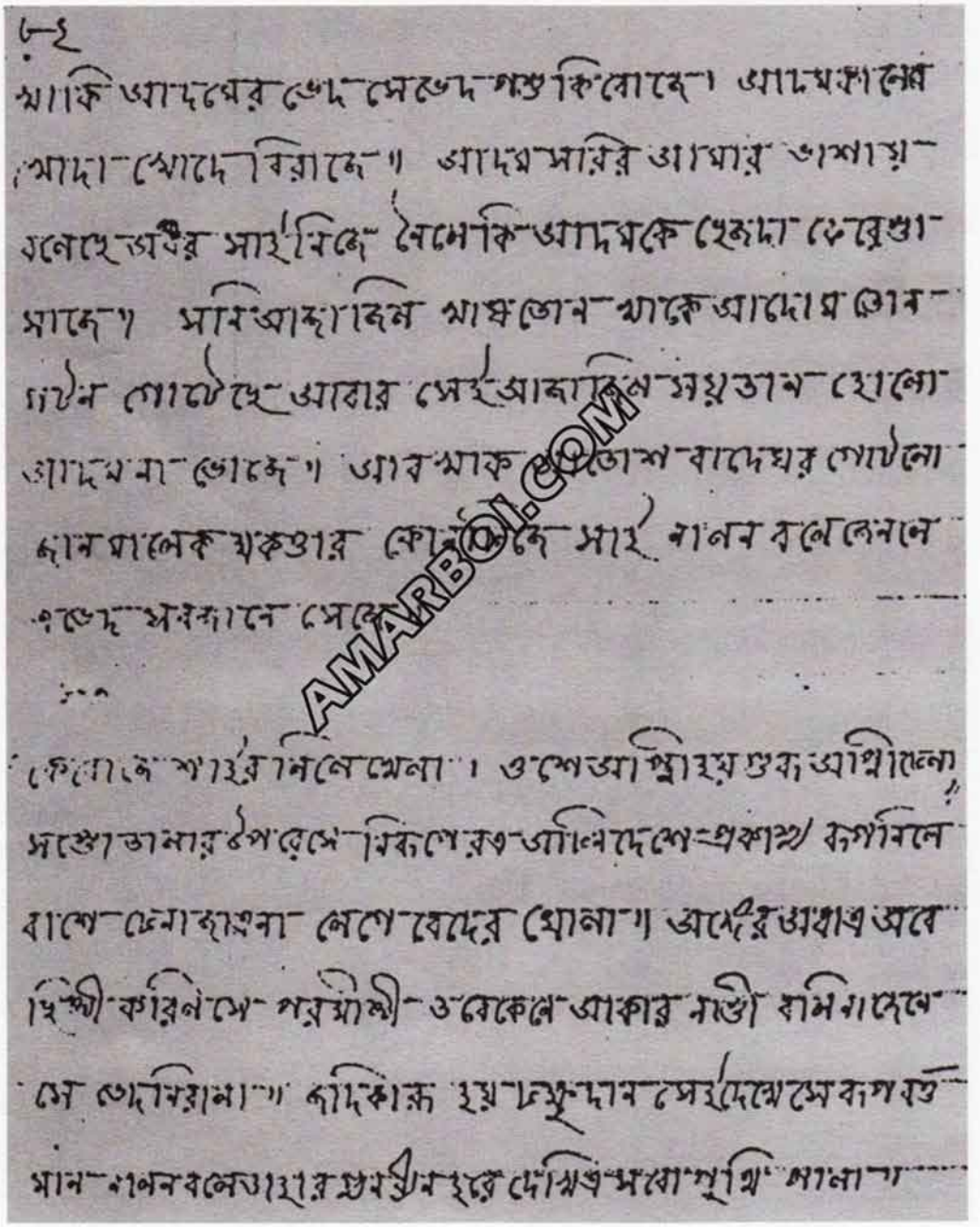

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

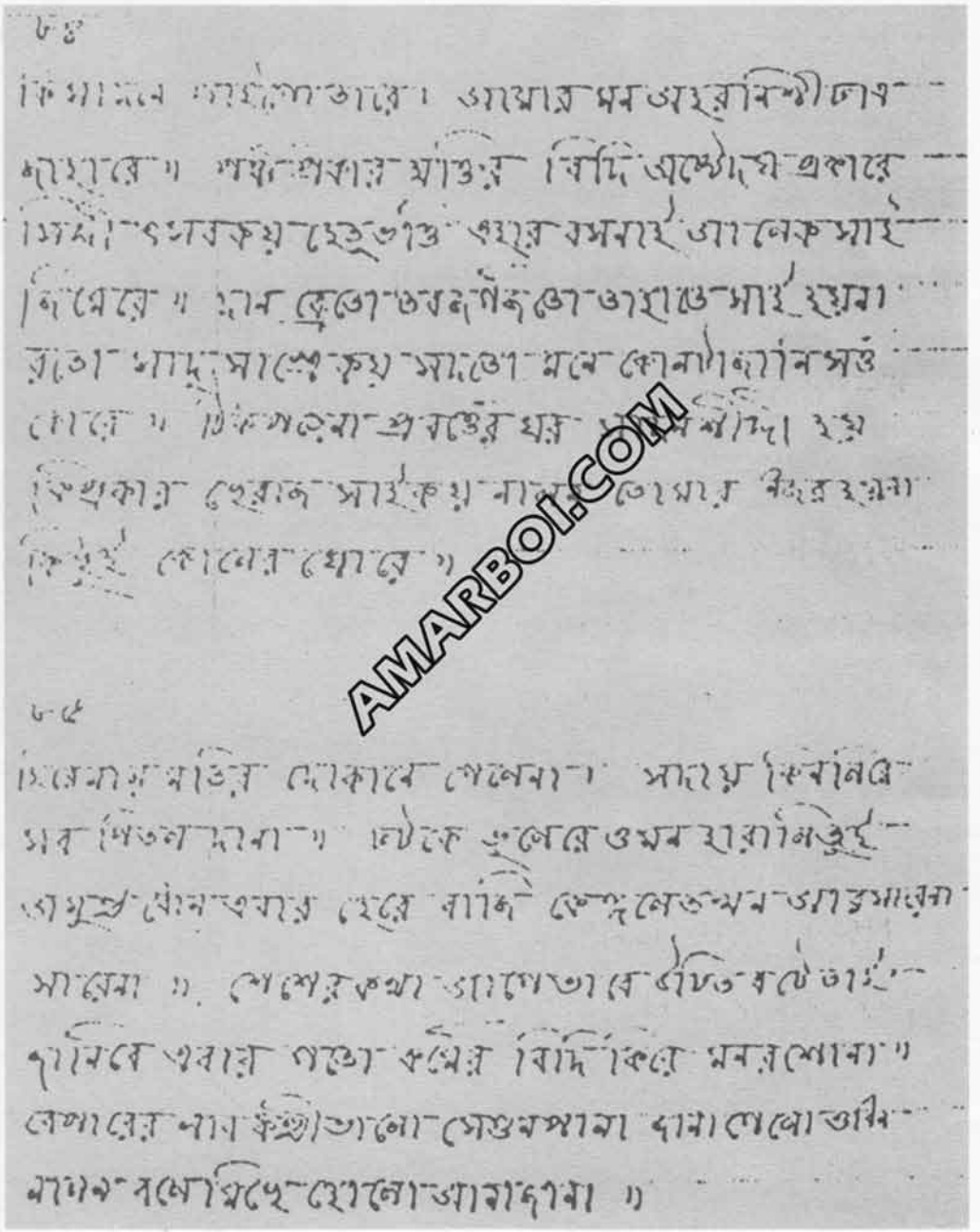

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

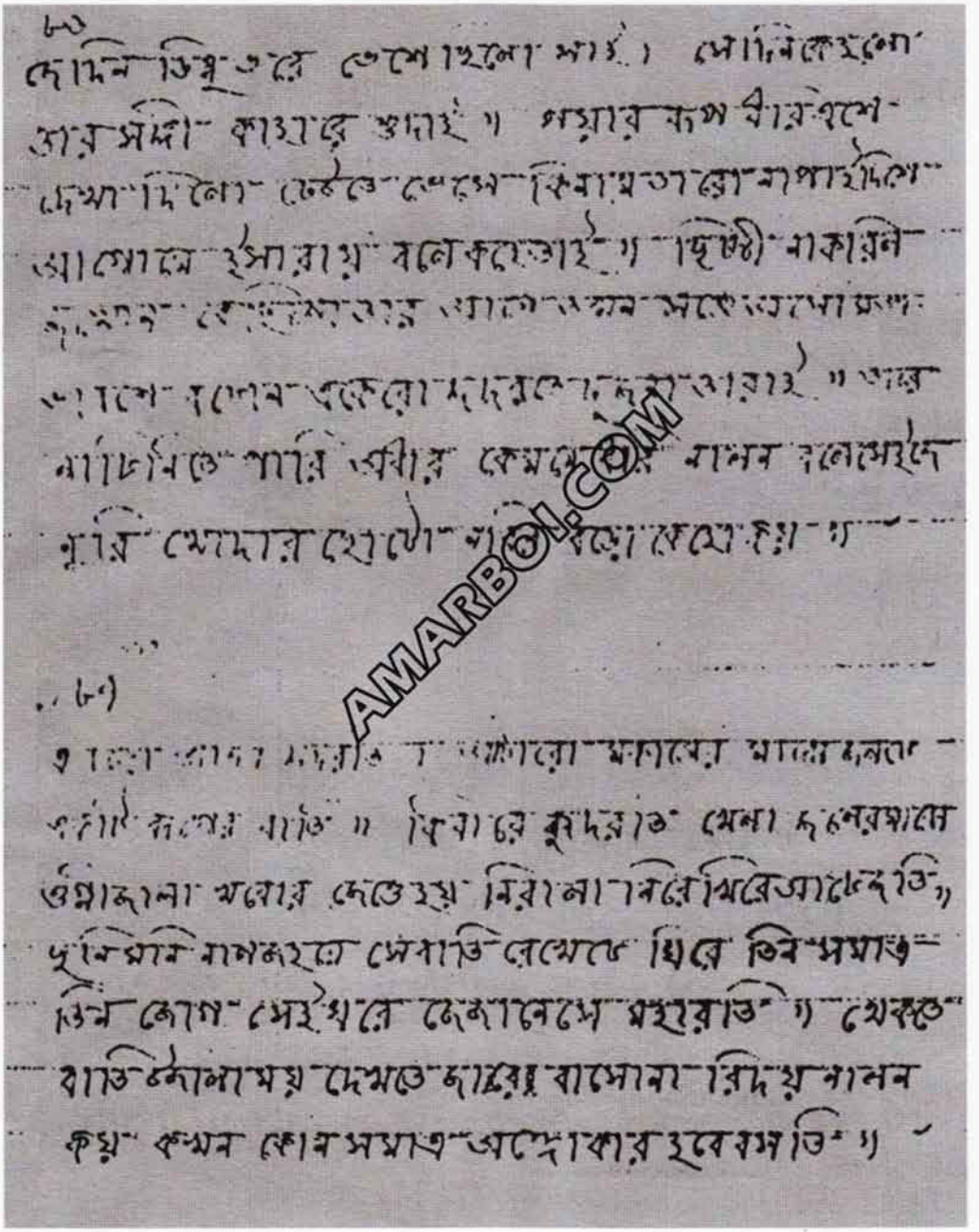

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৮
কারভাবে সায় নদে এলো সে। ওতার প্রেমের ভাবেরকি
অনুসার ছিলো ॥ সোনো কেরো ভাব ভেবে সেভাব
প্রভু ব্রজপুরে সোখ ছিলো জোইভাব এবে নাই তোসে
ভাব দেখি নতুনভাব এভাবো মুড়িতে কোপীন হুলো ॥
সত্ত রূপে সাদি কৌসাকি ছিলো তেতায় সার্দ্দ সাতে
লক্ষ হলো এবে দাপরে সঙ্গীনি রাধা রুদ্দীনি কেনির
ভাবে তারা কোথায় রলো ॥ কো[illegible]সের ভাব থকি
অসম্ভাব নাই ব্রতো পূজা না[illegible]নাব ছিলো উঙী
বেষ কি বোল ওন্তো কৌ মণ্ড[illegible] নিতাই আবার তায় বেদে
দিলো ॥ হেরর ভাব [illegible] ভাব লেওা হলো দাশ নাজা-
নি কখোন কি ভাবো [illegible]য় কষ্ট তিলোটী নিলে একানী দিয়া-
য় লালন বেবে দেশে নাই পেলো ॥

৮৯
হরি কান্দে হরি বোলে কেনে। রাধা বলে চীতনে ॥ হরিবলেহরি
তোরা নীতলে দও দলবারা কিছলে এসে সে পোরার এই নদিয়া
ভুবানে ॥ সরাজতো পুরুষ নারি দেখিতে আইলাম হরি হরিকে
হরিলো হরিই দানি সেহার কোন খানে ॥ সোর্ষের হরি দেখের
এবার কতো পুরুষ নারি খেরে দায় ঘর সেই হরি কি করে এবার
জানি সেই হরি কি করে তার ওই লালন ভাবে মনে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

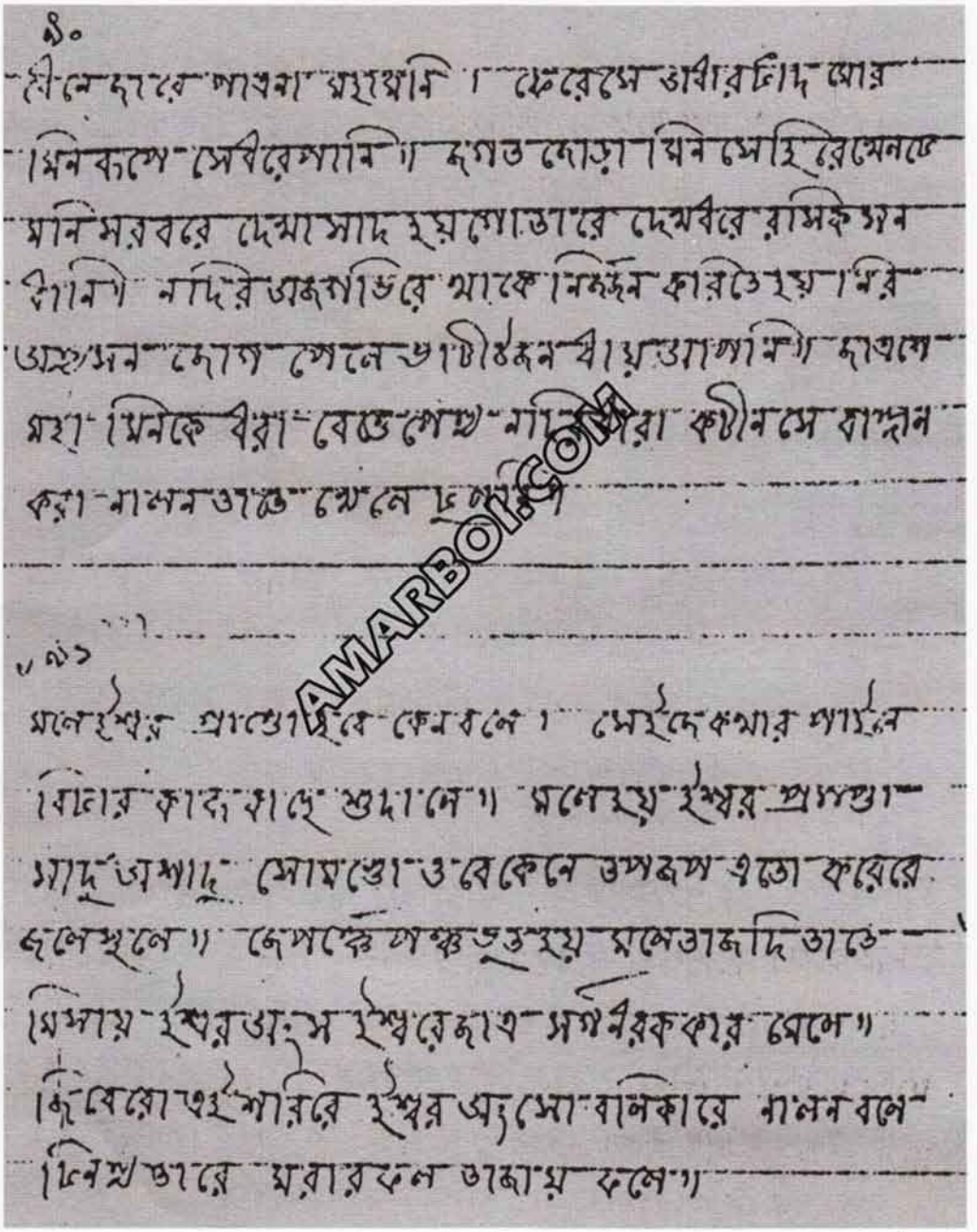

৪০

কী নে দারে পাবনা মহাধনি। ফেরেসে ভাবার চাঁদ মোর
মিন রুপে সেবিরে পানি॥ দগত জোড়া মিন সে হিরে মেনচে
মানি মরবরে দেখা সাদ হয় মোতারে দেখবরে রসিক মন
মানি॥ নদির অন্তভিরে থাকে নিরন্জন কারতে হয় মিরি
অন্বেসন জোগ পেলে ত্রিবেনির বায়ু ভাসমান॥ দাবলে
মহা মিনকে ধরা বেড়ে গেছে সাদিরা কঠিন সে বান্দন
করা লালন ভাকে মেনে চুপি॥

AMARBOI.COM

৪১

মনে ইশ্বর প্রাপ্তো হবে কেন বলে। সেই দে কথার পাইনে
মিনার কাদ হাতে শুদালে॥ মনে হয় ইশ্বর প্রাপ্তো
সাদু অশাদু সোমস্তো ত বেকেনে তপজপ এতো করেরে
জলেস্থলে॥ জেপক্কে পক্ক তত্ত হয় মনে তাজদি তাতে
মিশায় ইশ্বর অংস ইশ্বরে জাত সর্গনরককার মেলে॥
কি বিরো এই শারিরে ইশ্বর অংসো বাকিকারে লালন বলে
নিস্থ তারে মরার ফল তাজায় ফলে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯২

মুলের ঠিকনা পেলে সাদন হয় কিসে। কেউ বলে রে
শ্রীকৃষ্ণ মুল কেউ বলে মুল প্রেম সে। প্রেম ইশ্বরের দুই তো
নেয়াহার সাধুর কর্ত্ত চোলাচিলা কি তারো তো কার হতে
হয় শেষ দিশে॥ কোথা দাই কিবা কারি বোলেনে
কেহাই পোলে হারি লালন কয় একজেতেনার উদয় হতে
বেড়ায় মনভেশে॥

৯৩

মুরশিদের ঠাই নেনারে ভেদবুঝে। এদুনিয়া খিনায়
খিনাতে কি ভেদ নবি জানি এখে॥ খিনার ভেদ
খিনায় খিনায় হাসনারে ভেদ হাসিনায় জেতাসে
জার মন হলো ভাই সেই তাসে শে দাড়িতছে॥ মুক্তি
কুসভাব তারে ভেদ জানিনাই নবি ভেদের ধরো দিখলাই
চাবী সবার কথা জানি এছে॥ সেক তোর বান্দারাদ-
দতো ভেদ শুনে আত্তো নিয়া হলো নাদানেরা শুন ঘাটিতো
মঙ্কুর তার সাবুদ জাসে॥ ওপাখির হোশার দার নাম তাই বুঝে
মদনবি কালাম ভেদ ইসারা লিখতা মম লালন বানি নাই বিজে॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৪

কারবলে অটল প্রাপ্তি ভাবিতাই। অদ্বৈনয় হইলে নির্ব্বান
মুক্তি বলে তাও গোসাই। দেখারে কয় অটল প্রাপ্তি কিবা
হবো সাতের সাতি ভজনকি সারাসেই অবধি, কস্তুরের কি
প্রাপ্তি নাই। সিনাসান প্রাপ্ত হত্তা অটল বলে গোসাই তারা
সর্গে জেয়ে, শুকশাও সেও তো নহে ঠিক ঠাই। কেশ জেয়ে
সর্গ বাশে শাল হলে ফের জন্মে আসে লালন কয় ঠর্বশী
বাদে নিত্যনিতার প্রমান জানা না পাই।

৯৫

দিমলে দিব্যজ্ঞান কোন সংসারে। ইশ্বরের ঘর বাড়ি কাদি
হয়ে অপার ভুবনে। রামনারায়ণ পাঠর হরি ইশ্বর বাদি
গর্ব্বকারি তারা তবে গর্ভ বারি এসংসারে হয় কেনে। কার
তারে ইশ্বর বলা বুঝা নাই তার অর্দ জানা। ইশ্বরের হয়
দমো দালা ভাবো কিসে তাই মনে। ত্রিজগতের মনবর
সাই কর্ম্ম ত্রেতো তার কিছু নাই। সিরাজ সাই কয় লালনরে
তাই থাকো মদায় ঠিক জেনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৬

কোন মোকামে জাবি মনুরায়। ওকত মেলো লাতজাদিকেও
পেকাম্মেনে তার খেজ তেয়ে।। মুদ্দনো টিকিরয়না
পাগে একম্মেলোরত আরমন ভার্গে ওলীদের সাদু
সংগে রোদাবিদির মন দুরেজাত।। রোজা স্বজা
দেস্তের আচার মনজাদি হয় করো তবার বেদাত্তির
কাজ বেদাস্তর মাথা বাদির কুজুরা।। তেবেবুঝে
একমনে বরো দোটানায় কেনঘুরে মরো খেরাজ
সাই কুত লালন তোরো ফুরাবে কোন সময়।।

৯৭

কুদরতের শীমা কেজানে। অশ্নীকরে আপনাক্ষীর
রশ্মীত আলজবানে।। আলজবানের খবর হলেতার
কিঞ্চিত নাজর মেলে লৈলে রাগড়া কথা বলে তরিথাদিরে
সবজোনে।। মোদকে চিনলে খোদা চিনি খোদ খোদা
বলেছে আপ্নি। মান আরফা নফচুশু ফানি বোজো তারো
কি মানে।। দেবলায়রে আমির সেইআমিকি আমি ২
লালনবলে কেবা আমি আমাতে আমি চিনিলে।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

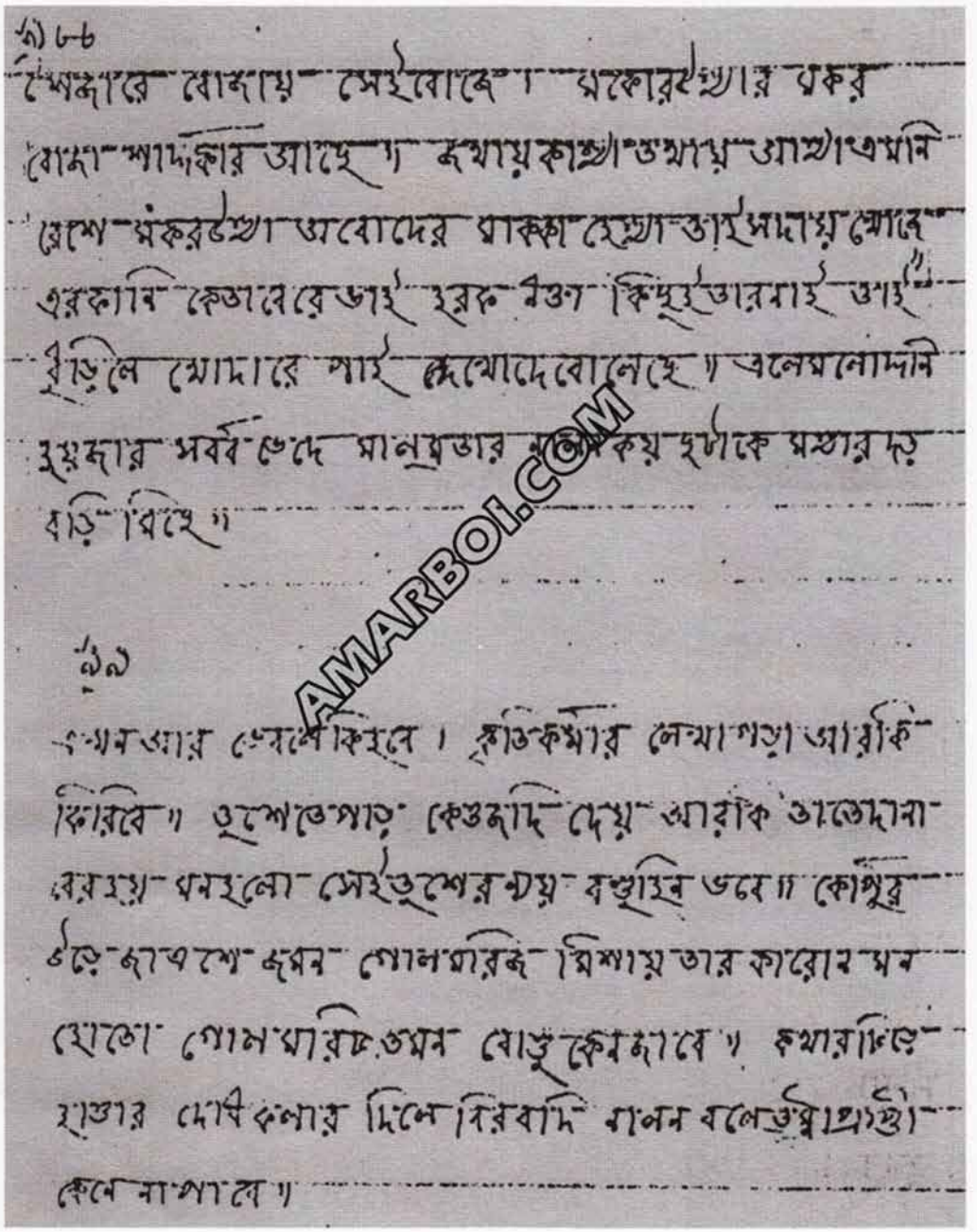

৮৮

খোদারে খোদায় সেই বোঝে। মকোরে খোদার ফকর বোঝা শাদ্দার আছে॥ কথায় কাস্থা তথায় আস্থা এমনি রেশে মকুরউল্লা অবোধের ধাক্কা হেল্লো তাই সদায় খোঁজে॥ এরফানি কেতাবেরে ভাই হরফ নাই কিছুই তার মাই তাই খুঁজিলে খোদারে পাই কেখোদে বোলেছে॥ এলেমলোদ্দানি পুয়দ্দার সর্ব্ব ভেদে মানুষ তার মোকাম কয় ইহাকে মসার দড় বাড়ি বিছে॥

৮৯

এখন আর ভেবে কি হবে। ক্ষতি কর্মার লেখা পড়া আর কি ফিরবে॥ ভুশে ভে পাড় কেউ বাদ দেয় আর কি তা ভেদানা হয় ধন হলো সেই ভুশের দায় বশুইন ভবে॥ কোটুর চড়ে জাত শে জমন গোল মরিদ মিশায় তার কারো মন যোতো গোম মারিফ তমন বোঝু কেন দাবে॥ কথার ছিলে হাতার দোষ কলায় দিলে বিরবাদি লালন বলে তুমি প্রান্তো কেনে না পাবে॥

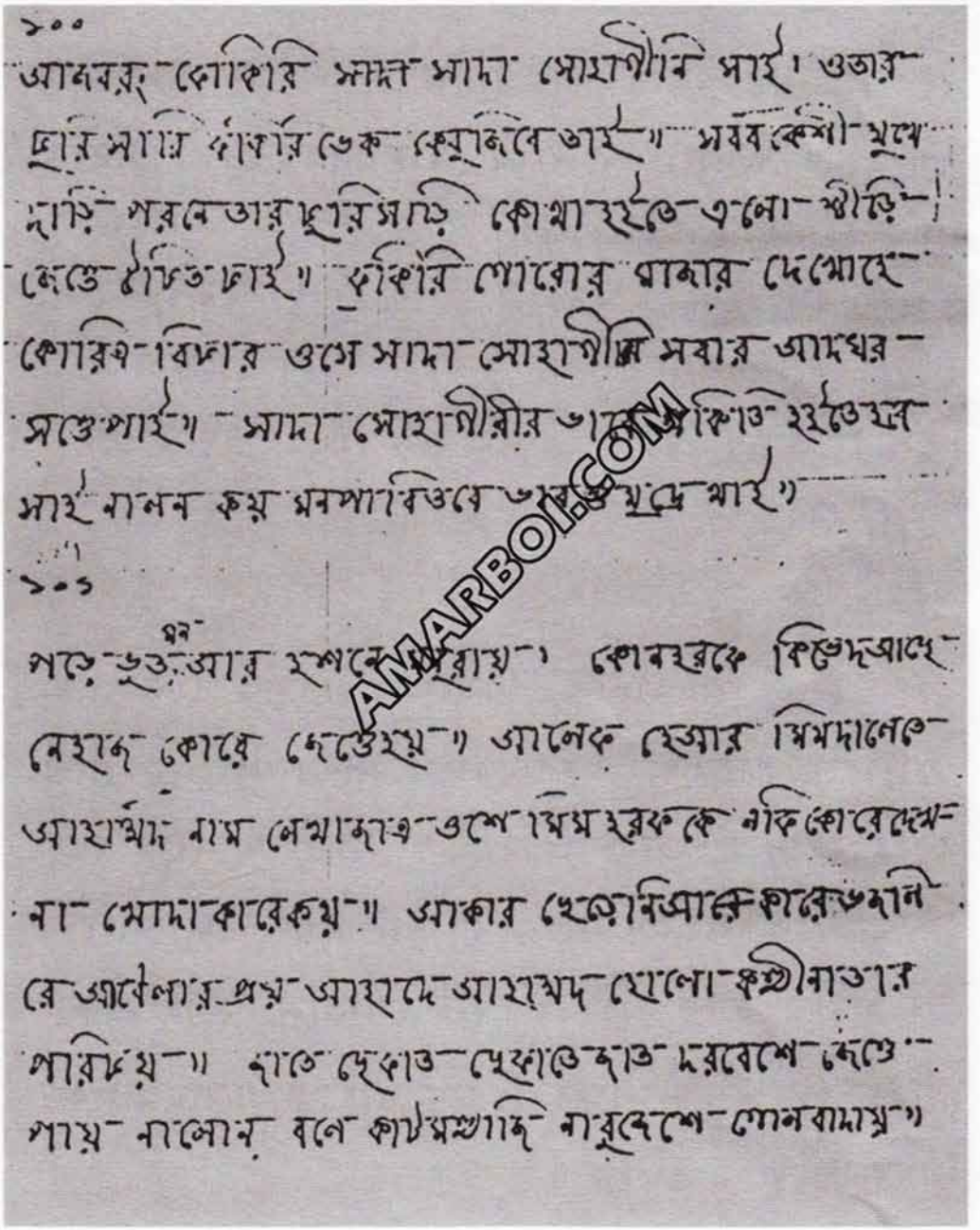

১০০

আজবরং ফোকিরি সাদা সাদা সোহাগীনি সাঁই। ওতার
চাঁর সাঁয়া ধাঁধাঁর ভেক ফেরাদিবে তাই॥ সবর কেশী মুখে
দাড়ি পরনে তার ছুরি সাড়ি কোথা হইতে এলো ধারি!
জেতে চিনিত চাই॥ ফকিরি গৌরের মাজার দেখোছে
কোরিৎ বিচার ওগে সাদা সোহাগীনি সবার আদঘর
সত্যে পাই॥ সাদা সোহাগীনির ভাবে [illegible] কিতা হইতে যদি
সাঁই লালন কয় মনপাবিত্তবে ভাবে সুদ্ধ পাই॥

১০১

পড়ে ভূত (মন) আর হবে কে মুরায়। কোনখানে কি ভেদ আছে
নেহাৎ কোরে দেখ্‌তেহয়॥ আনেক হেজার মিমদানেতে
আহাম্মদ নাম লেখা জাত ওশে মিম হরফকে নফি কোরে দেখে
না খোদা কারে কয়॥ আকার হেকোন মানে কারে মানি
রে আকেলার প্রেয় আহাদে আহাম্মদ হোলো কঠিনা তার
পারিচয়॥ ধাতে হেদাত হেফাতে জাত দরবেশে জেতে
পায় লালোন বলে কাঠমোল্লাদি নাবুঝে শেষে গোল বাধায়॥

AMARBOI.COM

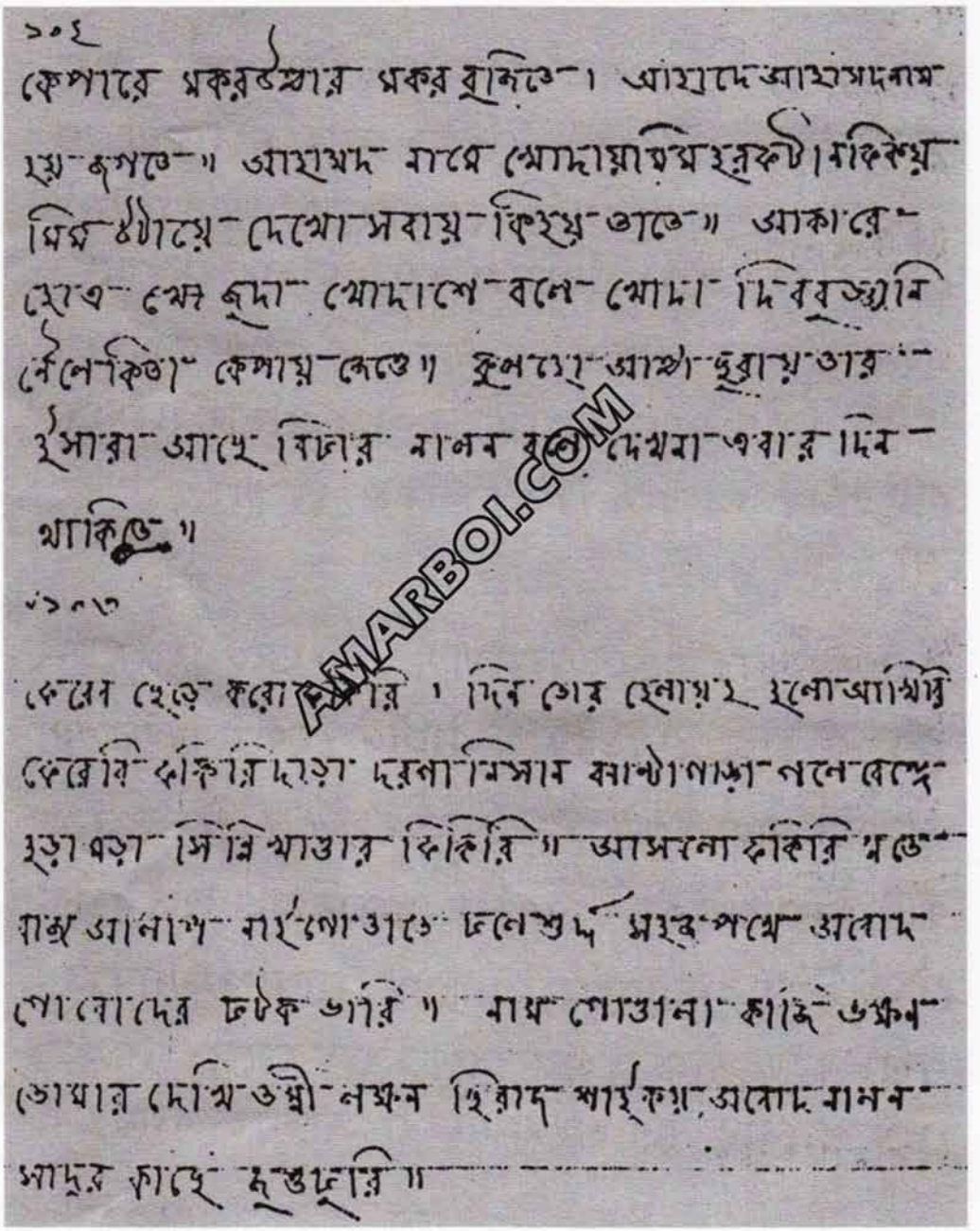

১০২

ক্ষেপারে মকরউদ্দার মকর বুঝিতে। আমাদে আহাম্মদ নাম
হয় জগতে॥ আহাম্মদ নামে খোদায় মিম হরফটী। নফি করয়
মিম উঠায়ে দেখো সবায় কি হয় তাতে॥ আকারে
হোতে খোদ জুদা খোদাশে বলে খোদা দিবরুজ্জানি
নৈলে কিতা কেশায় জেতে॥ কুলতো আস্থা দুরায় তার
ইসারা আছে বিচার লালন বলে দেখনা এবার দিন
থাকিতে॥

১০৩

ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি। দিন তোর হেলায় হেলায় হলো আখেরি
ফেরেবি ফকিরি দেয়া দরগা নিসান কাষ্টা মালা গলে বেন্দে
হয়া বড়া সিন্নি খাওয়ার ফিকিরি॥ আসলো ফকিরি মতে
গাঞ্জা আলাপ নাইতো তাতে ফলে শুদ্ধ সহজ পথে আলোদ
গোলোকের চটক ভারি॥ নাম গোত্তানা কাজে ভজন
তোমার দেখি উল্টা লক্ষন হিরাদ শাইকয় অবোধ লালন
সাদুর কাছে দুস্তুরি॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

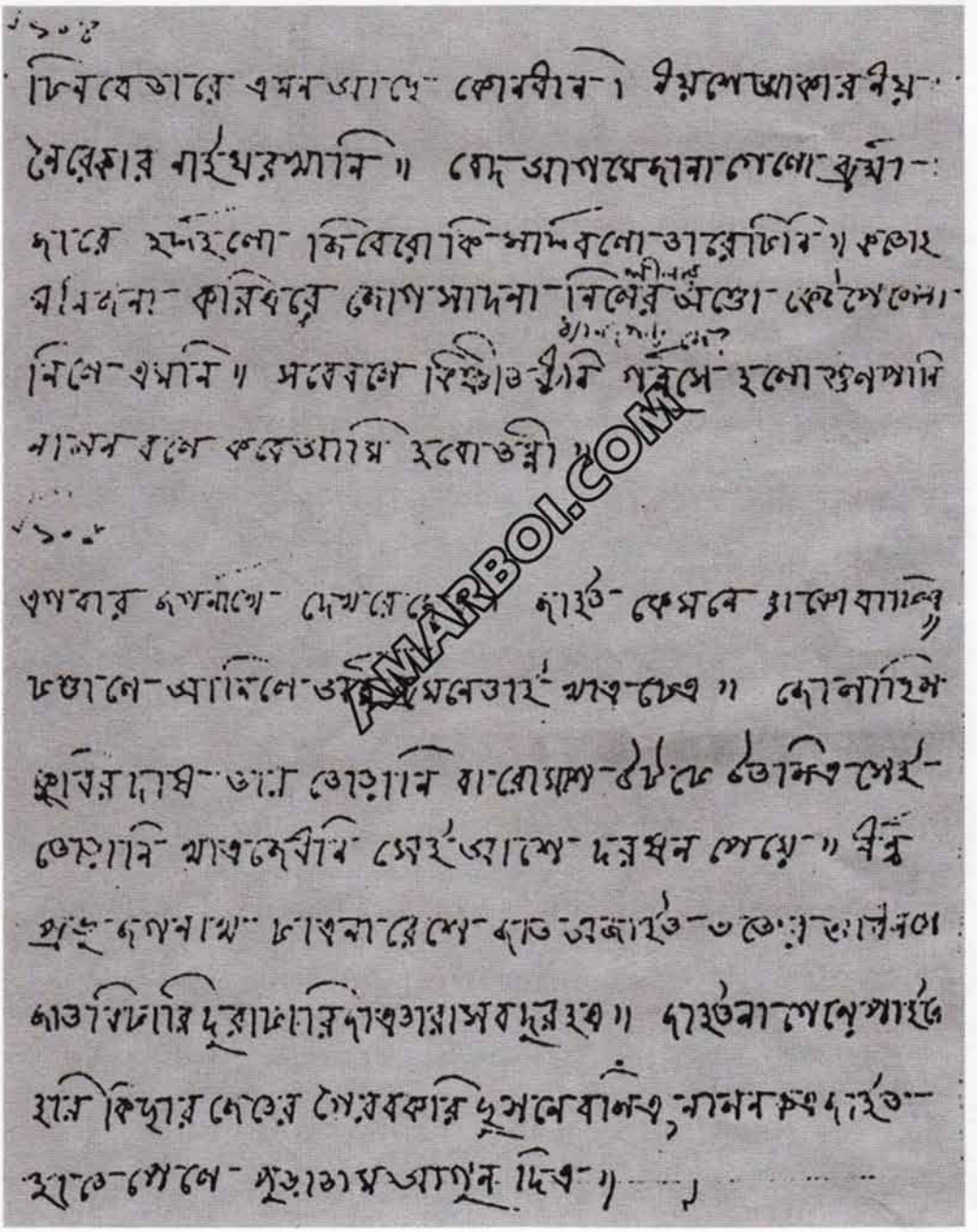

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

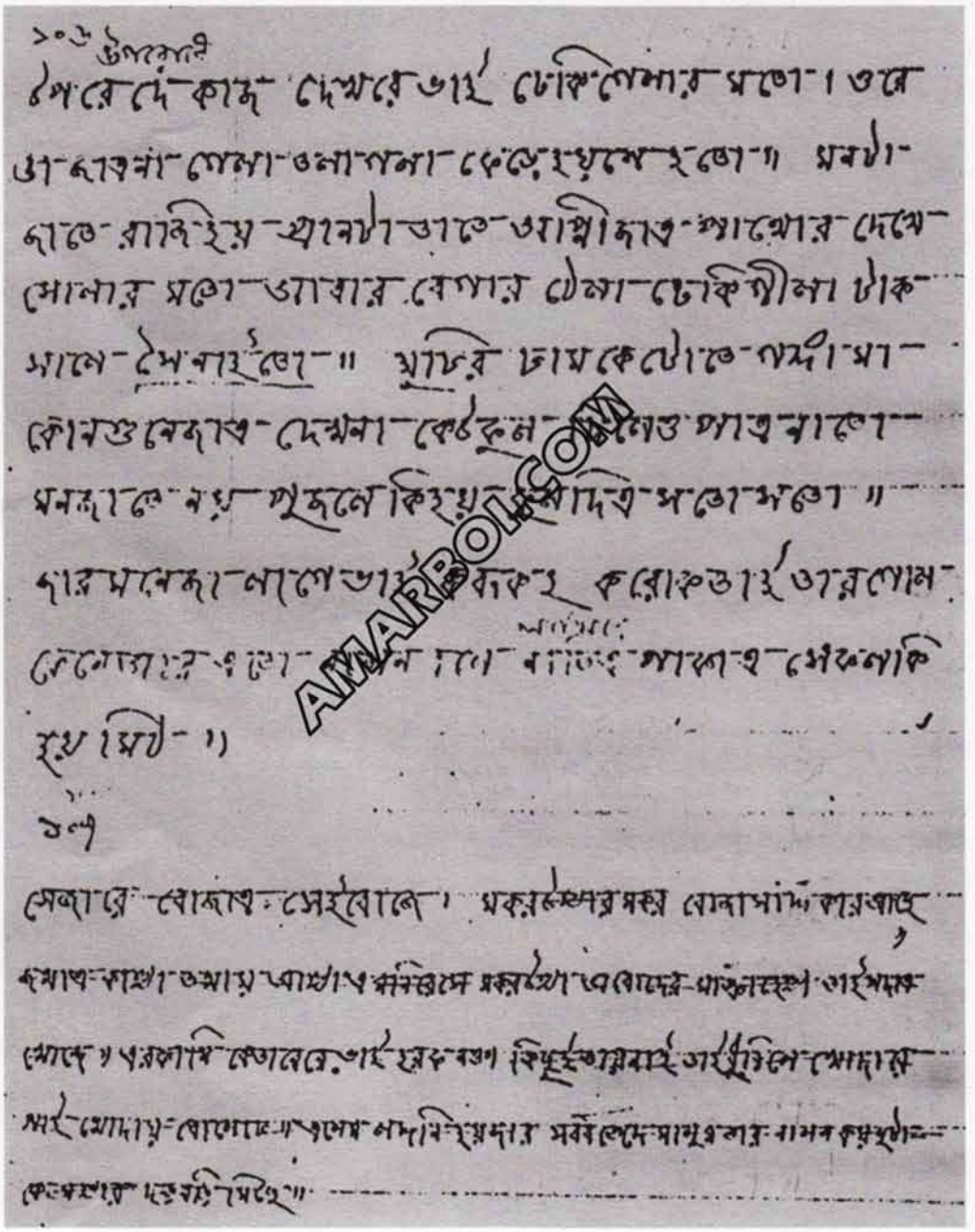

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৮

১০৯

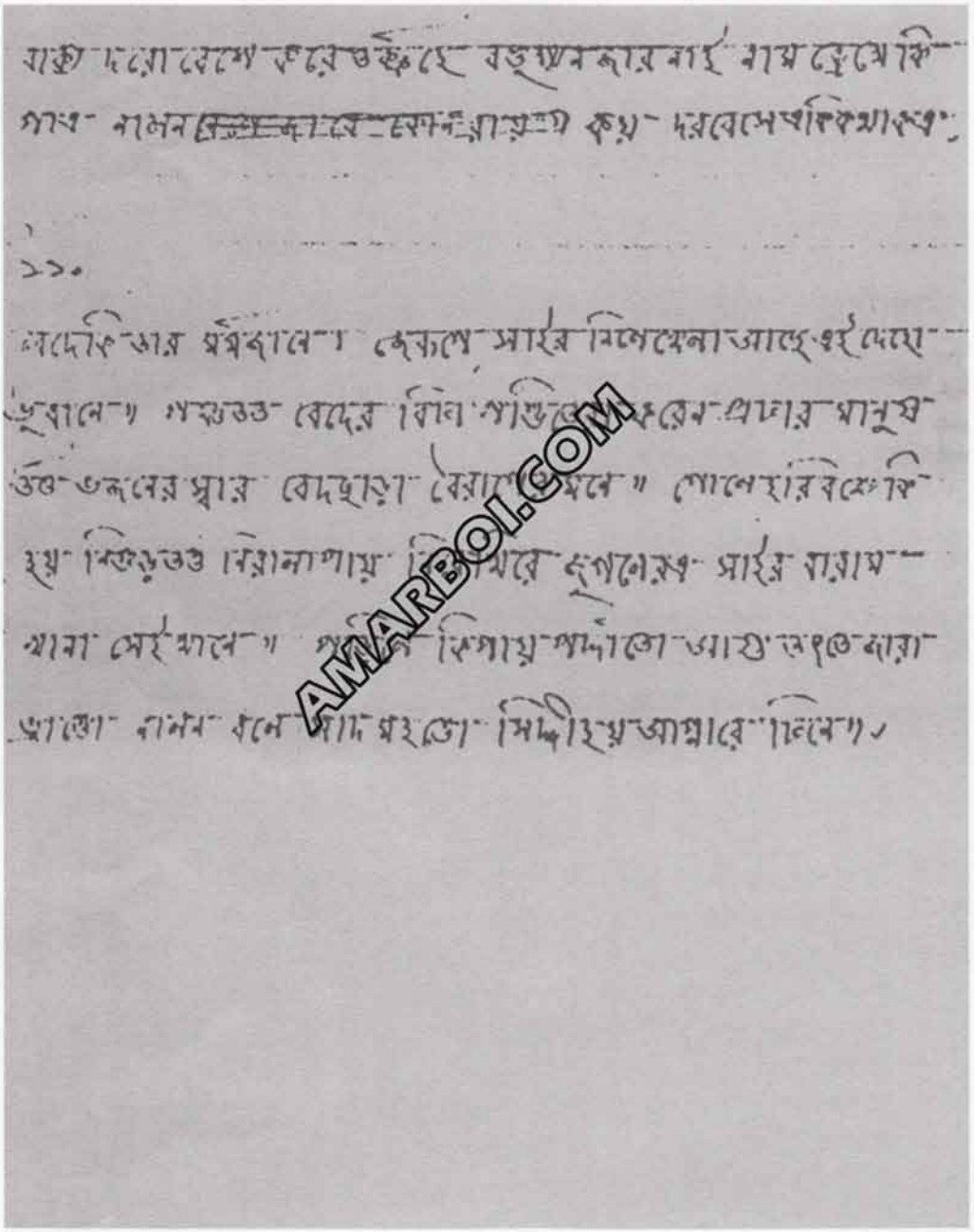

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

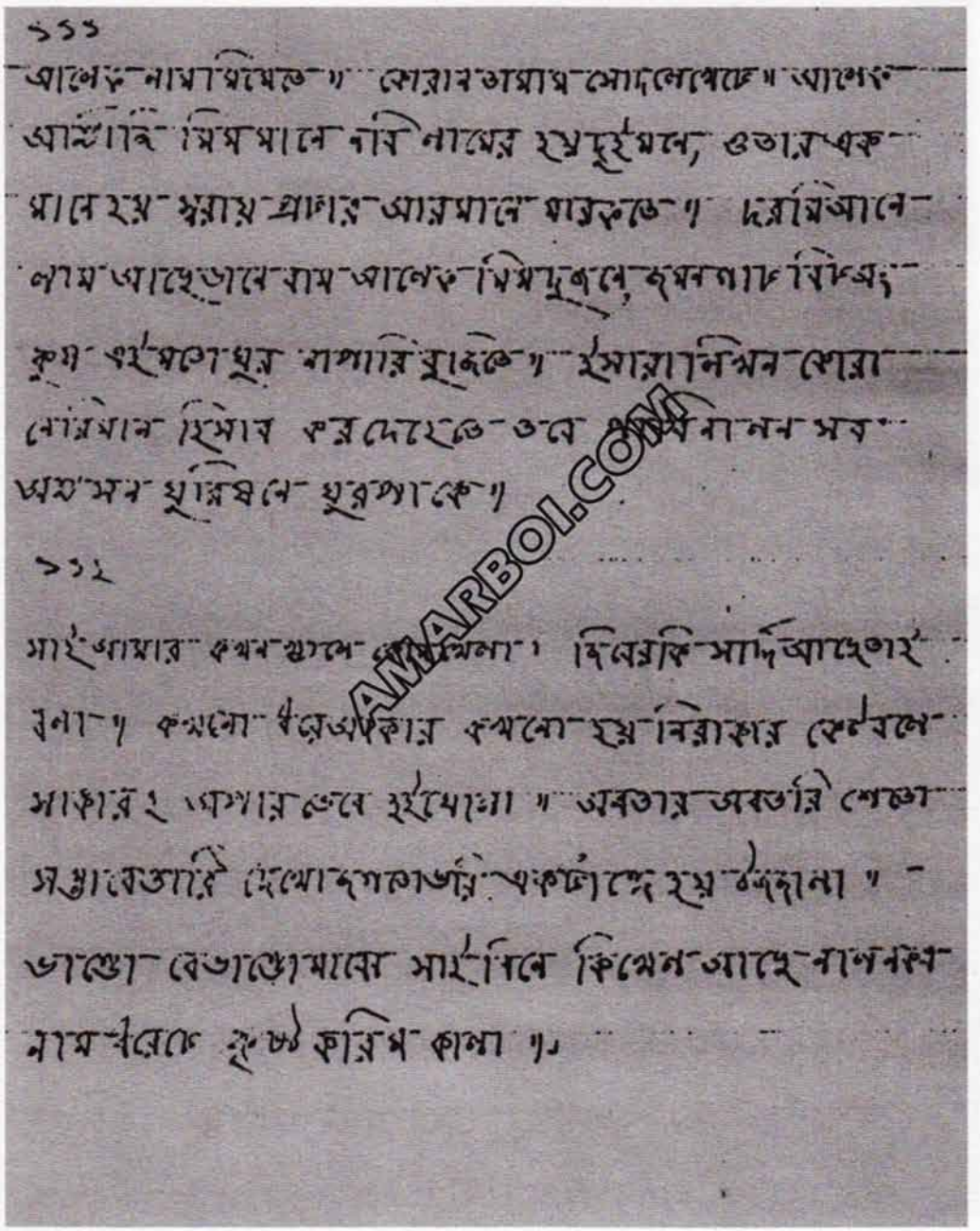

১১১
আলেফ লামে মিমেতে ।। কোরান তামাম সোদ লেখেছে ।। আলেফে
আল্লাজি মিম মানে নবি লামের হয় দুই মনে, ও তার এক
মানে হয় স্বরায় প্রকাশ আর মানে মাক্করুতে ।। দরবেশানে
লাম আছে তাতে যাম আলেফ মিম দুরলে, জমগার্ট বিষয়
কুল এইমতো মুর নাপারি বুঝিতে ।। ইসারা নিশান সোরা
নোরমান হিসাব করে দেয়েছে তবে লালন মানে নন সব
অসমন খুলিষলে খুরশাকে ।।

১১২
সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা । কিসেরকি সাধ আছে তার
বুনা ।। কখনো ধরে আকার কখনো হয় নিরাকার কেউ বলে
সাকার ২ অপার ভেবে হই খোলা ।। অবতার অবতারী সেতো
সয়াবেতারি দেখো দশ অবতারি একদাদে হয় উদনা ।।
ভাঙো বেভাঙো মাকো সাঁই দিনে কিষেন আছে লালন বলে
নাম ধরেছে কৃষ্ণ করিম কালা ।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

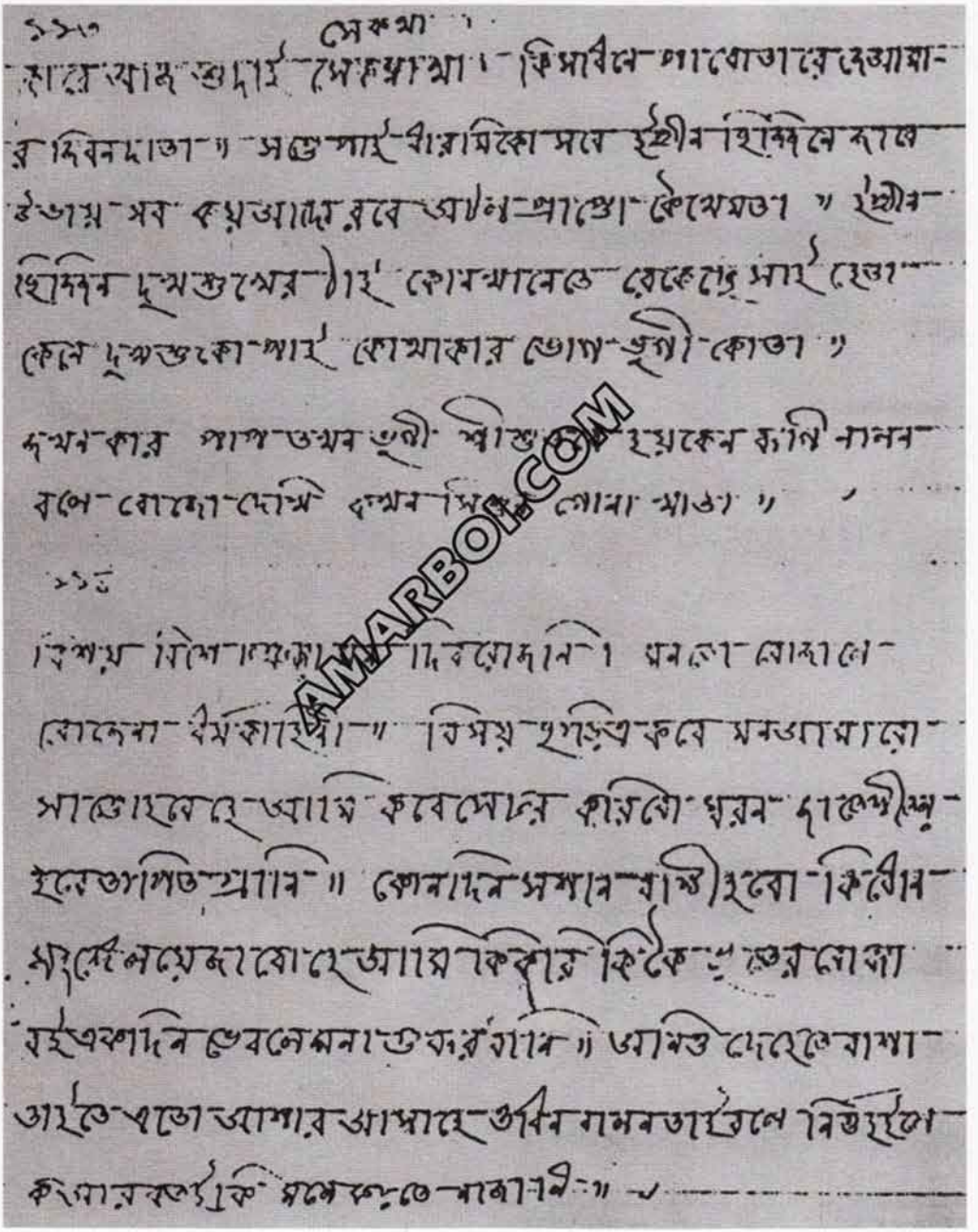

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

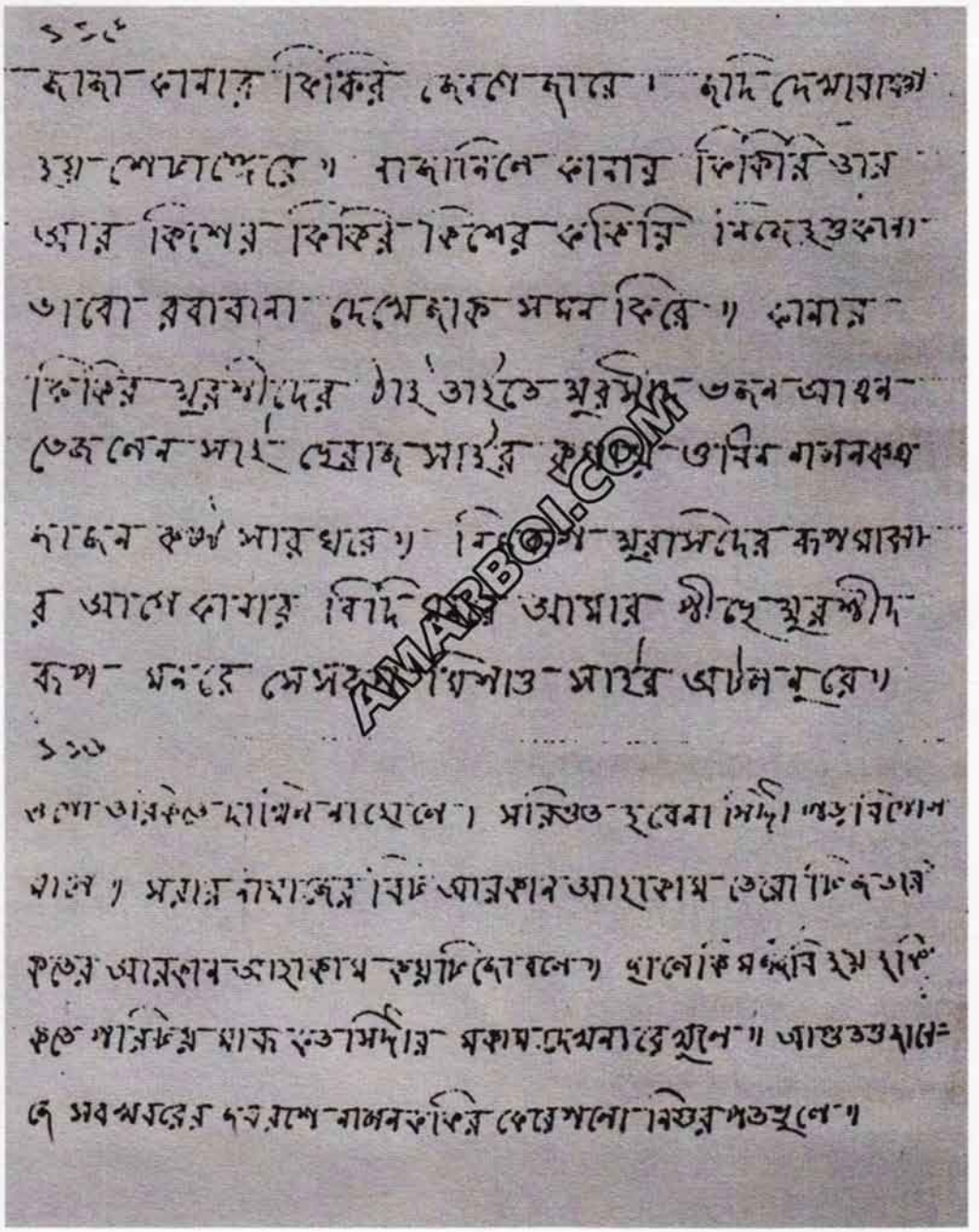

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

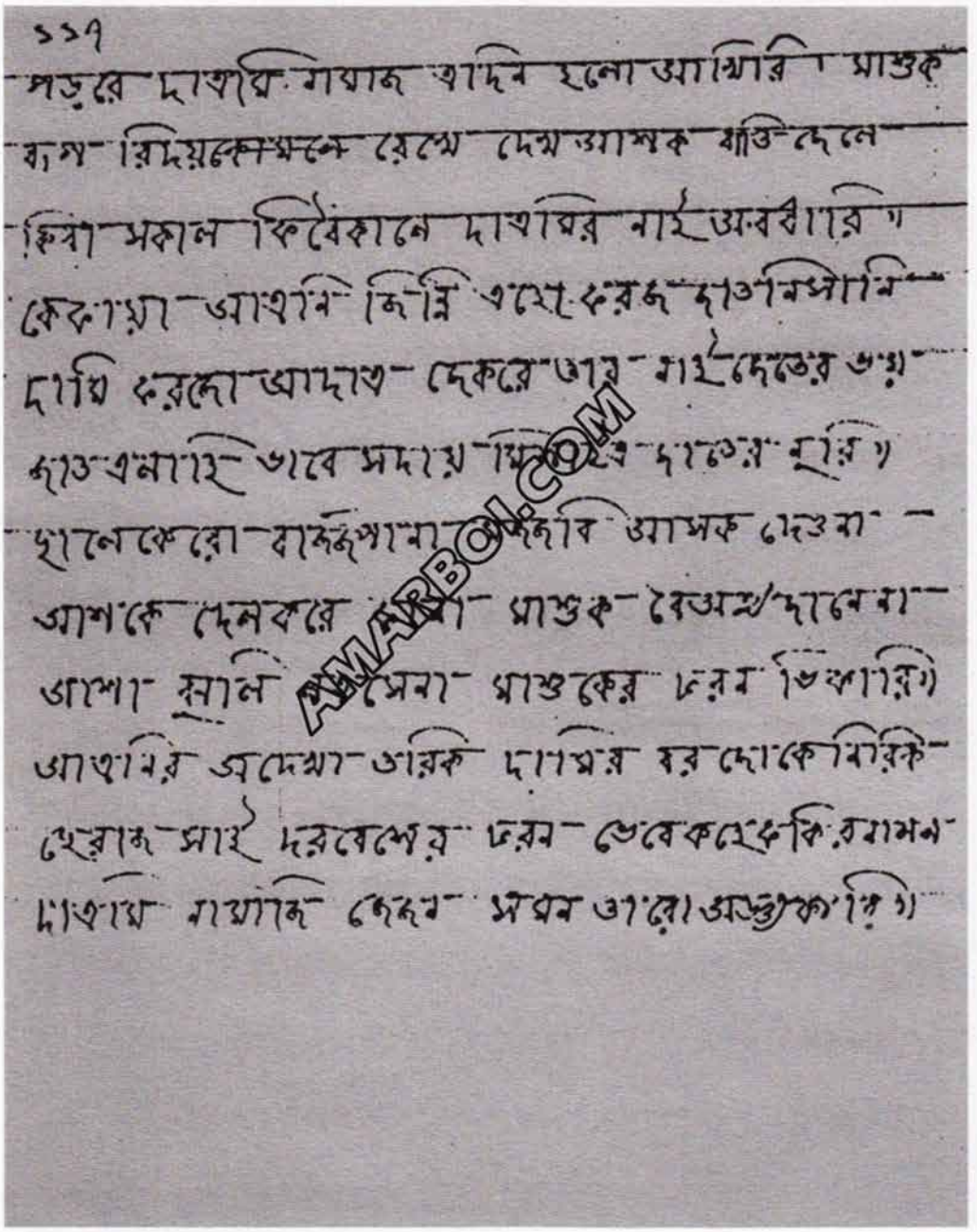

১১৭
পড়রে দায়েমি নামাজ এ দিন হলো আখিরি। মাশুক
রূপ রিদয়মোমনে রেখে দেখ আশক যত দিনে
কিবা সকাল কি বৈকালে দায়েমির নাই অবধারি।
কেতাবায় আহানি ফিন্নি এসে করজ দায়েমিসানি
দায়েম করলো আদায় দেকরে তার নাই দেলের ভয়
সেও এমনি ভাবে সদায় মিশে রয় সাঁয়ের নুরি।
হালেকেরো দারুনপানা জীবার আসক দেওনা
আশকে দেলকরে ফানা মাশুক রেওয়াজ দানেনা
আশা খালি এইসেনা মাশুকের করম ভিকারি।
আহানির অদেখা অরিক দায়েমর বরদো কোকিরিকি
খেরাজ সাঁই দরবেশের করম ভেবে কহেকি রযামন
দায়েম নামাজি কেমন সমন তারো অজুকারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

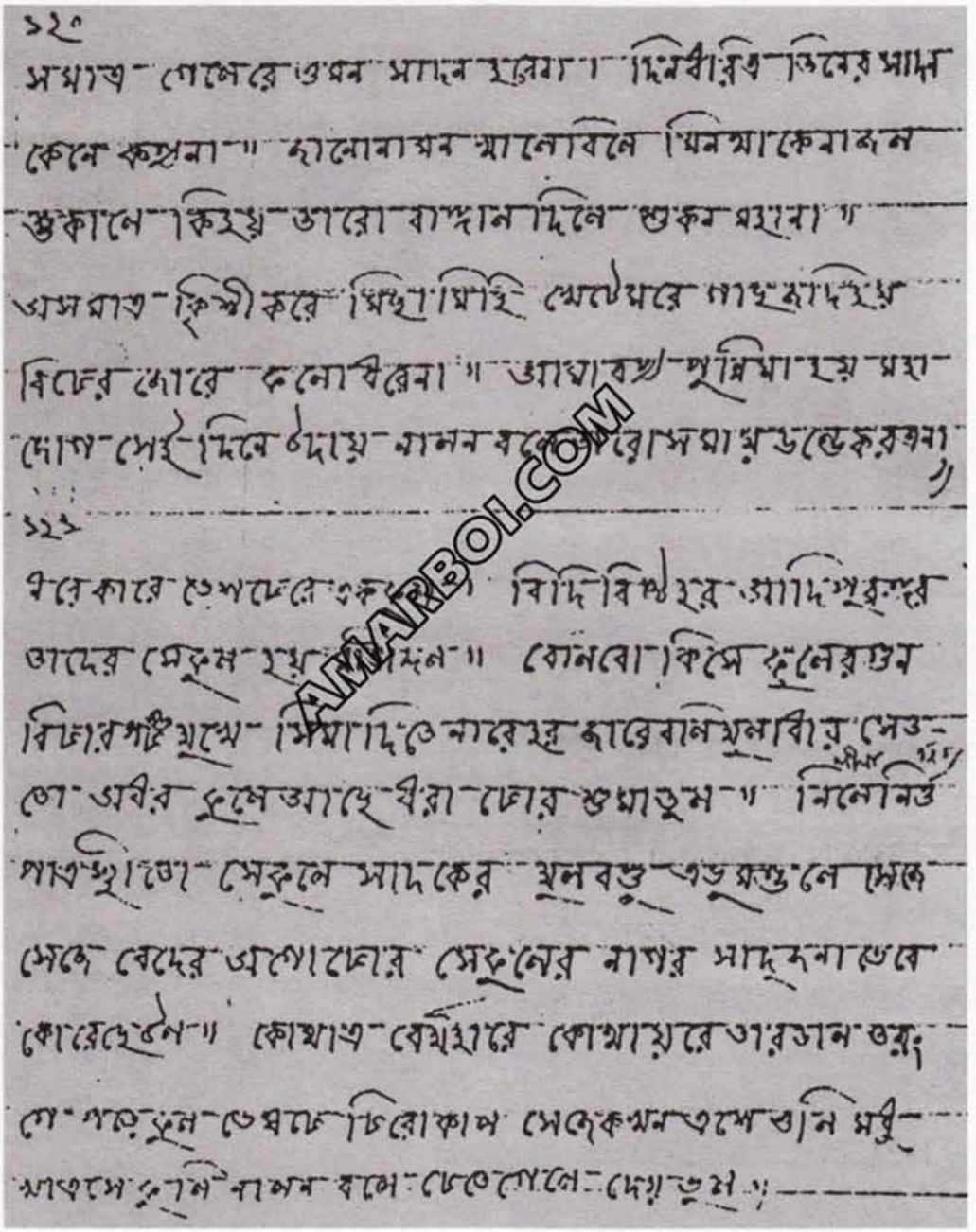

১২০
সময় গেলেরে ওমন সাধন হবেনা। দিনথাকিতে দিনের সাধন
কেনে কল্লেনা॥ জানোনা মন খালেবিলে মিনথাকেনা জল
শুকালে কি হয় তারো বান্ধাল দিলে শুকনা মহানা॥
অসময় কৃষি করে মিছামিছি খেটেমরে গাছ যদি হয়
বিজের জোরে ফল ধরেনা॥ অমাবস্য পূর্ণিমা হয় মহা-
যোগ সেই দিনে উদয় লালন বলে তারো সমায় দন্ডেক রয়না॥

১২১
ধরে কারে দেখবেরে একজনা। বিধি বিষ্টু হর আদি পুরুষের
তাদের সেরূপ হয় নিশানা॥ কোনবো কিসে ফুলের গুন
বিচার শাস্ত্র মুখে শিবাদি তেনারে হয় জানে বোলে মূলবীর সেত-
তো অবীর ফুলে আছে যারা চোর জুমাতুম॥ নিনোনিত
পাতখুলে তো সেরূপে সাধকের মূলবস্তু ওভূমস্তুলে সেকে
সেকে বেদের অগোচোর সেরূপের নাগর সাধনা জেনে
কোরেছেন॥ কোথায় বেখিয়ারে কোথায়রে তারজান ভরং
গে গহ ফুল দেখলে চিরোকাল সেকেমন তখে শুনি মধু-
মাখে সে ফুলি লালন বলে চেতগেলে দেয় ভুম॥

AMARBOI.COM

১২২
যেজানে ফানার ফিকির সেই ফকিরা। ফকির হয় কিকেবল
নাম জিকির॥ আছে কয় মতো ফানার করন জেনে হয়
তার বিবরন ফানা ফেল্লা ফানা ফেরসেক ফানা ফেররছুল
আখির॥ ফানা হয় মুরশীদের পদেশে মওলারে পাও
অনাসে তাইজেনে শুনে মুক্তি মাতা ফাক্কারি পথ করশারে॥
আমের অকারন হাবদানা থ্রাপ্তে[illegible]না হলেনা মেরাজ
শাই কয় লালন তোমার ফকির হয় ফানাফাকির॥

১২৩
চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে [illegible]। আমার গৌর চাঁদ থাকতের
চাঁদ চাঁদে চাঁদ ঘেরা এ ত্রিভুবনে॥ গৌর চাঁদে সাম
চাঁদোর আভা কটি চন্দ্র জিনিতে সোভা বসে মানির মন
করে আকর্ষন সুধা মাখো সুধা বরিসনে॥ গোল
কোর চাঁদ গোবিন্দেরা চাঁদ নদিয়াত গৈর চাঁদ সোই
পুন্ন চাঁদ আর কি আছে চাঁদ সেআর কেমন চাঁদ আমা
র এভাবনা মনে॥ লখাই এইখানে গৌর চাঁদের
চাঁদ আবার শুনিয়াছে পরম চাঁদ থাকসে চাঁদের
গুন কেন্দে কয় লালন আমার নাই পায় চাঁদ গৌর বিনে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

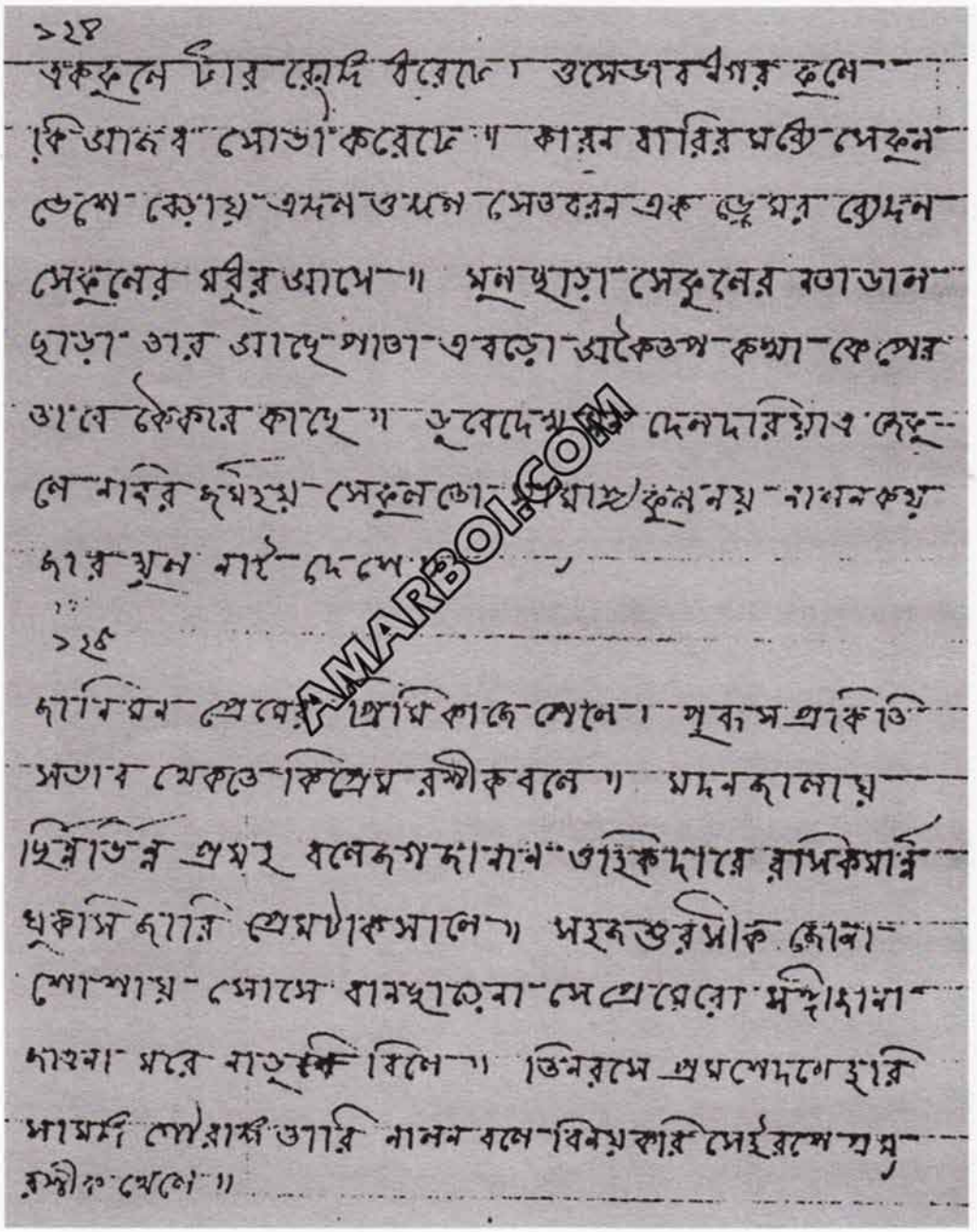

১২৪

একফুলে চার রোঙ্গ ধরেছে। ওসে ভাবনগর ফুলে
কি আজব শোভা করেছে॥ কারন বারির মধ্যে সেফুল
ভেসে বেড়ায় এমন ওমতে সেতবরন এক ভ্রমর বেড়ন
সেফুলের মধুর আসে॥ মূলছাড়া সেফুলের বাগান
ছাড়া তার আছে পাতা এবড়ো আকৈতব কথা কেসের
তারে কেকরে কাছে॥ ডুবে দেখ [illegible] দেলদরিয়াও সেফু-
লে নরির দর্শন হয় সেফুল তো [illegible] ফুল নয় লালন কয়
তার মূল নাই দেশে॥

১২৫

দানি মন প্রেমের প্রেমি কাজে শেলে। পুরুষ প্রকিতি
সভার মেকতে কিপ্রেম রক্ষা করলে॥ মদন জ্বালায়
ছিন্নভিন্ন এমন বলে জগন্নাথ ওহি কিদারে রসিকমান
থুকাসি দারি প্রেমটাক সালে॥ সহজ উরসীক জোনা
শোশায় শোষে বানখাহেনা সে প্রেরেরো মন্দিরমান
মাহনা মরে মাথুক বিলে॥ তিনরসে প্রমশেদ গেছারি
সামর্থ গৌরাঙ্গ তারি লালন বলে বিনয় কারি সেই রসে মন
রক্ষা খেলো॥

AMARBOI.COM

১২৬

আমার হয়নারেযে মনের মতোমন। আমি জেনবো কিকিলে
রাগের করোন॥ পড়োরিপু ইন্দ্রের ভোলে মনবেড়ায়রে
তাদের ওবায় দমনে একমন হলে তাই সমন॥ রশীক
ভক্তো যারা মনেমন মিসালো তারা এবার সাসনকরে
তিনটী বীরা পেলো রতোন॥ কিশোরবে পালানি বয
সেদবো করে অসুস্তরয। রবেয হেয়াজ সাইকথা বলে-
তে নাম হলি লালন॥

১২৭

এবার মনরে তোমার ফিলোনা দিশে। এবার মানসের করম
হবে কিশে॥ কোনদিন এখনে জোমের ফেলা ডাসেদা-
রে তরের মেলা সেদিন ইসাব দিতে বেষম লেটাখটরে
শেষে॥ ওদিন তেতের দীগতো ভুক্তি মুক্তির করোনসেত
এবার ওতে জাতনা জরাবৃত্তি জোমের ধরসে॥ জেগরশে
গরয হরিমেরন আর কবে জানবি দরবেষ হেরাজসাই
কয় লালন রালে ফাকেবশে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

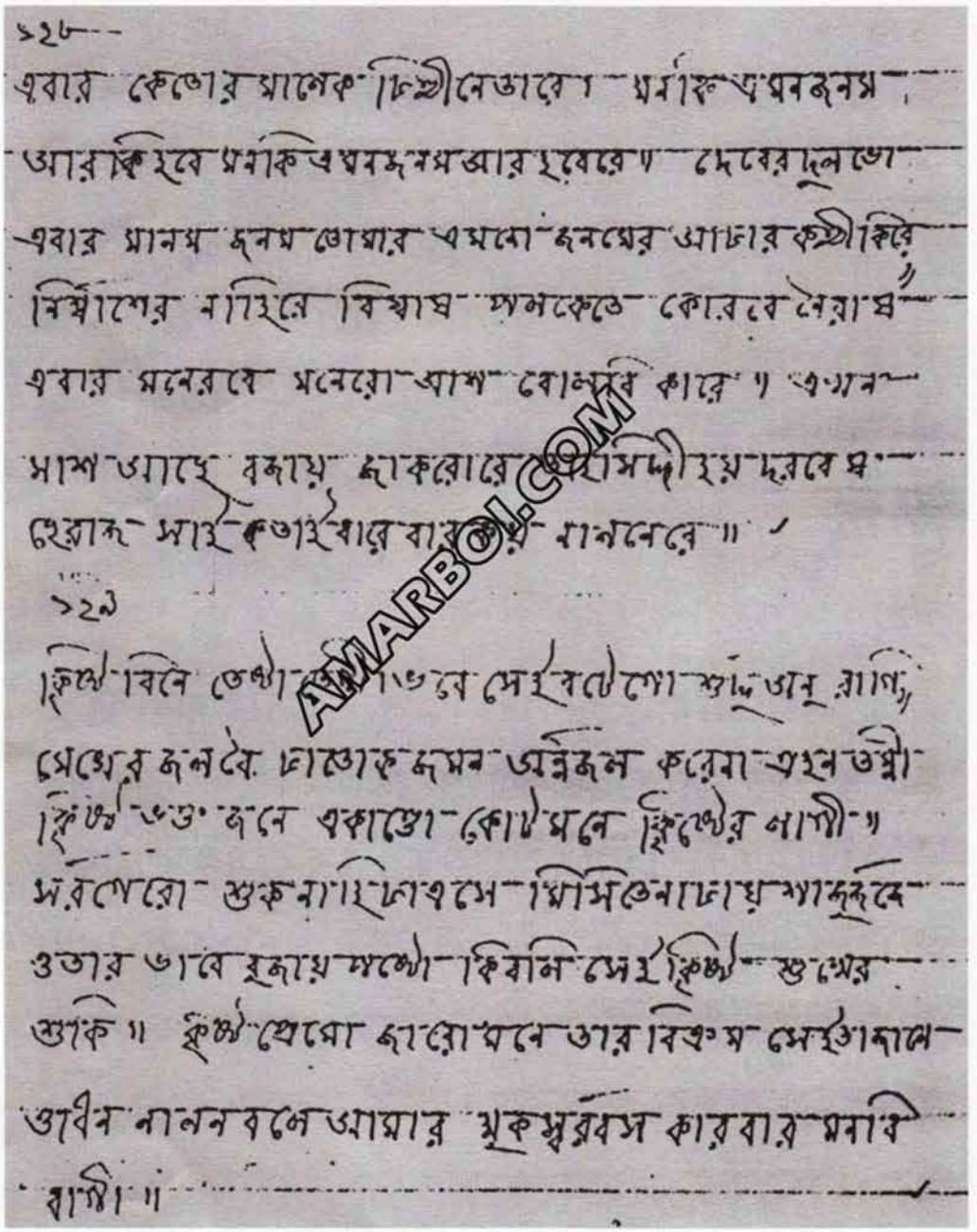

১২৮--

এবার কে তোর মালেক চিন্নিলে তারে। মর্কি এমন জনম,
আর কি হবে মর্কি এমন জনম আর হবে রে॥ দেবের দুল্লভো
এবার মানব জনম তোমার এমনো জনমের আচার কৈ কিরে,
নির্ব্বাণের নাইরে বিশ্বাষ সমক্ষেতে কোরবে নৈরাষ॥
এবার মনেরবে মনেরো আশ বোলবি কারে॥ এমন—
মাশ আছে বজায় জ্ঞাকরো রে [illegible] সিদ্ধী হয় দরবেষ—
ছেরাজ সাই কৈতাই বারে বারে কয় লালনেরে॥ ✓

১২৯

ক্রিষ্ণ বিনে তেত্রীশ ... ভবে সেই বলে গো শুদ্ধ অনুরাগি,
মেঘের জল যেন চাতোক জমন অন্যজল করেনা এহনে উর্দ্ধী
ক্রিষ্ণ ভক্ত জনে একান্তো কোটমনে ক্রিষ্ণের লাগী॥
সরণেরো শুক নাই চাতকে মিশিতেনা চায় শাস্ত্রদে—
ওতার ভাবে বুজায় সক্ষো কিবাদি সেই ক্রিষ্ণ সুখের
ভাকি॥ ক্রিষ্ণ যেমো জ্ঞারো মনে তার বিক্রম সেইতো কামে—
অধীন লালন বলে আমার মুকস্বরবস কারবার মনাই
বাসী॥ ✓

AMARBOI.COM

১৩০

দানরে মনসেই রাগের করোন। দাতে কৃষ্ণ বর্ত্তমান হলো গোষ্ঠের বরন॥ সতো কোটী গোপসঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমো রসো রঙ্গে ওসে উদের কার্জ্জ নয় এখন না বলায় সেইবা কেমন॥ রাধাতে কি ভাব কিসের সো কিভাবে ব্রজ গোপ কারো সেভাবো না জেনে সেসন্দ কেমনে পাবে কোন জোন॥ সাধুরসের উপাশনা নাজানিলে রসীক হয়না লালন বলে শেষে নিশ্চিত করোন জেনে ভাবকেতন বীন॥

১৩১

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নীধি তারকি আছে কভু গোষ্ঠ খেলা॥ ব্রহ্মরূপে সে অটলে বসে, লিলেকারি তারো অংসো কলা॥ পূর্ণ চন্দ্র কৃষ্ণ রসীক শীখরে সক্তিরো রাধায় তার সারিরে, সক্তিতে লিরঞ্জন মহা সংক্ষের সন বেদ আগমে তারে বিষ্ণু বলা॥ সর্ব্বই সরন বেদ আগমে গাত চিদানন্দো রুপ পূর্ন্ন ব্রহ্ময়, জরম মৃত্তু তার নাই

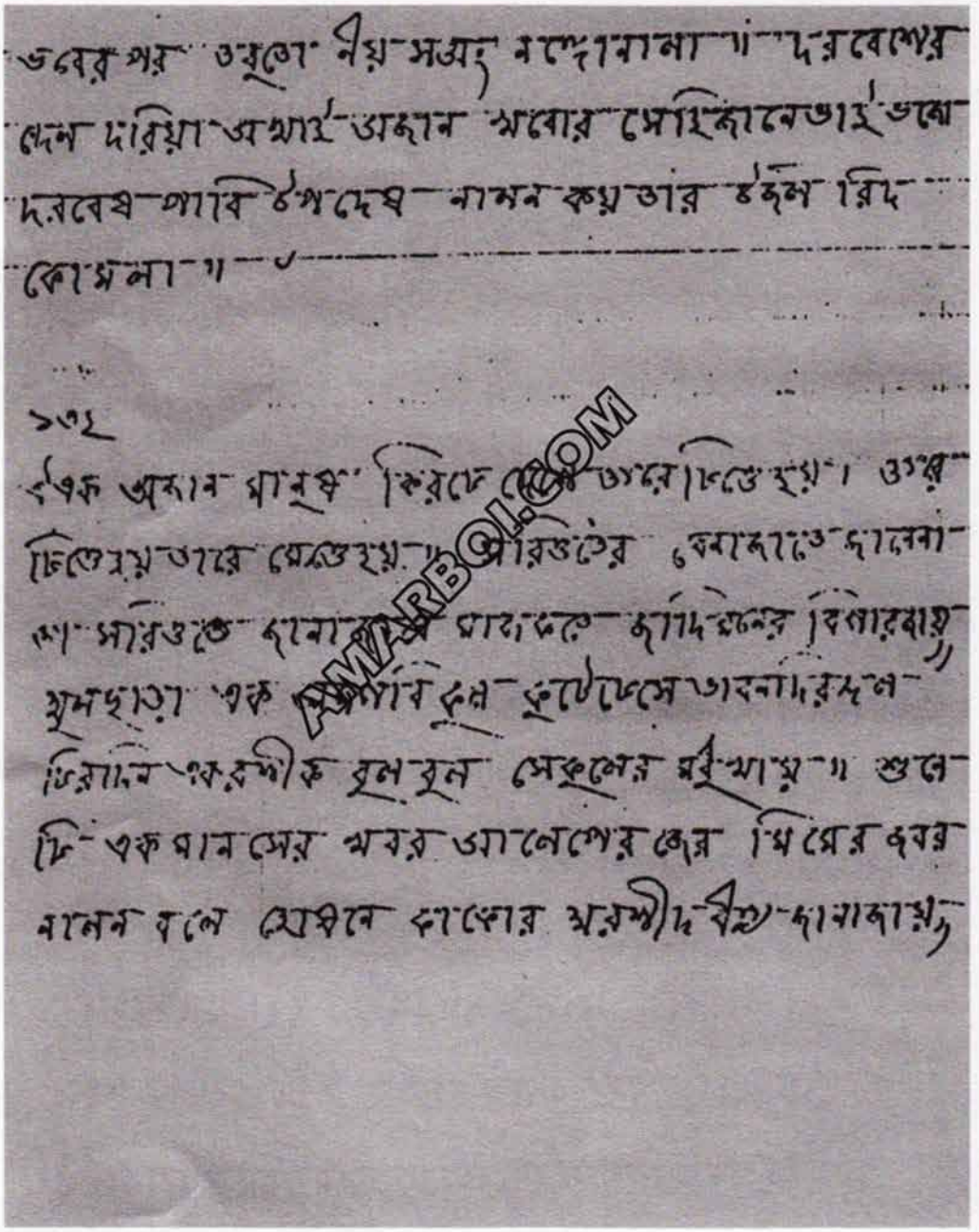

ভবের পর ওজুদো নিয় সওয়ার নন্দোনামা ॥ দরবেশের
দেল দরিয়া অথাই ওজ্জান খবোর সোহিদানেতাই ভজো
দরবেশ শাহ উপদেষ্ট লালন কয় তার হুকুম রদ
কোরনা ॥

১৩২
এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিন্তে হয়। ও মন
চিন্তে হয় তারে মেন্তে হয় ॥ পারিতের নেহাতে জানো না
[illegible] সারওতে জানো না [illegible] যাদের চাঁদ চকোর দিদারবায়
সুমছায়া এক [illegible] ফুল ফুটেছে তাতে দম রদ
ফিরানো একরঙীক বুলবুল সেফুলের মধু খায় ॥ শুনে
চি এক মানসের খবর ওয়াশেকের জের খিসের খবর
লালন বলে যেখানে দাতোর মুরশীদ বিনে জানা দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৩

আছে দিন দুনিয়া অচিন মানুষ একজনা। কাজের
বেলায় পরশমণি আর সোমায় তো চেনে না॥
নার আমি পাদুকোনে ফলমাদাতা দেখ আর দিলে
যে জানায় সে আপনি জানে পিরের পিরায় জানে না॥
যেদিনে সাঁই নিরাকারে ভেসেছেন একা একেশ্বরে সেই
অচিন মানুষ তারে দেখোর অনুমানা॥ কেতাবের
জেনেছে দড়া খোদার খোদখবর বড়া নানানবলে
নিড়ফড়া অবিদে সে দিন পায়না॥ ✓

১৩৪

অবোধ মন রে তোমার হোলো না দিশে॥ একবার মান-
সের করন হবে কিসে॥ কোনদিন এসে দমের ফেনা
তেজে যাবে ভবের খেলা সেদিন হিসাব দিতে বিষম
জালা ঘটবে শেষে॥ চেতন তেতন দুটি পথো খুঁটির
করন সেতো একবার তাতে জানলা দত্তা ছেড়ে কোমের ঘরলে॥
যে গরলে পরশ হোতো সেকরন আর করে জানে বা দরবেশ.
সিরাজ সাঁই কয় লালন রোলি ফাঁকে বোশে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

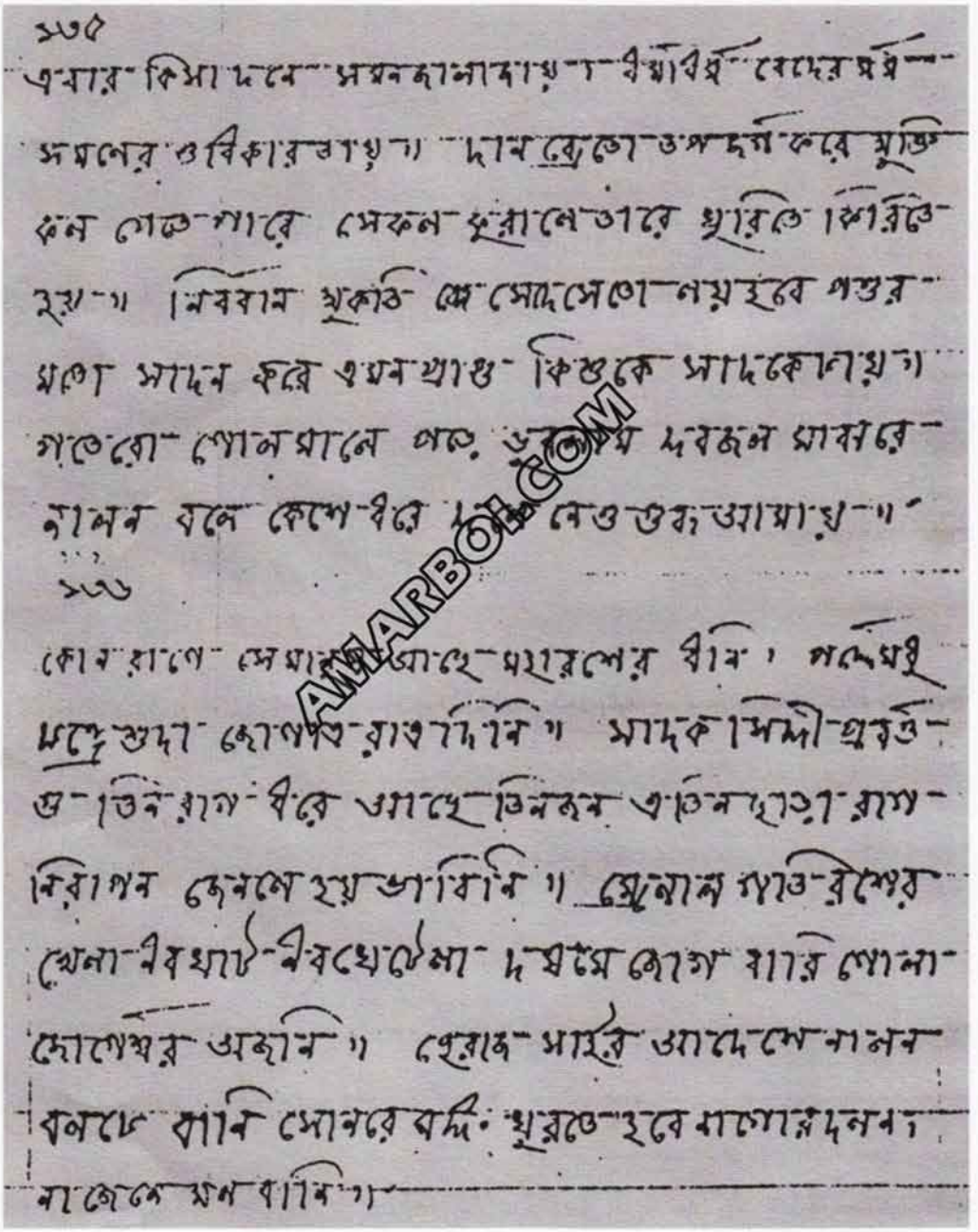

১৩৫

এবার কি সাধনে সমন জালা যায়। যারি ঈশ্বর বেদের সর্ব্ব

সমনের ও বিকার তায়। দান ব্রত তপ দর্শ করে মুক্তি

ফল লোভ পারে সেফল ফুরালে তারে ফিরিতে ফিরিতে

হয়। নির্ব্বান মুক্তি সে সোদ সেতো নয় হবে পশুর

মতো সাধন করে এমন থাকু কিশুকে সাধ কে লয়।

গতেরো পোনমানে পড় [illegible] দরজন সাবারে

লালন বলে কেশে ধরে [illegible] নেও গুরু ওয়ামায়।

১৩৬

কোন রাগে সেমানুষ আছে মহারশের ধনি। শশধর

মন্ত্রে শুদ্দা কোথায় রাত দিনি। সাদক সিদ্দী প্রবর্ত

ও তিন রাগ ধরে আছে তিন জন এতিন ছাড়া রাগ

নিরাগন জেনলে হয় ভাবিনি। স্বেনালে গাতে রশের

খেলা নিতাই নিথে খেলা দ্বিতীয়ে জোগ বারি পোলা

জোগেশ্বর অজানি। খেয়াক সাইর আদেশে লালন

বলছে বানি সোনরে বদ্দি থুরতে হবে নাগোর দলন না

না জেনে মন বানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

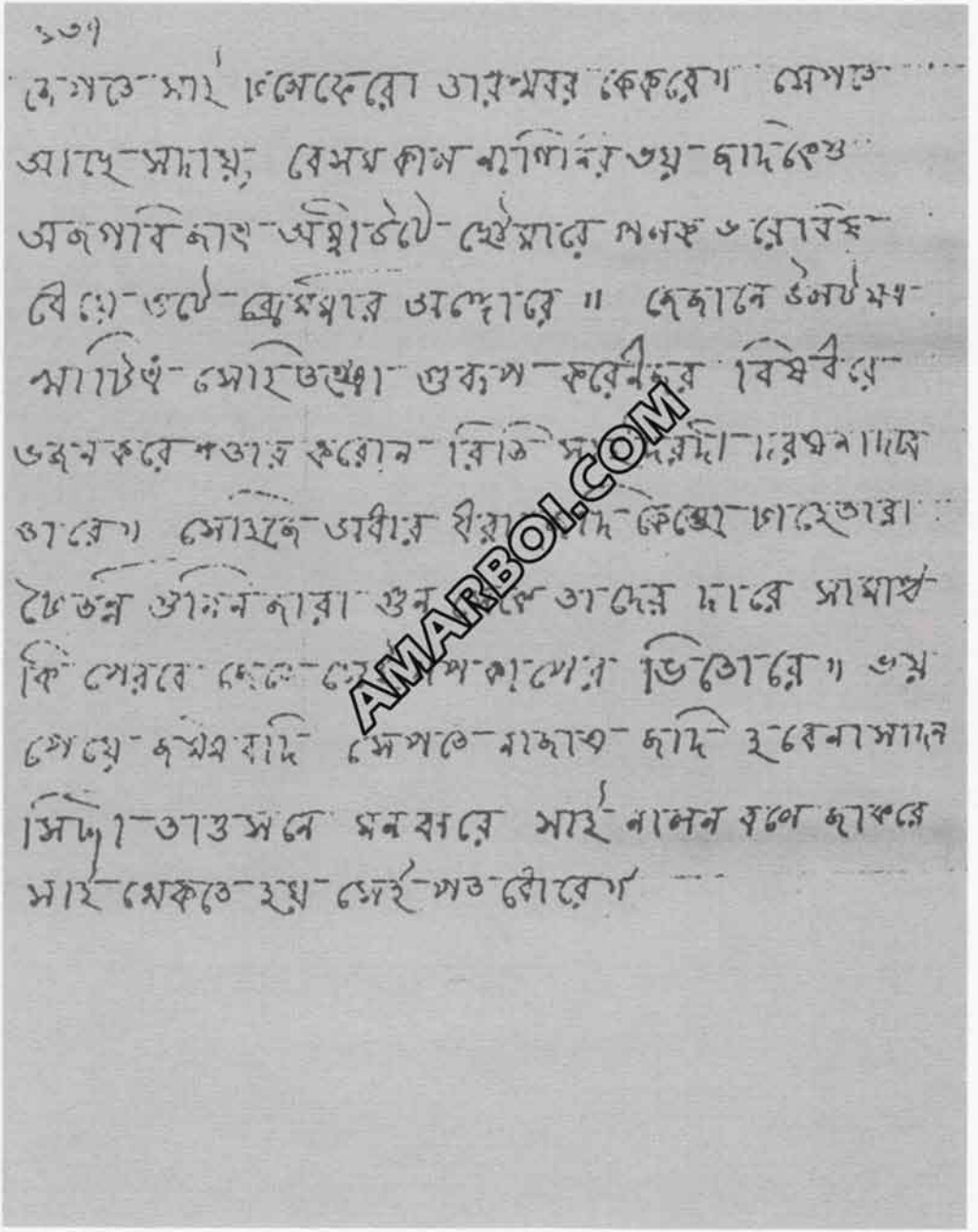

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

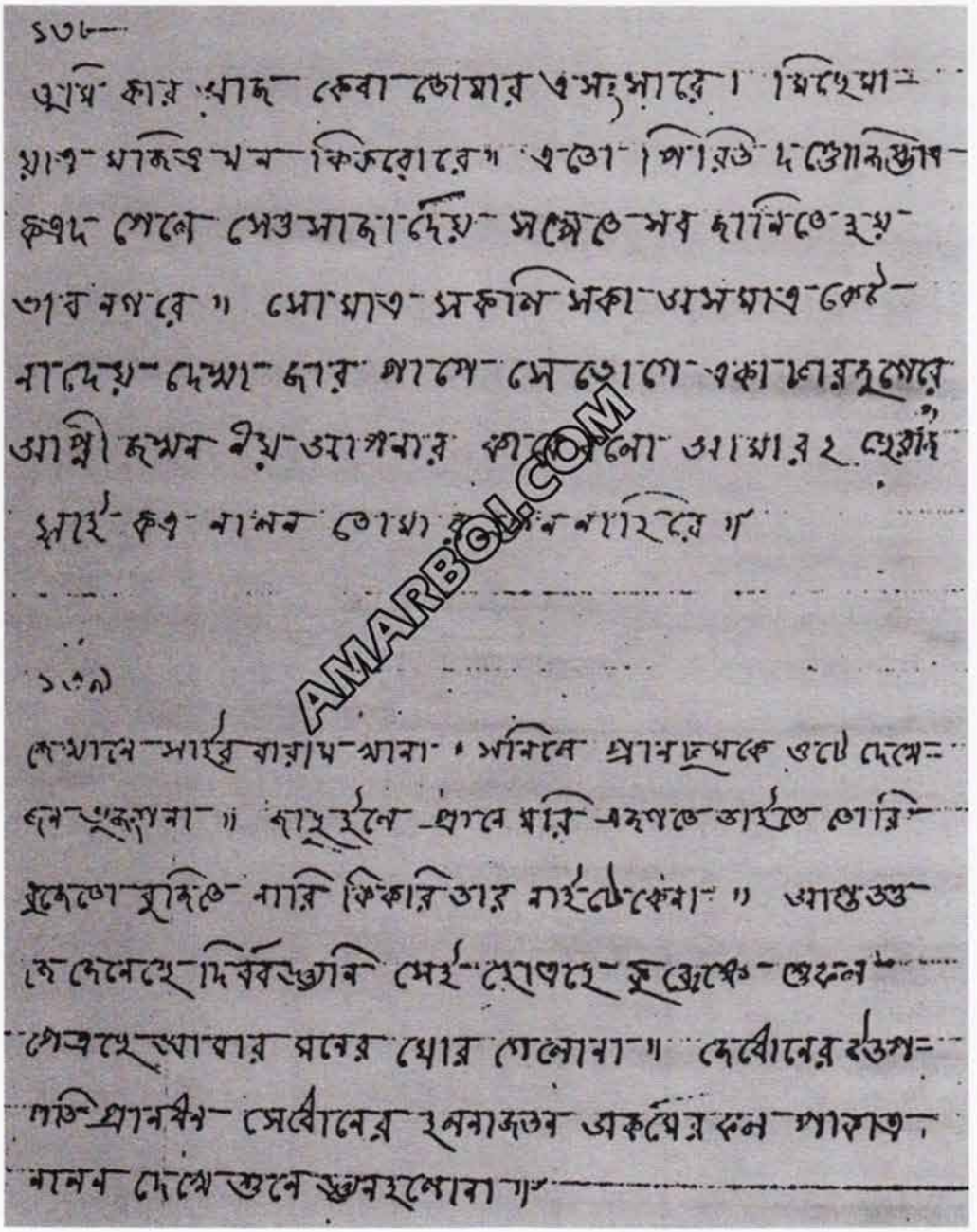

১৩৮—

তুমি কার আর কেবা তোমার এ সংসারে। মিছে মা-
য়াত মজিও মন কি করো রে॥ এতো পিরিত দেও জোরজোর-
কথার গেলে সেতো আর দেয় সঙ্গেতে সব জানিতে হয়
তার নগরে॥ সোনাত সকলি সকা অসমাত কেই
না দেয় দেখা তার পাশে সে হোতে একা লোরকুলেরে
আপ্নি কেমন হয় আপনার কা[illegible]নো আমার২ ছেরাদ
মারে কয় লালন তোমা কে জানে নারে রে॥

১৩৯

যেখানে সাঁইর বারাম খানা। শুনিলে প্রান চমকে ওঠে দেখতে
যেন ভুজঙ্গনা॥ যাহা ছুঁইলে প্রানে মরি এ জগতে তাইতে তরি
বুঝেতো বুঝিতে নারি কি করি তার নাইঠে কেনা॥ আত্মতত্ত্ব
যে জেনেছে দিব্বজ্ঞানি সেই হোয়েছে কুবৃক্ষে সুফল
পেয়েছে আবার মনের ঘোর গেলোনা॥ যেবোনের উৎপ-
ত্তি প্রানকৃষ্ণ সেবোনের হলনা যতন অকৈবের ফল পাকাল
লালন দেখে শুনে জ্ঞান হলোনা॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

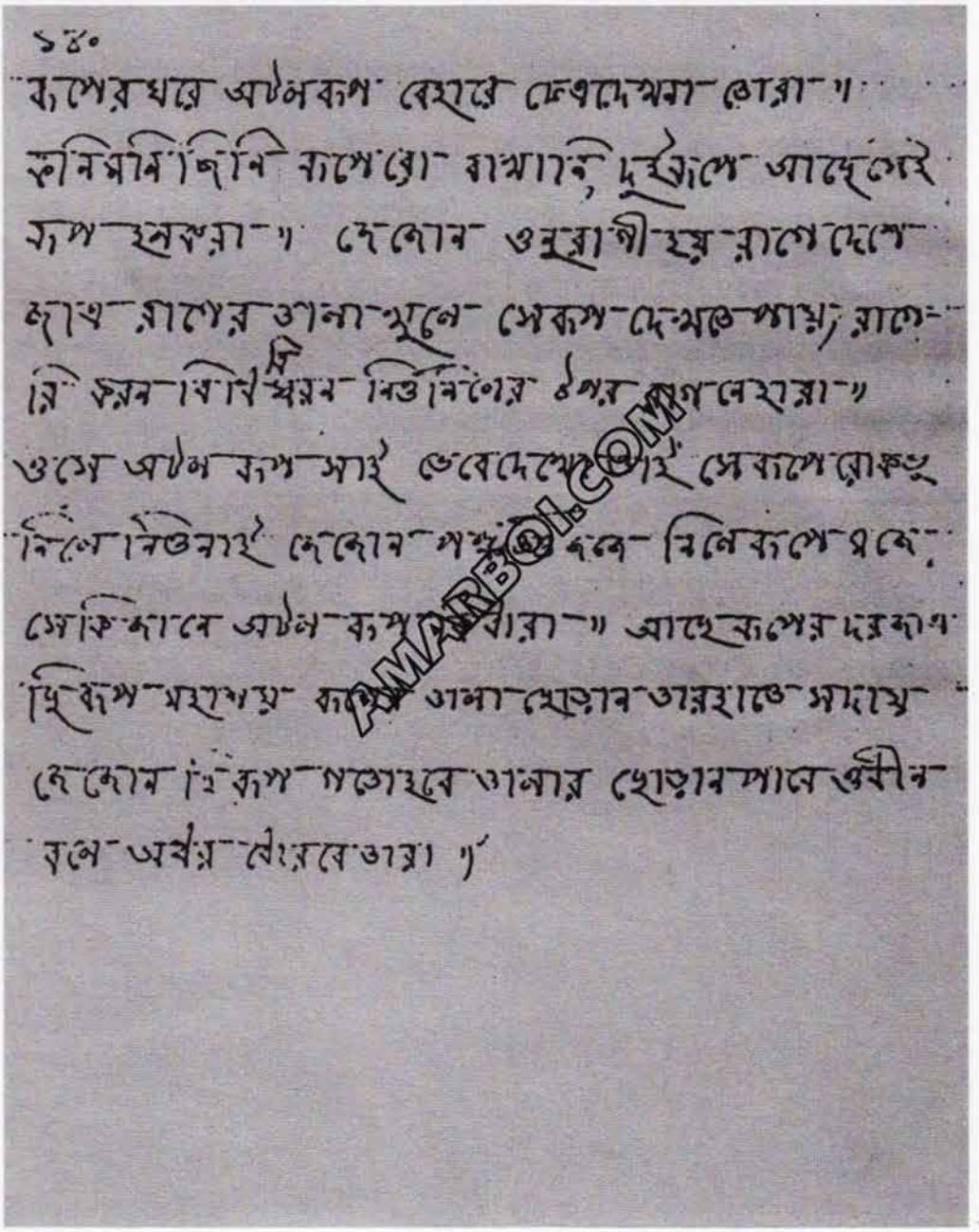

১৪০

রূপের ঘরে অটলরূপ বেহারে চেওদেখনা তোরা ॥
ফনিমনি জিনি রূপেরো বাখানি দুইরূপে আছেঘেরে
রূপ হেরনা ॥ যেজোন অনুরাগী হয় রাগে দেশে
চোখ রাগের তালা খুলে সেরূপ দেখতে পায় রাগে-
রি করন বিধি বিস্মরন নিত্তনিলের উপর রাগ নেহারা ॥
ওসে অটল রূপ সাই ভেবেদেখ তাই সেরূপে রোকহু
লিলে নিত্ত নাই যেজোন পক্ষ হয় নিলেরূপে রয়
সেকি জানে অটল রূপের বারা ॥ আছে রূপের দরজায়
শ্রিরূপ মহাশয় রূপের তালা খোড়ান তারহাতে সদায়
যেজোন শ্রিরূপ গত হবে তালার খোড়ান পাবে অধীন
বলে অধর ধোরবে তারা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

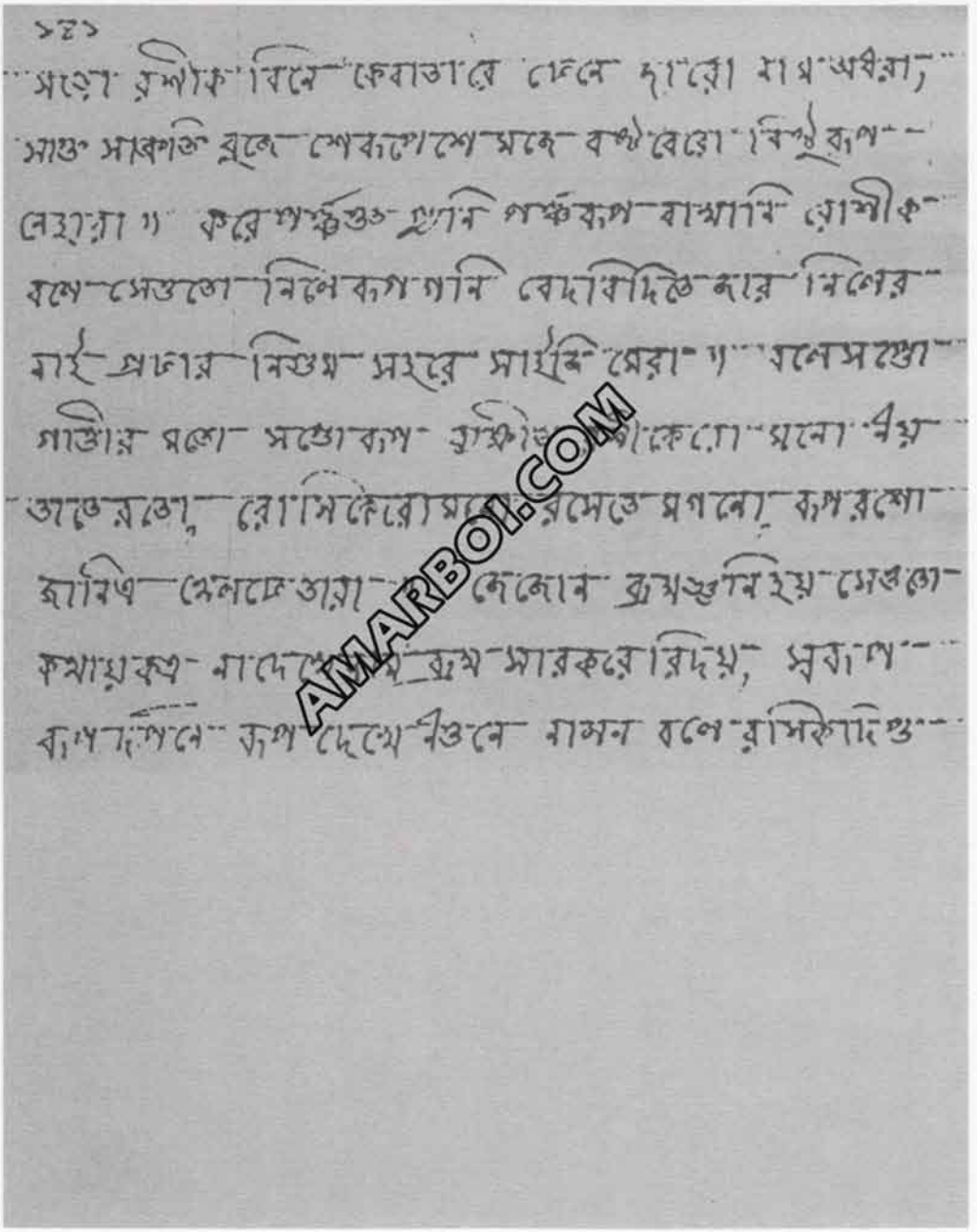

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

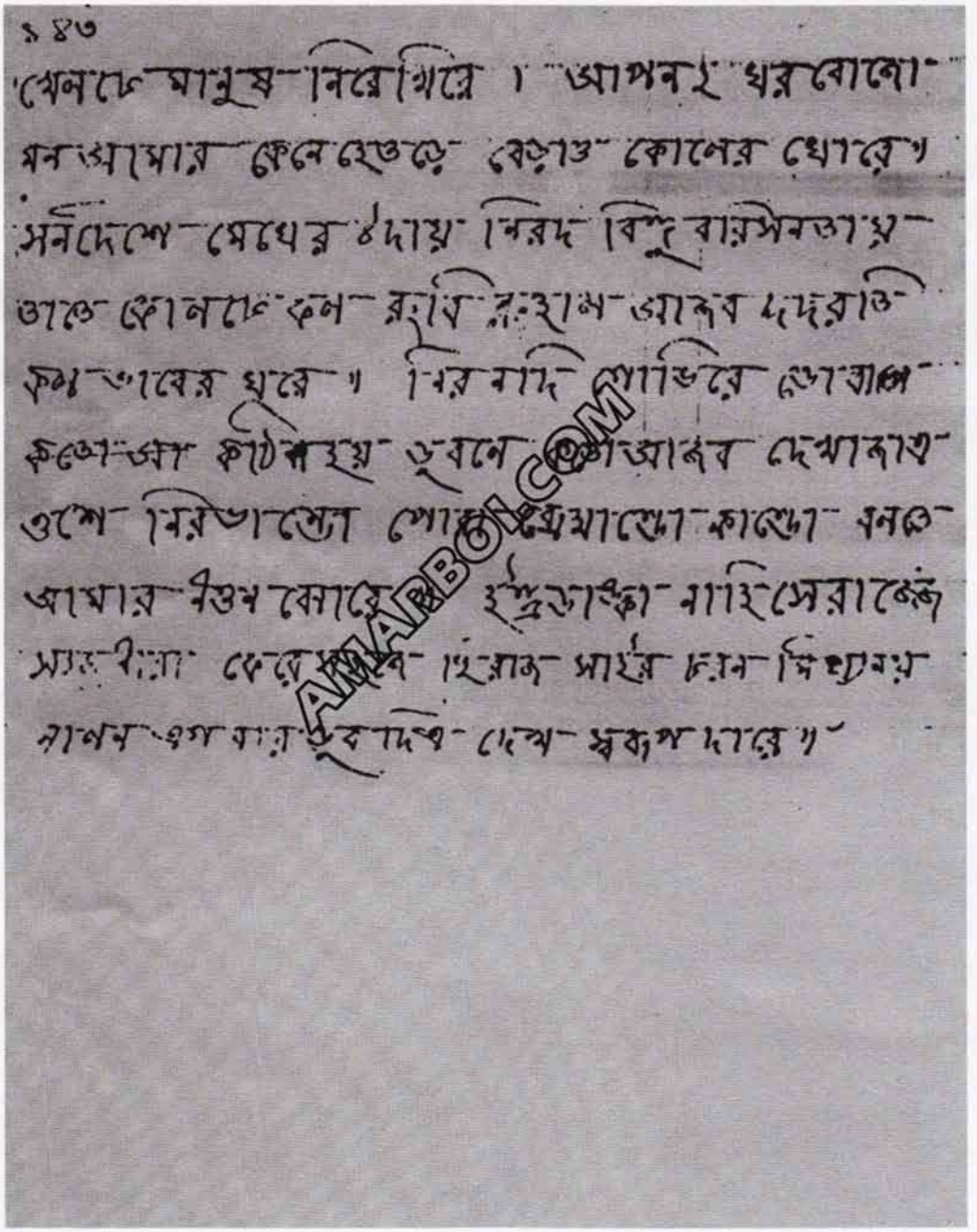

১৪৩
খেলচে মানুষ নিরেখিরে । আপনই খর বোজো
মন আমার কেনে হেতড়ে বেড়াও কোনের ঘোরে ॥
সনিদেশে মেঘের উদায় নিরদ বিন্দু বারসিনতায়
তাতে জোনমে ফল রতি রংহাল আতর দেহরতি
রূপ ভাবের ঘরে ॥ নিরনাদি গোভিরে জোতাপ
রুপে আ কটি হয় ভুবনে ঐ আতর দেখাদাত
ওশে নিরভাস্যো গোপ্ত যে আছো কাছো মনও
আমার নীত্ত বোরে ইন্দ্রজাল্কা নাহি সেরাজে
সায়ংকাল ফেরে ঘুরে থিরাজ সাইঁর চান দিয়াময়
লালন এগ বার ভূবদিখ দেখে স্বরূপ দারে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

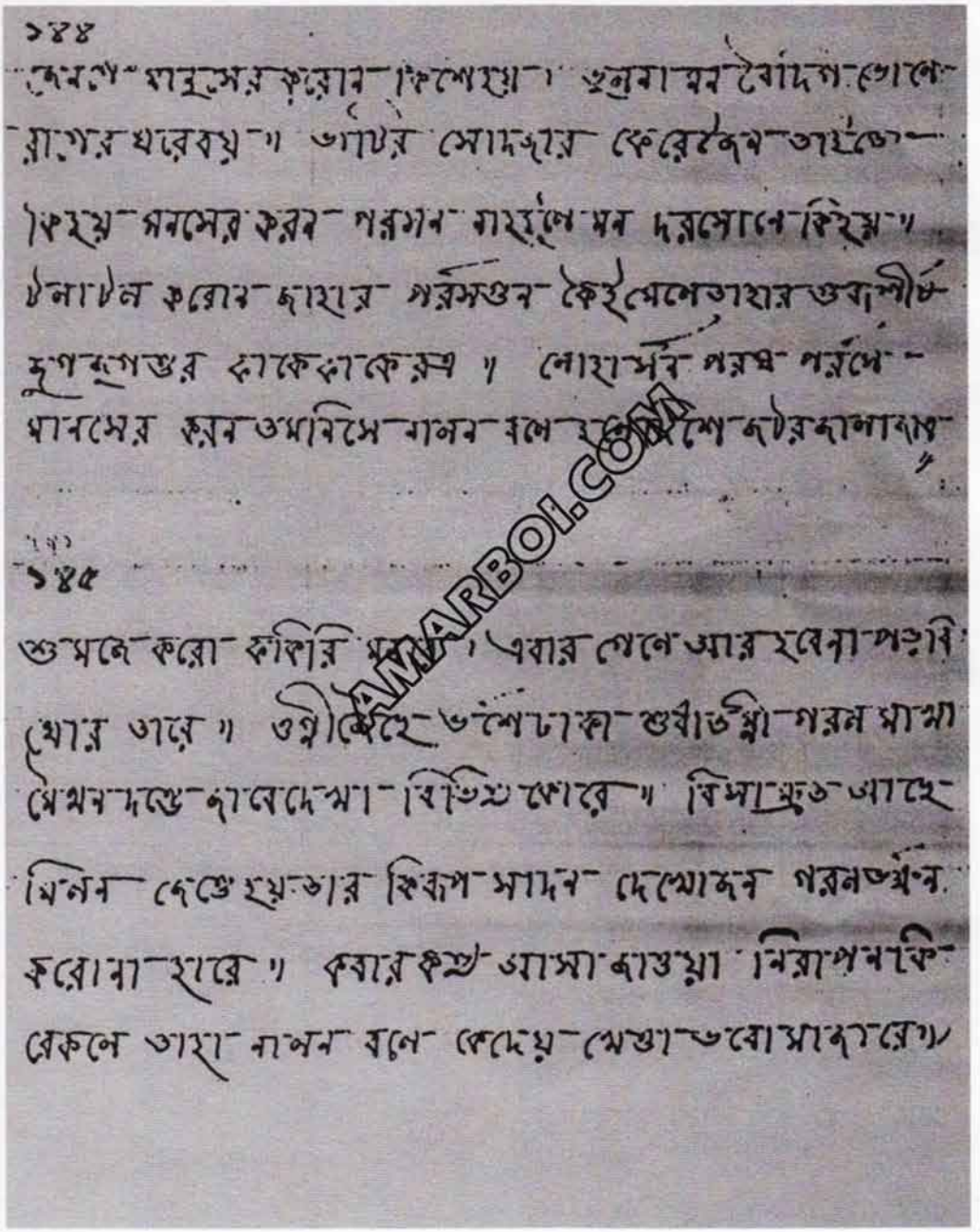

১৪৪
জেনে মানুসের করোন কিশে হয় । শুনুমা মন বৌদ্দ্য লোকে
রাগের ধরেবয় ॥ তাঁদের সোদ্দার ফেরেদেন তাইতো —
কিহয় মনসের করন পরমন মায়ুলে মন দরসোনে কিহয় ॥
টনাটন করোন জাহার পরসওন কৈই সেসে তাহার তবাশীর্ষ
দুগ্ধ গ্রন্থের দাকে দাকে রয় ॥ লোহা সর্ব পরম পরশে
মানসের করন ওমনি সে লালন বলে [illegible] দর্শে দুটির দায়লায় ॥

১৪৫
শুমনে করো ফকিরি [illegible] । এবার গেলে আর হবেনা পাবি
ঘোর তারে ॥ [illegible] গরল মাখা
যেমন দন্তে দাবে দেখা বিভিন্ন ঘোরে ॥ বিষামৃত আছে
মিলন দেখে হয় তার কিরূপ সাধন দেখো [illegible] গরল অর্জন
করো না হারে ॥ ক্ষমার কল্প আসা যাওয়া নিরাপদ কি
রেকলে তারা লালন বলে ফেদে মেতা ভবো সাগরে ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

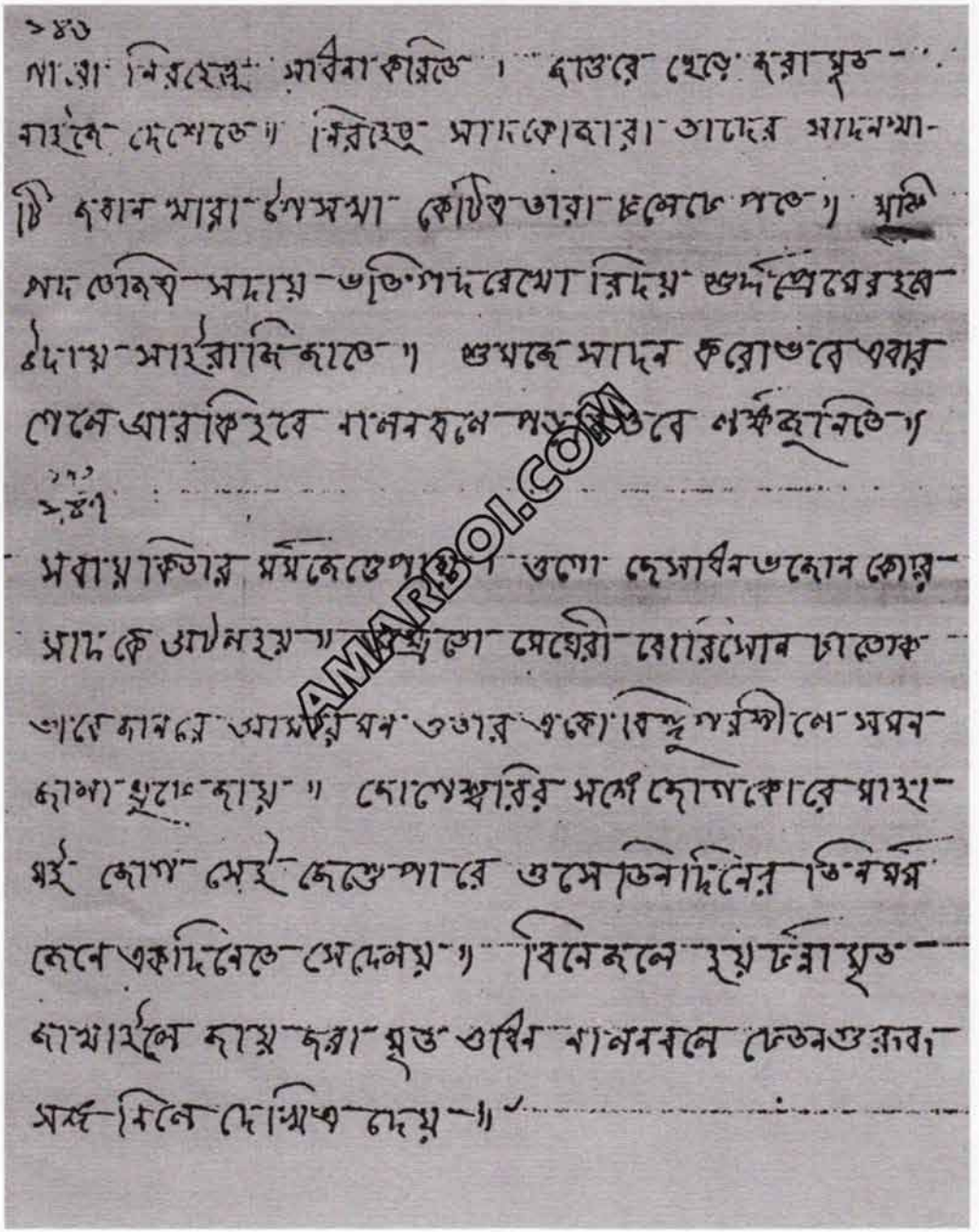

১৪৬

পারা নিরঞ্জন সাধনা করিতে । দাওরে খেয়ে মরা মৃত
মাইলে দেশেতে ॥ নিরঞ্জন সাধকেরা তাদের সাধনখা-
টি কোবান মারা শেসমা কৌটিত তারা চলেছে পথে ॥ মুক্তি
পদ তেজিয়ে সদায় ভক্তিপদ রেখো হৃদয় শুদ্ধ প্রেমের হবে
উদয় সাইরাজি হাতে ॥ শুদ্ধ সাধন করো ভবে এবার
গেলে আর কি হবে লালন বলে পড়ে রবে লক্ষ জনিতে ॥

১৪৭

সবায় কি তার মর্ম জেন্তে পায় ওগো কেসাবিন ভজন কোর-
সাধ কে আপন হয় ॥ সাধু তো সেখেরা বোর্রশোর চাতোক
ভাবে মানরে আমরি মন ওতার একো বিন্দু পরশিলে মরন
জোশ ছুটে যায় ॥ যোগেশ্বরির সঙ্গে যোগ কোরে মাহা-
মই যোগ সেই জেন্তে পারে ও সে তিনদিনের তিন মর্ম
জেনে একদিনেতে সেধে লয় ॥ বিনে মূলে হয় চন্দ্রা মৃত
বামাইলে যায় জরা মৃত ওবিন লালন বলে কেতনগুরাব
সর্ব মিলে দেখিয়ে দেয় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪৮==

সোঁদর কিঞ্চিত আমিসে বাঁধিয়ায়। এতোক্ষিবেরো
সম্ভাবোনয়॥ আনকা বিচার আনকা আচার দেখে
শুনে লাগেভয়॥ বর্মাবর্ম বনিতে কিছু মাত্র নাইতাকে
প্রেমের ওজো পায় দেখের বোস রেকলেনা সেতো কভে
একা কারিময়॥ শুদ্ধ অশুদ্ধ নাইকো তার সাদবার মেও
একবার টান করেন সদায় আমার অসাধিরে সাধ্কর
কিবেনাজ্ঞা চোখ খুলায় জ্ঞান ছিলো দাবিরখাষ
তারে গোসাই পদ পায় কথা গভরেরায় আর নানবলে
মাঁমন বসে জামাগ কে বৈরাগ দেয়॥

AMARBOI.COM

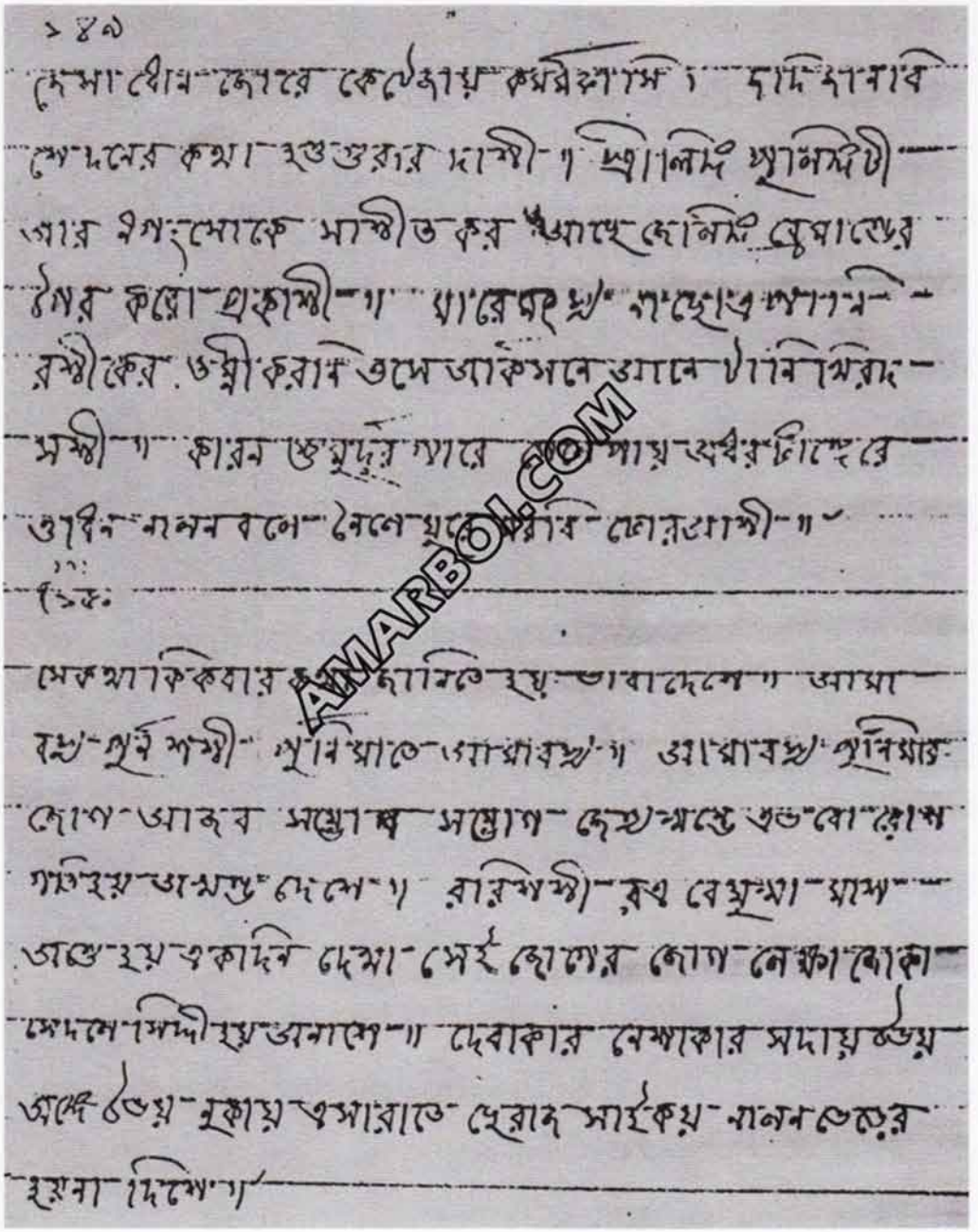

১৪৯

দেখা দিন জোরে কেলেজায় কমজাসি । দাদি দানাবি
শেদনের কথা হতুজরার দাস্তী ॥ খোলিদ খুলিসদ্দী
ওয়ার হগ্যোকে মাস্তীত কর আছে জেনিস মেমাজের
ঠনর করো প্রকাশী ॥ যারে মহ্ প নাছোর দাসান
রশ্মীকের তস্ত্রী করায় তসে আকমনে ভানে পানি থিরাদ
মস্তী ॥ কারন ভেমুদুর পারে [illegible] পায় খবর টাদেরে
তাইন লালন বলে নেনে ঘুরে [illegible] লোরহাশী ॥

১৫০

সেকথা কি কবার [illegible] জানিতে হয় ভাবাদেশে ॥ আমা
বস্য পুর্ন শশী পুনিমাতে আমাবস্য ॥ ওআমাবস্য পুনিমার
যোগ আবুব সয়োগ সয়োগ জেখে মস্তে তত নো রোশ
গাটিহয় অমস্ত দেশে ॥ রবিশশী রথ বেমুখ্যা মাশ
অন্তে হয় একাদিন দেখা সেই জোগের যোগ নেক্কা জোকা
সেদশে সিদ্ধী হয় অনাসে ॥ দেবাকার নেখাকার সদায় উদয়
অন্দে উদয় লুকায় একারাতে খেরাদ সাইকেয় লালন ভেরের
হয়না দিশে ॥

১৫১

সেভাব দেয় না লোকে। কেশাবেশে অধীর সাধের বারাম
যেখানে॥ তাহাতে পাত্তিব আশন জনেরও তারা কি
এমন যেদেকি তার পাবতাঙ্গ মন রাগের পথরূপে॥
ঘর ছেড়ে হো ক্ষেতে বাসা তখতে তার যাওয়া আশা
না জেনে তার ভেদ খোলো না কথা কি মেলে॥ দুলে
দমন চাঁদ দেখা হয় বীরতে লেগে [illegible] কোথায় লালন
ভুলি সাধন দ্বারায় পলো [illegible] মা লে

১৫২

বিসমিল্লো আছেরে মক্কি লোকা। কেবা মোনে কেবা বাকোথ
জাবনা জিবের দেনবোকা॥ বিশ্বাস যার সাজো হোলো
রিদ কোমন তার সদায় তাগো কথায় খন্দ তখায় ভালো
আবন্থ শে পাত দেখা॥ মাথার দমন সিন্ধু খেলে দুদ্ধ মাথ
তার দুগ্ধ মেলে সেথাই জাগাতে জোকশাগিলে রক্ত দেখো
পাত্র জোকা॥ যেনে ভাগন দেখে নিয় সবখবরেনর
সেহয় লালন তোমার মুরশরনয় মনবেকা॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

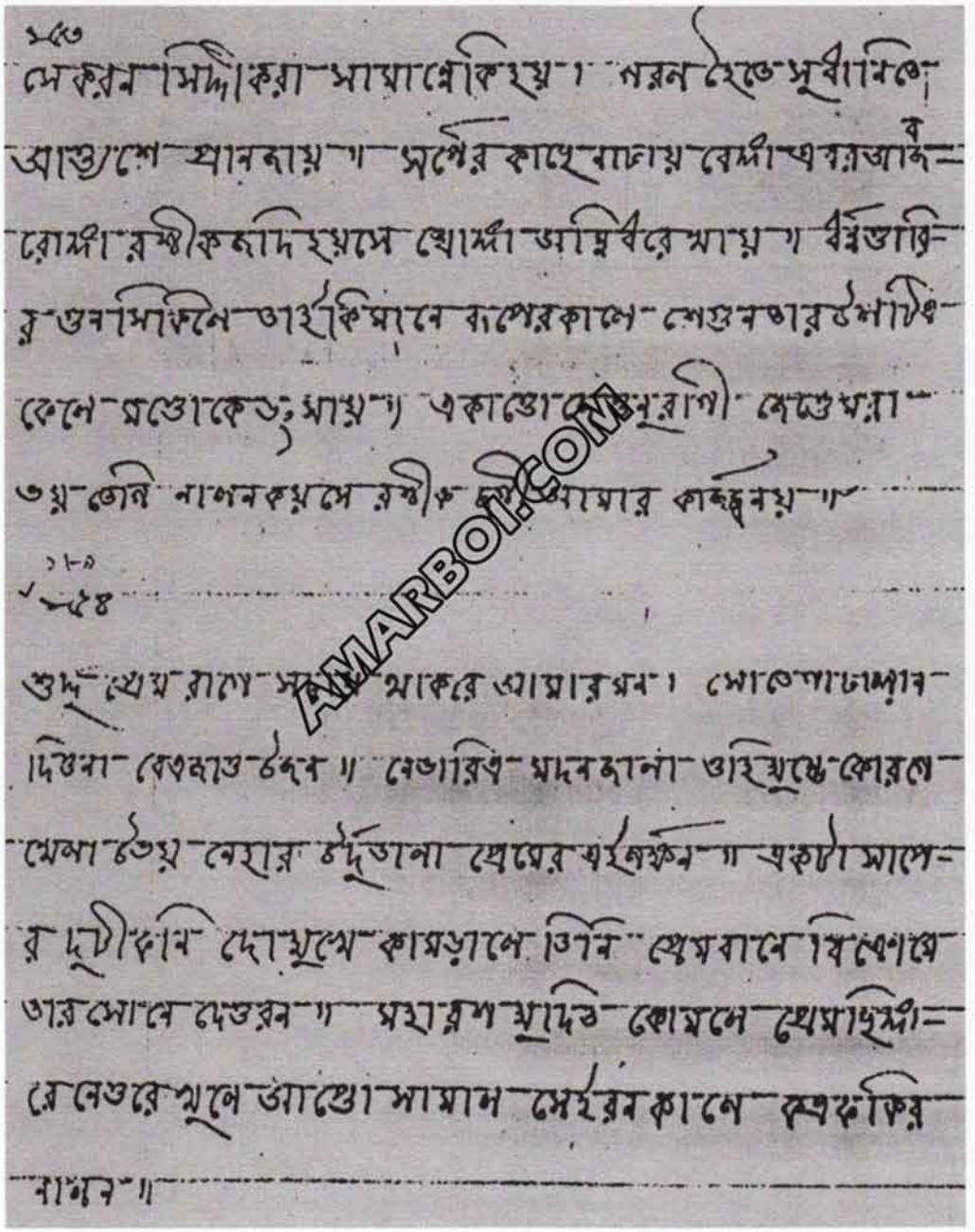

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৫

ক্যারকেমনে শুদ্দ সহজ প্রেমসাদনা। প্রেমসাদিতে ফাপরে
ওটে কামনাদির তুফান॥ প্রেমরতন ধোন পাওয়ার আশে
ত্রিবীনের ঘাটে বেন্দলাম কশে কামনাদির একবাক্কা ওশে
জাএ বান্দোন ছান্দন॥ বোলবো কিসে প্রেমেরকথা
কাম হইল প্রেমের লতা কামছাড়া প্রেমকথা তথা নাইরে
আগমন॥ পরমগুরু প্রেম পিরিতি কামগুরু হয় নিদ্ব
পতি কামছাড়া প্রেম পায় কিতি তাই ভাবে লালন॥

১৫৬

জে কোন সাদকের মুরসিদ আরা। বেমুরসিদ বেতামিল সেতো
ফিরছে সদাএ বেদছাড়া॥ পোস্তো নুরে হয় তারো
শীরজন পোস্তোভাবে কোরছেরে প্রেমের নুরেতে
নুর নবিযে লো সেই কথাটি দেখ জোড়া॥ পিরেরাগির
ও দেস্তোগীর হয় মুরশীদেরও মরশীদ বলাজাএ চিস্তেপারে
তারেজাদি পায়সে পত্তের দাড়া॥ জেবনে সেমুন বীরের
মুন মুরশীদ বিনে জেনবেকে তারভেদ সাই লালন বোলে
ভেদনা জেনে বাকসার তার বেদ পড়া॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

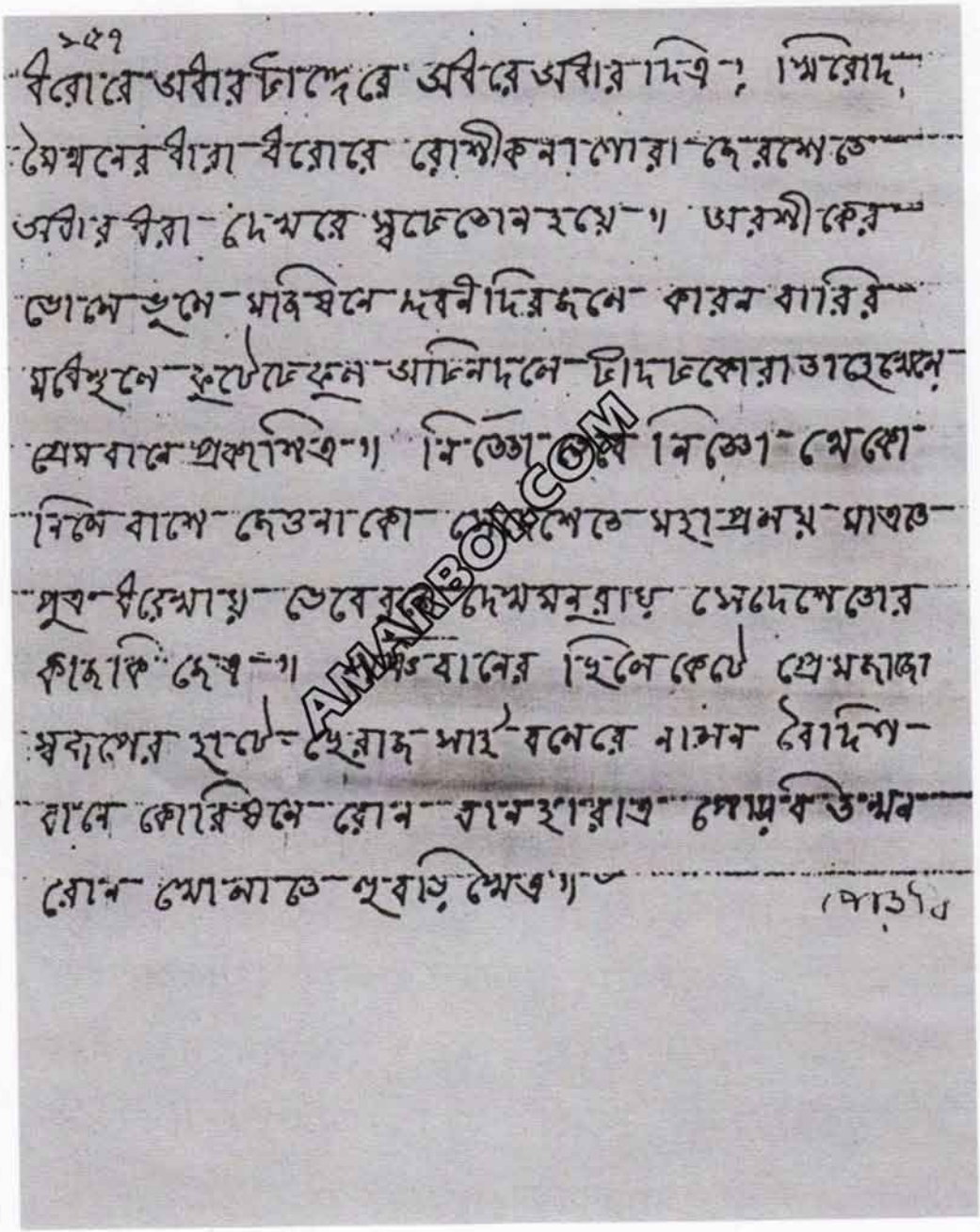

১৫৭
ধোরো রে অধার চান্দেরে অধরে অধার দিয়া। খিরোদ
মৈথনের ধারা ধোরো রে রোশীক নাগোরা দেরশেতে
অধার ধরা দেখরে স্বচেক্ষোন হয়ে। আরশীকের
ভোলে ভুলে মাধবিলে দেবী দিগ্রজনে কারন বারির
মধ্যেখনে ফুটেছে ফুল আদিন দলে চাঁদ চকোরা তাহে খেলে
প্রেমবানে প্রকাশিত। নিত্যো [illegible] নিত্যো খেলো
নিত্যে বাশে দেওনা কো [illegible]শেতে মহাপ্রলয় মাঝে
শুধু ধরে আয় ভেবে বু[illegible] দেখ মনু রাধ সেদেশে তোর
কাজ কি দেশ। [illegible] বানের খিলে কেলে প্রেম মজ্জা
স্বদাশের হাতে শিরাজ সাই বলেরে নালন বৌদিশ
বানে কোরিছিলে রোন বান হারাবে সেমৃর্ত উঘর
রোন শোনাতে পুরবান্ধি মৈত।
পোং১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

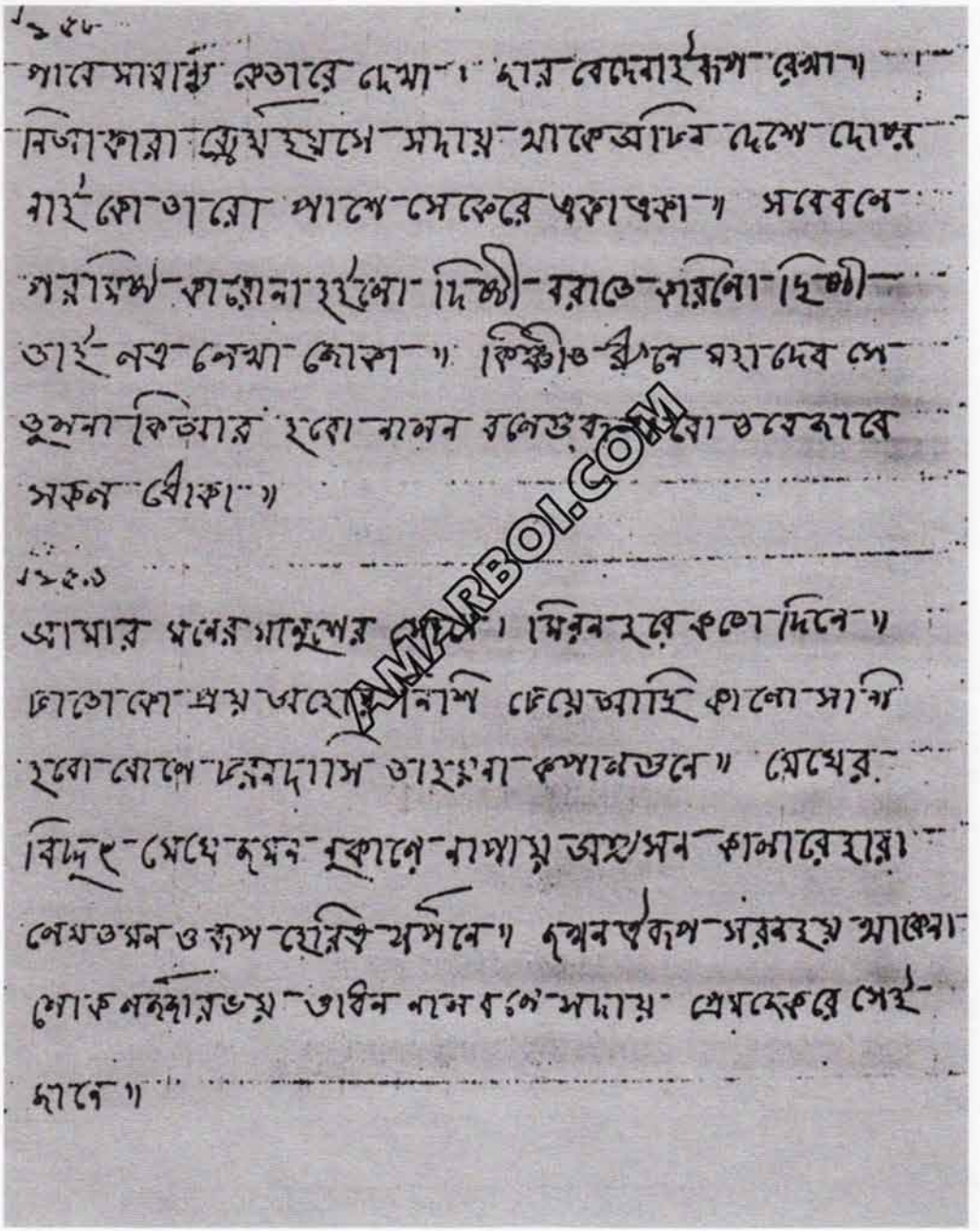

১৫৮
পারে সাধ্যি কে তারে দেখা। যার বেদে নাই রূপ রেখা॥
নিরাকারা ব্রহ্ম হয়ে সে সদায় থাকে অচিন দেশে দোসর
নাই কো তারো পাশে সে ক্ষেরে একা একা॥ সবে বলে
পরাৎপর পাঁঞ্জা হয় সে দিষ্টি বরাতে পারলো ছিষ্টি
তাই নব লেখা কোথা॥ কিঞ্চিত ধ্যানে মহাদেব সে
তুলনা কি তার হবো লালন বলে গুরু কৃপা বিনে তবে দ্বারে
সকল ধোকা॥

১২৫.১
আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কতো দিনে॥
চাতোকো প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছি কালো সসি
হবো বোলে চরণদাস তা হয় না কপালগুণে॥ মেঘের
বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষন কালারে হারা
য়ে তেমন ও রূপ হেরি দর্পনে॥ যখন ঐ রূপ স্বরণ হয় থাকে না
লোক লজ্জার ভয় লালন ফকির ভেবে বলে সদায় প্রেম যে করে সেই
জানে॥

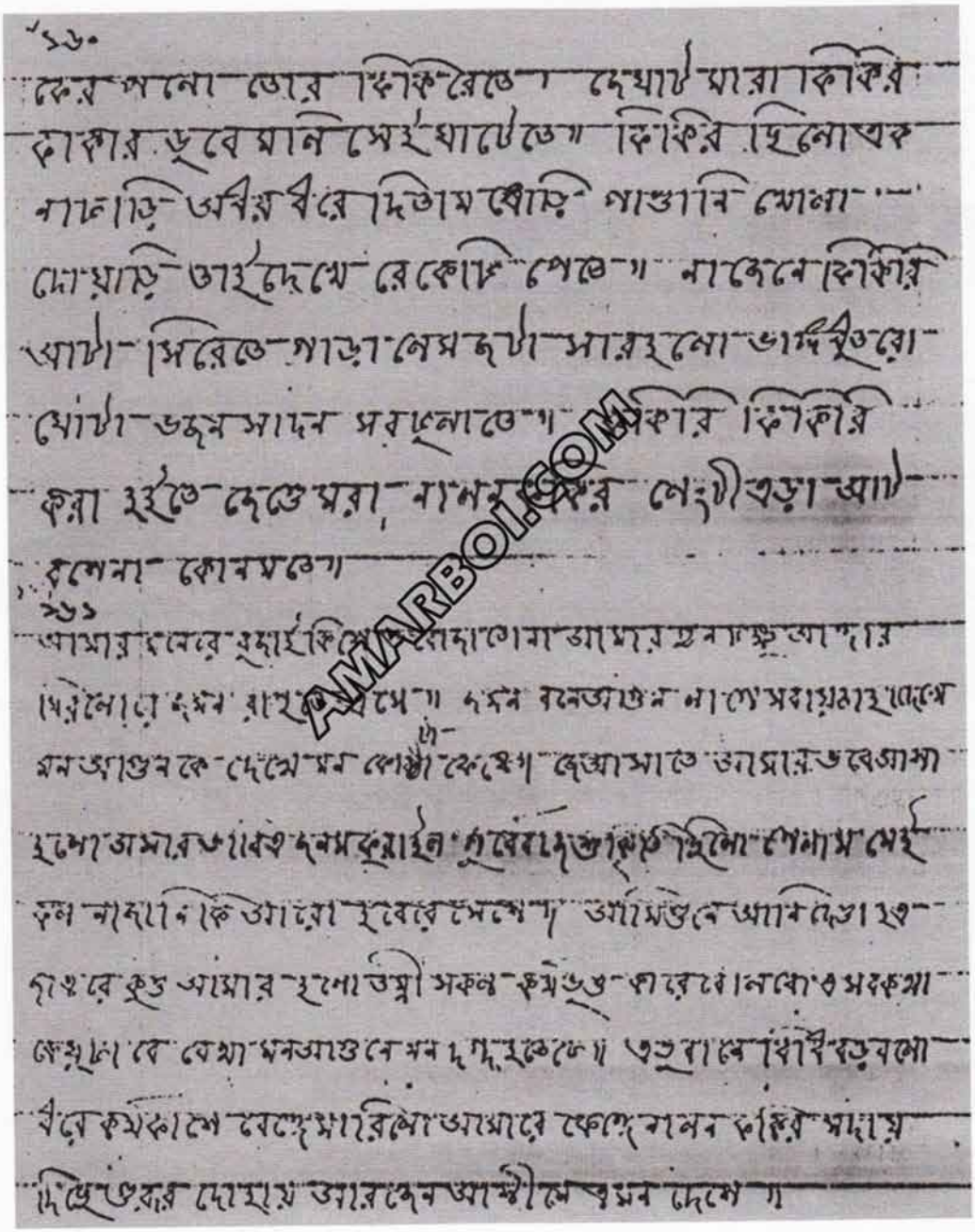

১৯০

কের পনো তোর ফিকিরেতে। দেখাও যারা ফকির

দাতার ডুবে যান সেই ঘাটেতে॥ ফকির ছিলো যারা

নানারূপ অধিক বরে দিতাম খোঁড়া পাগলানি খোলা।

দোয়াড়ি তাই দেখে রে কোথা পেতে॥ না জেনে ফকির

খাটা সিরেতে গাড়া নেয় জটা সার হলো ভাদ্দীতরো

খোটা ভজন সাধন সব হলো তে॥ ফকির ফিকির

করা হইতে দেখে মরা, লালন [illegible] সের লেংটী তরা আট

হলেনা কোন মতে॥

১৯১

আমার মনের বুঝাই কিসে [illegible] সোদা তোমা আমার হুনাক্ষ আপার

ঘিরিলো রে দমন রাহু [illegible] বসে॥ দমন মনে আগুন লাগে সবায় যায় দেখে

মন আগুন কে দেখে মন জোষ্টা কেঁদে। জেআসাতে আমারে ভবে আশা

হলো আমার ভাবের দমন কুরাইল গুরুর কৃপায় ছিলো পোলাম সেই

দল নাদ্যে কি আরো হবেরে সেশে॥ আমি তেনে আনি তেরা হত

দাস রে কৃত আমার হলো অপ্রী সকল কর্মভুত কারেবা লক্ষোও সবকথা

জেগুলা বে বেথা মনআগুনে মন দগ্ধ হলেছে। ভবু বা মে ধাইছে বলো

বরে কর্মকালে বেন্ধে মারিলো আমারে ফেলে লালন ফকির সাথায়

দিয়ে গুরুর দোহায় আরজেন আশ্রীমে সুমন দেখে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

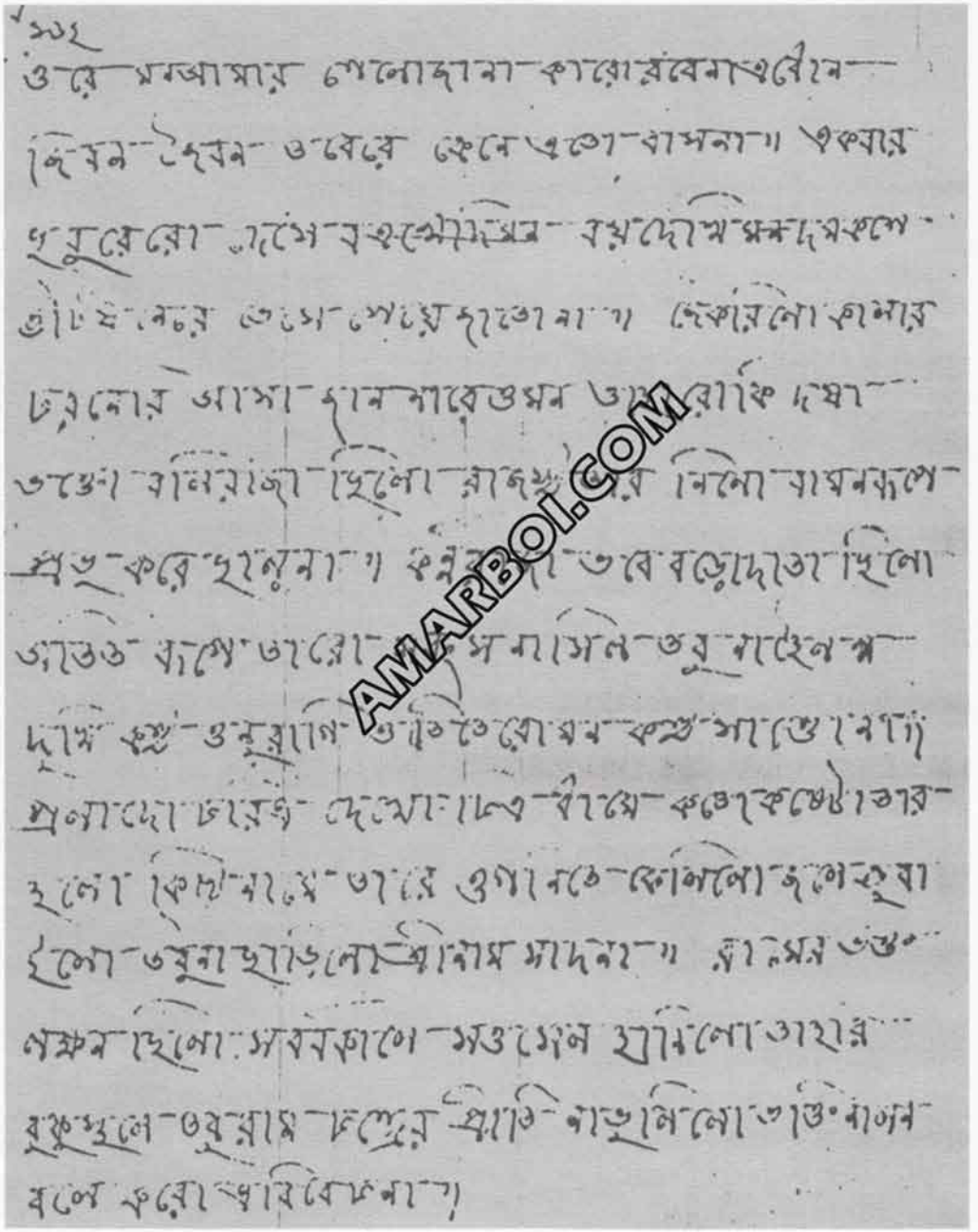

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

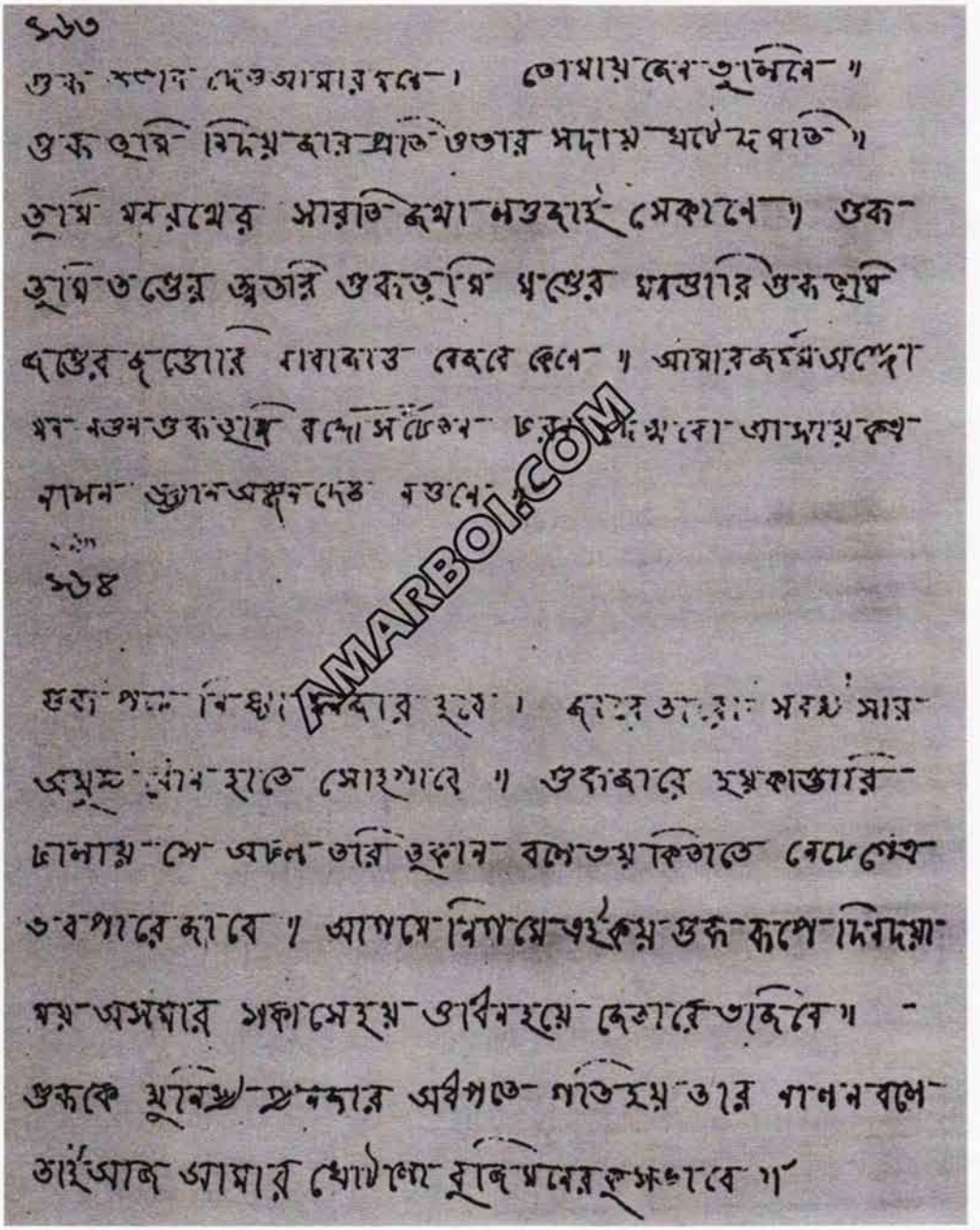

১৬৩

গুরু স্বপদ দেও আমার মনে। তোমায় জেন ভুলিনে ॥
গুরু তুমি নিদয় জারে প্রতি ওতার সদায় ঘটে দুর্ম্মতি ॥
তুমি মনরথের সারতি জথা লওযাই সেকানে ॥ গুরু
তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী গুরু তুমি
যন্ত্রের যন্তোরি নাবাজাও বেহুরে বেনে ॥ আমার জর্ম্ম অন্দো
মন নওন গুরু তুমি বদো সর্ব্বজন চক্ষুদান দিবো আমায় কথ
লালন জ্ঞান অঞ্জন দেও নওনে ॥

১৬৪

গুরু পদে নিষ্ঠা মন জার হবে। ও তার [illegible] সহজ সার
অমূল্য ধন হাতে সোহাগারে ॥ গুরু জারে হয় কাণ্ডারি
চালায় সে অচল তরি তুফান বলে ভয় কিতাতে সেতে শেষ
ভবপারে জাবে ॥ আগমে নিগমে ওই কয় গুরু রূপে দিনদয়া
ময় অসমার সকাসে হয় ও ভিন্ন হয়ে দেতারে তাড়িবে ॥
গুরুকে মুনিষ্য জ্ঞান জার অধগতে গতি হয় তার লালন বলে
তাই আজ আমার খোটশো বুদ্ধি মনের দুষ্ট কাবে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

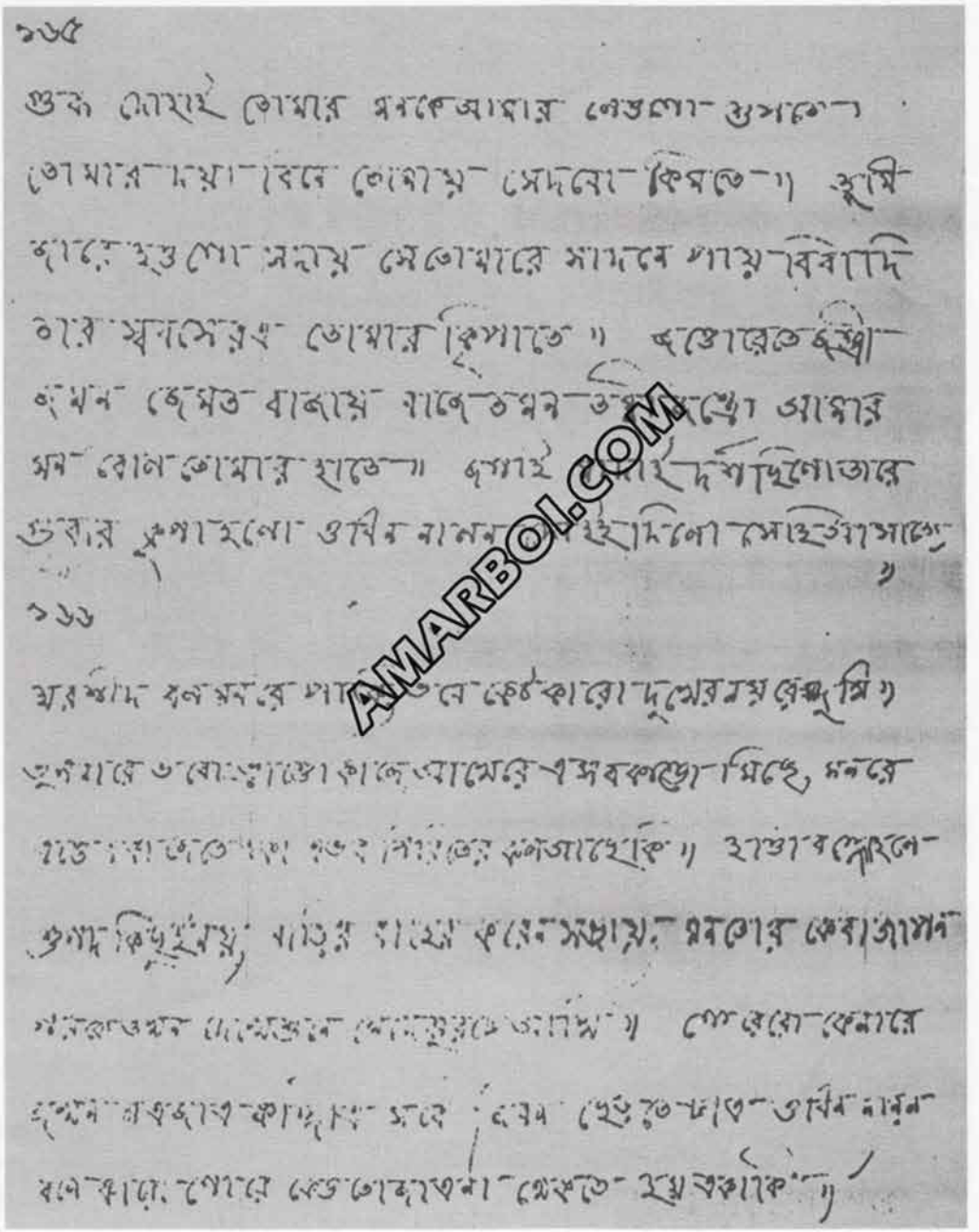

১৬৫
গুরু তোমায় তোমার মনকে আমার লেগলো সুখকে
তোমার দয়া বিনে তোমায় সেদনো কিসতে। তুমি
যারে হও গো সদয় সে তোমারে সাধনে পায় বিবাদি
তার খানেরং তোমার কৃপাতে। যন্তোরেতে যন্ত্রী
যেমন যেমত বাজায় বাজে তেমন তেমনি যন্ত্রো আমার
মন বোল তোমার হাতে। জগাই মাধাই দস্যি ছিলো তারে
উদ্ধার কৃপা হলো অধীন লালন [illegible] ছিলো সেই তো আশাতে
১৬৬
মরশিদ বল মনরে পারে যেতে কেউ কারো দুখের নয় দুখী।
ভুলো না রে ও বোলান্তো কালে আমারে একবার ডেকো দিছে, মনরে
[illegible] জাবে কি। হাওয়া বন্ধ হলে
[illegible] বাড়ির দায়ে কবে সহায় মরতের কেহ আপন
[illegible] কেনারে
[illegible] তেই [illegible] অধীন লালন
[illegible] দেখতে মুখ একাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

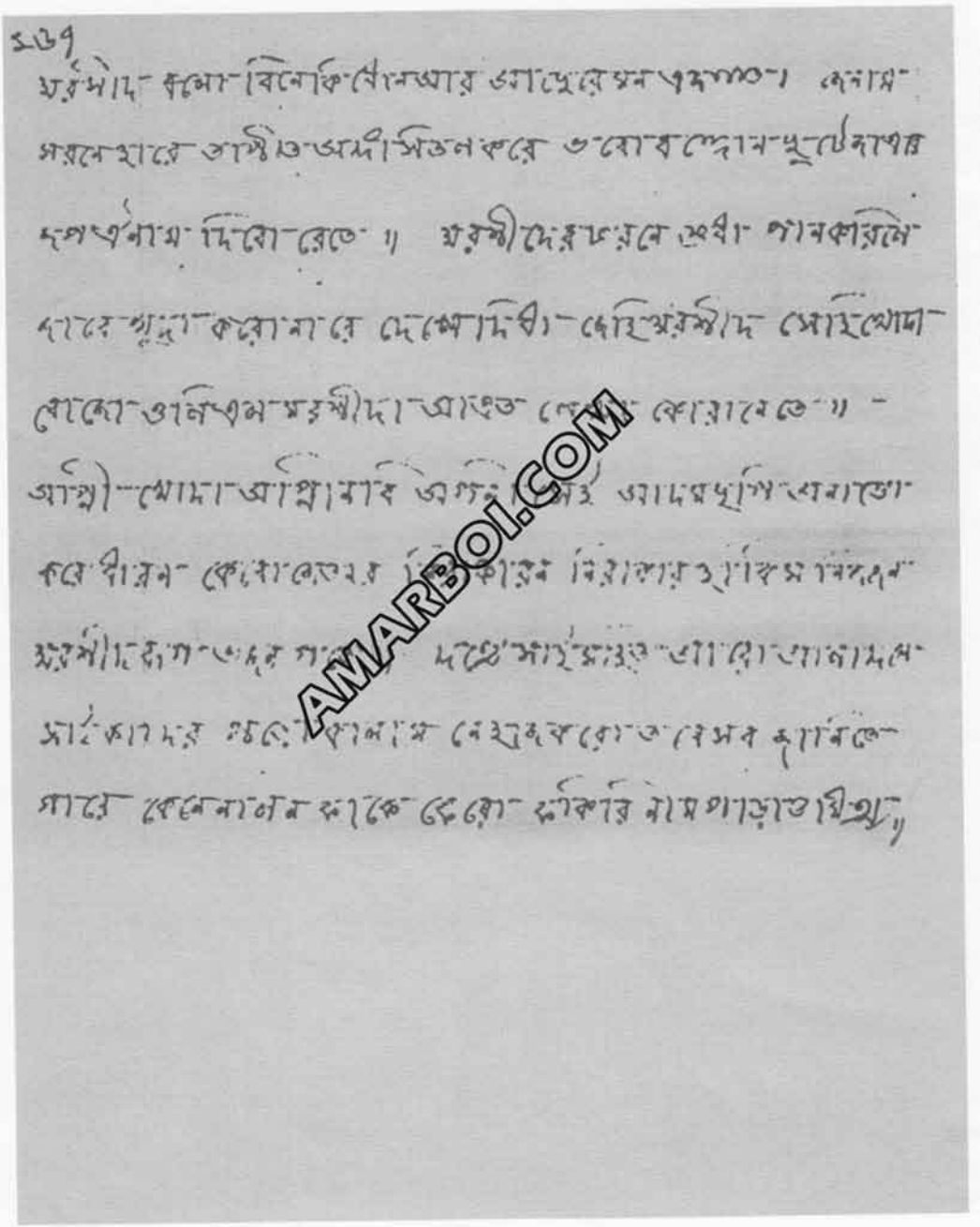

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

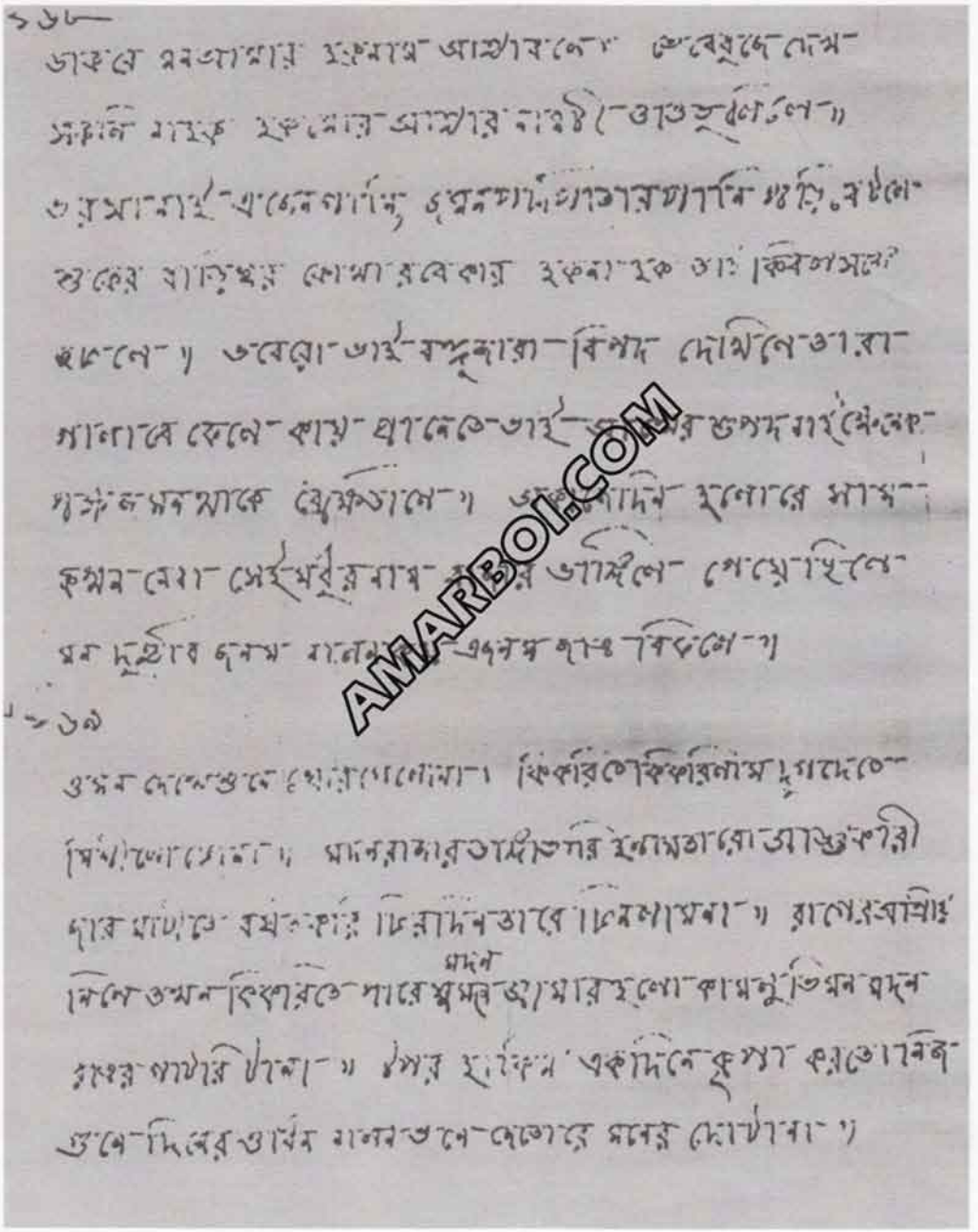

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

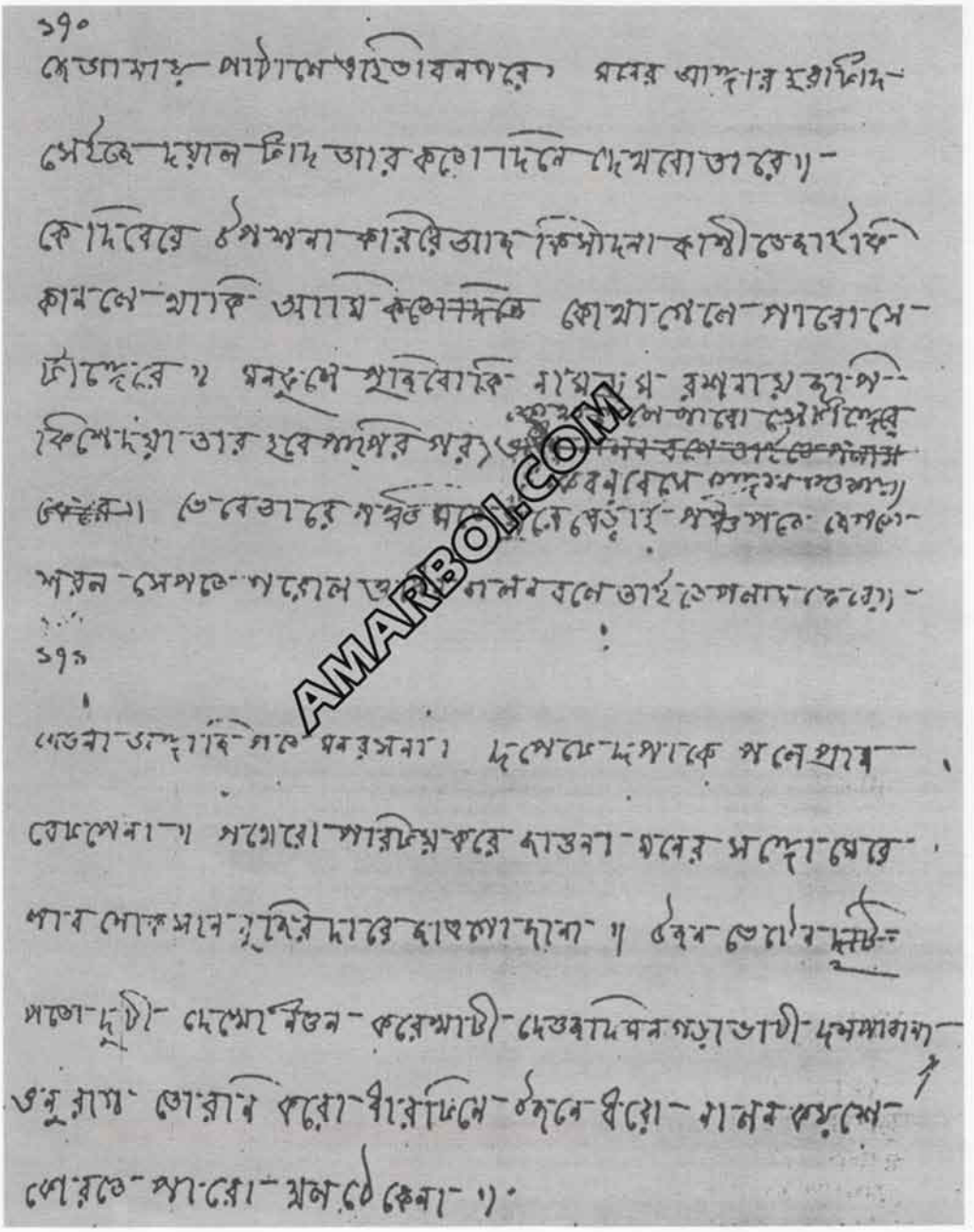

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~